উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 5 October 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 135

GOVT. OF WEST BENGAL

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
TOURISM DEPARTMENT, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বাংলার গর্বের উৎসব

কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের সেরা দুর্গা প্রতিমাগুলির বিসর্জন উপলক্ষ্যে
এক বিশেষ শোভাযাত্রা: 'রেড রোড কার্নিভাল'।
এই কার্নিভাল শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীগুলির মধ্যে অন্যতম।
বাংলা সংস্কৃতির এই বর্ণময় উদ্‌যাপনের সাক্ষী থাকুন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

৫ অক্টোবর, ২০২৫
বিকেল ৪টে ৩০মিনিট
থেকে শুরু
রেড রোড, কলকাতা

পুজোর কার্নিভাল
প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা

ICA-D1975(2)/2025

তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১.৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছোবে?

রেকর্ড উচ্চতায় সোনা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সামনে ধনতেরাস। ওই দিন পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদ লাভের আশায় ধনদেবতা কুবেরের আরাধনা করেন আপামর ভারতবাসী। সোনা-রুপো বা অন্যান্য ধাতু কেনারও প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এবারের ধনতেরাসের আগে সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতা গড়েছে সোনার দাম। সোনা কেনা নিয়ে তাই অনেকেই দ্বিধায় রয়েছেন। তবে আগামী দিনে আরও মহার্ঘ হতে পারে এই মূল্যবান ধাতু। ২০২৪-এর ধনতেরাসে (২৯ অক্টোবর) ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ছিল ৭৮৬১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৭২০৫৯ টাকা ছিল।

বর্তমান (৩ অক্টোবর) ২৪ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম হয়েছে ১,১৫,১৩০ টাকা এবং ১,১০,৯৬৫ টাকা। অর্থাৎ ১ বছরে সোনার দাম প্রায় ৪৭ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির হার আগামী ধনতেরাস পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে।

কেন দাম বাড়ছে সোনার?

যে কোনও ধাতুর দামে ওঠানামা স্বাভাবিক বিষয়। দামের বৃদ্ধিও অনেকটাই সীমিত। মূলত ব্যবহার, চাহিদা এবং উৎপাদনের ওপর তা নির্ভর করে। তবে সোনা অন্যান্য ধাতুর থেকে একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের। শুধু ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তার ওপর সোনার দাম নির্ভর করে না। বর্তমানে সোনার মূল চাহিদাই হচ্ছে লগ্নি নির্ভর। সোনার দাম বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ—

ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আশঙ্কা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়েছে। যা শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নিরাপদ লগ্নি হিসেবে তাই চাহিদা বাড়ছে সোনার।

আর্থিক মন্দার আশঙ্কা

করোনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেও সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে মন্দার আশঙ্কাও। বিশেষত মার্কিন মুলুকে মন্দার আশঙ্কা প্রবলভাবে রয়েছে। এই কারণেও বিশ্বজুড়ে সোনার চাহিদা বাড়ছে।

মার্কিন ডলারের চাহিদা

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার তুলনায় মার্কিন ডলার আগের থেকে দুর্বল হওয়ায় সোনায় লগ্নি বাড়ছে।

সুদের হার

চলতি বছরে আরও এক দফা সুদের হার কমাতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। সুদের হার কমলে বন্ডে রিটার্ন কমবে। তাই চাহিদা বাড়ছে সোনার।

উৎসব ও বিয়ে

উৎসবের মরশুম বা বিয়েতে সোনা কেনার রীতি ভারতীয় সংস্কৃতির দীর্ঘ দিনের রীতি। বর্তমানে উৎসবের মরশুম চলছে। আর কয়েক দিন পরেই শুরু হবে বিয়ের মরশুম। তাই আরও দাম বাড়তে পারে এই মূল্যবান ধাতুর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোনার মজুত বৃদ্ধি করে চলেছে। সোনার আকাশছোঁয়া দামের নেপথ্যে যা অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছে।

আগামীদিনে সোনার দাম কী হতে পারে?

বিগত কয়েক দশকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, মাঝেমধ্যে থমকে দাঁড়ালেও লাগাতার বাড়ছে সোনার দাম। বিশেষত ২০১০-এর পর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এই মূল্যবান ধাতুর দাম।

আগামী দিনে সোনার দাম কোথায় পৌঁছোবে তা অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল— মার্কিন অর্থনীতি, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, বিভিন্ন দেশের ঋণের পরিমাণ, শীর্ষ ব্যাংকগুলির সোনা নিয়ে ব্যবস্থাপনা, সুদের হার ইত্যাদি।

রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছোনোর পর সোনার দাম সংশোধনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হলে সোনার দাম ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। অর্থাৎ আগামী কয়েক মাসে সোনার দাম সর্বনিম্ন ৭৫-৮০ হাজারে নামতে পারে। তারপর ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে সোনার দাম।

সব দিক বিবেচনা করলে আশা করা যায়, আগামী এক বছরে সোনার দাম হতে পারে ১.২০ লক্ষ টাকা। ২০২৬-এর শেষে এই দাম পৌঁছে যেতে পারে ১.৫ লক্ষ টাকায়। পরিস্থিতি অনুকূল হলে আগামী পাঁচ বছরে ২ লক্ষ টাকাতেও পৌঁছে যেতে পারে সোনা।

কীভাবে সোনা কিনবেন?

সরাসরি সোনা কিনতে হলে সোনার বার, কয়েন বা গয়না কেনা যেতে পারে। গয়নাতে মজুরির খরচ লাগে। এর পাশাপাশি সোনা নিরাপদ রাখতে হলে ব্যাংকের লকার ভাড়া করতে হয়। সেই খরচও লাগাতার বাড়ছে। তাই অনেকেই সরাসরি সোনা না কিনে ডিজিটাল গোল্ড, গোল্ড মিউচুয়াল ফান্ড, গোল্ড ইটিএফ, গোল্ড বন্ড ইত্যাদিতে লগ্নি করেন। পরোক্ষে সোনায় লগ্নি করতে হলে সোনার খনি বা গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির শেয়ারে লগ্নি করা যেতে পারে।

সোনার বিকল্প হতে পারে রুপো

সোনার পাশাপাশি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে রুপোর দামও। বর্তমানে (৩ অক্টোবর, ২০২৫) রুপোর দাম প্রতি কেজি ১.৫১ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। বিগত কয়েক বছরে রুপোর দামে বড় পরিবর্তন না হলেও চলতি বছরে লাগাতার বাড়ছে এই ধাতুর দাম। পরিস্থিতি ইতিবাচক হলে আগামী ২-৩ বছরে রুপোর দাম দ্বিগুণ হতে পারে। সরাসরি রুপোর গয়না, কয়েন বা বার কেনার পাশাপাশি সিলভার ইটিএফ, মিউচুয়াল ফান্ডেও লগ্নি করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে

সোনার দাম বিগত কয়েক বছরে লাগাতার বেড়েছে। যা আগামী দিনে সংশোধনের সম্ভাবনা জোরালো করেছে। সোনার দাম কমলে তা লগ্নির জন্য বড় সুযোগ হতে পারে। এর পাশাপাশি আগামী কয়েক বছরে সোনা বা রুপো থেকে আশানুরূপ রিটার্ন নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই আপনার লগ্নিযোগ্য তহবিলের ১০-১৫ শতাংশ সোনা বা রুপোর জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্যই দীর্ঘ মেয়াদে বড় সম্পদ গড়ে তোলার অন্যতম চাবিকাঠি।

সতর্কীকরণ : সোনায় লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নির আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। লগ্নির লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের দায়ভার নেই।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে টানা পতনের ধারা রুখে দিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। ফের স্বমহিমায় ফিরে সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮১২০৭.১৭ এবং ২৪৮৯৪.২৫ পয়েন্টে। চারদিনের লেনদেনে দুই সূচকের উত্থান হয়েছে ৭৮০.৭১ এবং ২৩৯.৫৫ পয়েন্ট। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এখনই স্থিতিশীলতা ফিরেছে তা বলার সময় আসেনি। আগামী দিনে ওঠানামা জারি থাকবে শেয়ার বাজারে। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। তবেই দীর্ঘমেয়াদে বড় সম্পদ গড়ে তুলতে পারবেন লগ্নিকারীরা।

প্রত্যাশা থাকলেও অক্টোবরের দ্বিমাসিক ঋণ নীতিতে রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬.৮ শতাংশ করেছে শীর্ষ ব্যাংক। যা শেয়ার বাজারে ফের লগ্নিকারীদের আস্থা ফিরিয়েছে। এর পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক। আগে এই পূর্বাভাস ছিল ৩.১ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধির হার কমলে আগামী দিনে রেপো রেট কমানোর পথে হাঁটতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক, এই প্রত্যাশায় ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ বেড়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য প্রায় ২২টি নীতিতে সংশোধন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা দেশের ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার কার্যকরী মূলধন বাড়াতে সাহায্য করবে। সবমিলিয়ে অক্টোবরের ঋণনীতি বৈঠক শেয়ার বাজারকে ফের আলোয় ফিরিয়ে এনেছে।

রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার না কমালেও মার্কিন ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ অক্টোবরে আরও এক দফা অর্থাৎ ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমাতে পারে। এই প্রত্যাশায় চাঙ্গা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এই দেশেও। মার্কিন ডলার দুর্বল হওয়া, বিভিন্ন ধাতুর দাম স্থিতিশীল হওয়া, ইত্যাদিও শেয়ার বাজারকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। জিএসটি সংস্কার, উৎসবের মরশুম চাহিদা বাড়াবে। এবার ভালো বর্ষাও গ্রামাঞ্চলে চাহিদা বাড়াবে। চাহিদা বাড়ার আশায় কনজিউমার ডিউরেবলস এবং কনজাম্পশান ক্ষেত্র চাঙ্গা হয়েছে। যার সার্বিক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে।

বিগত কয়েক সপ্তাহে একাধিক আইপিও এসেছে বাজারে। উন্মাদনা থাকলেও অধিকাংশ আইপিও-ই লিস্টিংয়ে হতাশ করেছে। আগামী দিনেও বাজারে একাধিক আইপিও আসছে। গভীর পর্যালোচনার পরই আইপিও-তে আবেদন করতে হবে। না হলে বড় লোকসান হতে পারে লগ্নিকারীদের।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়েছে সোনা-রুপো। আগামী দিনে আরও মহার্ঘ হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **লারসেন অ্যান্ড টুব্রো :** বর্তমান মূল্য-৩৭৩৩.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৬৩/২৯৬৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৬৫০-৩৭০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৫০৯৮, টার্গেট-৪২০০।
- **কামাত হোটেল :** বর্তমান মূল্য-৩২২.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫৪/১৭৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩০০-৩২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৫১, টার্গেট-৪৩৫।
- **আদানি পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-১৪৭.৩৮.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৩/৮৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩২-১৪২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৪২১৭, টার্গেট-২৪০।
- **জিআর ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-১২৩৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৩৪/৯০১, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১১৬০-১২১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৯৮৮, টার্গেট-১৫০০।
- **গেল :** বর্তমান মূল্য-১৭৭.৩৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪২/১৫১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৭০-১৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৬৬১৫, টার্গেট-২১৫।
- **পিটিসি ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-১৬৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৭/১২৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৫৫-১৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫০০২, টার্গেট-২২০।
- **ট্রান্সরেল লাইটিং :** বর্তমান মূল্য-৭৩০.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৫৬/৩৯৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬৮০-৭২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮০৪, টার্গেট-৯৪৫।

বহু সপ্তাহ ধরে একই গণ্ডির মধ্যে বাজার

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

বোধিসত্ত্ব খান

ধনুকভাঙা পণ করে রেখেছে নিফটি এবং সেনসেক্স। ২৪৫০০ থেকে ২৫৫০০-- এই গণ্ডির মধ্যে তারা ট্রেড করবে এবং এটাই চলছে বিগত কয়েক মাস ধরে। যদিও নিফটি ২০২৫-এ এখনও অবধি ৫.২৮ শতাংশ উত্থান দেখেছে এবং সেনসেক্স ৩.৯৩ শতাংশ। তবে বৃহত্তর বাজারে বিভিন্ন সেক্টরে উত্থান কিন্তু এক কথায় দুরন্ত। ডেটা সেন্টার সংক্রান্ত জনপ্রিয় স্টকগুলি, সেমিকনডাক্টর সেক্টর, ডিফেন্স সেক্টর এবং মেটাল সেক্টর দারুণ র‍্যালি করেছে। সেমিকনডাক্টর স্টকগুলির মধ্যে এএসএম টেকনলজি কেবলমাত্র ২০২৫-এ র‍্যালি করেছে ২০৩.২২ শতাংশ, মসচিপ ৩৬.১২ শতাংশ, আরআরপি সেমিকনডাক্টর ৪০০৮.৬৩ শতাংশ এবং বিগত ৬ মাসে কেইনস টেকনলজি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৬.৬৮ শতাংশ। ডেটা সেন্টার স্টকগুলির মধ্যে নেটওয়েব টেকনলজি মাত্র ৬ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮৮.০৬ শতাংশ, অনন্ত রাজ ৫৭.৬৭ শতাংশ, রেল টেল ৩০.৩ শতাংশ ইত্যাদি।

তবে আরআরপি সেমিকনডাক্টরে যা চলছে তা অকল্পনীয়। কেবলমাত্র ২০২৫-এ এই শেয়ারটির দাম ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং বিগত এক বছরে ১৩,০৪৩.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১৩০ গুণের বেশি বৃদ্ধি। কোম্পানির প্রোমোটাররা মাত্র তিন বছরে হাতে থাকা ৭৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রি করে চলে গিয়েছেন। মার্চ ২০২৪ অবধি সেলস ছিল মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা। সেটা মার্চ, ২০২৫-এ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫৯ কোটি টাকা। জুন কোয়ার্টার ২০২৫-এ সেলস শূন্য। অর্থাৎ এই কোম্পানির শেয়ারে অপারেটরদের খেলা চললেও চলতে পারে। জুন ২০২৫-এর তথ্য অনুযায়ী এই কোম্পানির মার্কেট ক্যাপিটাল ১০,১৮২ কোটি টাকা। সেখানে শেয়ার হোল্ডার মাত্র ১১৬ জন এবং একজনের কাছে কোম্পানির মোট ৭৪.৫০ শতাংশ শেয়ার আছে।

ডিফেন্স স্টকগুলিতে অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে দারুণ উত্থান চলছে। অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস বিগত ৬ মাসে ১৯৫.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অ্যাভান্টেল ৮৯.৯৩ শতাংশ, ভারত ডায়নামিক্স ১৬.৬১ শতাংশ, বেল ৪৭.৩৯ শতাংশ, গার্ডেনরিচ ৬৬.১৮ শতাংশ, এমটিএআর ৫১.৫৭ শতাংশ, পরস ডিফেন্স ৪৭.৪৬ শতাংশ, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ২৬.০১ শতাংশ ইত্যাদি।

মেটাল সেক্টরের মধ্যে হিন্দুস্থান জিঙ্ক বিগত ৬ মাসে উত্থান দেখেছে ১৫.৩১ শতাংশ, বেদান্ত ১৭.৪৫ শতাংশ, হিন্দালকো ৩০.০১ শতাংশ, হিন্দুস্থান কপার ৬৫.৩১ শতাংশ। এখানে হিন্দুস্থান কপারের উত্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পিছনে রয়েছে বিশ্বব্যাপী চাহিদা। কপার বা তামা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। যা ইলেক্ট্রিক্যাল কনডাক্টর, কেবল, ইলেক্ট্রনিক্স, মোটর জেনারেটরে ব্যবহার করা হয়। তবে ইলেক্ট্রিক ভেহিকল, সোলার প্যানেল, উইন্ড টারবাইন অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জিতে এর ব্যাপক ব্যবহার কপারের চাহিদা রাতারাতি বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এছাড়া প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, টেলিকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি, স্মার্ট সিটি সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চিলি, পেরু, কঙ্গো মূল কপার রপ্তানিকারী দেশ। তাদের মাইনিং এবং সাপ্লাই ক্রমাগত কমে চলেছে। ভারতে তামার রিজার্ভ রয়েছে ৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন (২০২২ অবধি), যা বিশ্বের অষ্টম সর্বাধিক রিজার্ভ। কপারের যা চাহিদা রয়েছে বিশ্বজুড়ে তত ভাণ্ডার নেই। এই কারণে এই ধাতুর দাম ক্রমাগত ঊর্ধ্বগামী।

১ অক্টোবর রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে আরবিআই। রেপো রেট বর্তমানে ৫.৫ শতাংশ। ভারতের রপ্তানি নিয়ে অনিশ্চয়তা, ডলারের ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে চলা, সোনার দাম সর্বকালীন উচ্চতায় চলে যাওয়া— এই সবকিছুর জন্য আরবিআই আরও কিছুটা সময় নিতে পারে পুনরায় ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য। আপাতত বাজার দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। যেভাবে জুন কোয়ার্টার বিভিন্ন বিনিয়োগকারীকে হতাশ করেছে, একইভাবে সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারও তাই করবে কি না, সেটা চিন্তায় রাখছে তাদের। বিশেষত, যে কোম্পানিগুলি আমেরিকায় রপ্তানি করে থাকে, বিশেষত জেমস এবং জুয়েলারি, টেক্সটাইলস, সামুদ্রিক খাদ্য, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিকস গুডস প্রভৃতি। হয়তো এই দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তার প্রভাব সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না, তবে ডিসেম্বর কোয়ার্টারে ভারত কতটা সামলাতে পারছে, সেটা বোঝা যাবে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : অনন্ত রাজ

● **সেক্টর :** রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেটা সেন্টার ● **বর্তমান মূল্য :** ৭১৯ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৩৭৬/৯৪৭ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৪৭০৭ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ১২১.২৫ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.১০ ● **ইপিএস :** ১৩.৪১ ● **পিই :** ৫৩.৬৮ ● **পিবি :** ৫.৯৪ ● **আরওসিই :** ১১.২০ শতাংশ ● **আরওই :** ১০.৯০ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৯০০

একনজরে

- ১৯৮৫-এ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা আইটি পার্ক, হোটেল, সেজ, অফিস কমপ্লেক্স, শপিং মল, রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স নির্মাণকার্যে যুক্ত।
- বর্তমানে ডেটা সেন্টার ক্ষেত্রে নিজের উপস্থিতি লাগাতার মজবুত করছে এই সংস্থা।
- আগামী ৫ বছরে ডেটা সেন্টার ক্যাপাসিটি ৩০৭ মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে এই সংস্থা।
- সম্প্রতি নিজস্ব ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে এই সংস্থা।
- ঋণের বোঝা নাগাড়ে কমিয়ে চলেছে এই সংস্থা।
- সংস্থার ল্যান্ড ব্যাংক প্রায় ৮৫ একর। যা আগামী দিনে আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ২৫.৫৬ শতাংশ বেড়ে ৫৯২.৪১ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩৮.৩৩ শতাংশ বেড়ে ১২৫.৮৮ কোটি টাকা হয়েছে।
- বিগত ৫ বছরে লাগাতার মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই সংস্থা।
- সংস্থার ৬০.১২ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৬.২২ শতাংশ এবং ১০.৬১ শতাংশ শেয়ার।
- এমকে গ্লোবাল, মতিলাল অসওয়াল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার
দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে কেবল পুজো নয়, আনন্দ, মিলন আর স্মৃতির রঙিন ক্যানভাস। দেবীর আগমনে আলো জ্বলে ওঠে হৃদয়ে, অন্যদিকে নিরঞ্জনের ক্ষণে নেমে আসে গভীর শূন্যতা। বাঙালি বিদায়কে বিদায় বলে না—বলে, আসি।
বিদায়
১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

চে'র দেশে চর্চা রাহুলের সফরে ৯

গাজায় হামলা জারি
গাজায় শান্তি ফেরাতে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তাল কাটল শনিবার। এদিন ভোর থেকে গাজায় ফের হামলা শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	২৩°	২৭°	২৩°	২৭°	২৪°	২৭°	২২°

ঝুঁকি বাড়ছে শিশুদের
শিশুদের শরীরে বাড়ছে ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। কেন্দ্রের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে দেশের গড় যেখানে ৩৪ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় প্রায় দ্বিগুণ। ৫

শিলিগুড়ি ১৮ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 5 October 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 135

GST সাশ্রয় উৎসব
আমার স্বপ্নের বাইক এখন অনেক সস্তা
সাশ্রয়ে উৎসবের মরশুম
৩৪৯ সিসি পর্যন্ত স্কুটার/বাইক এখন প্রায় ৮০০০ টাকা অব্দি সস্তা
ভারত সরকার GOVERNMENT OF BHARAT

কাকভেজা কার্নিভাল

আসছে বছর আবার হবে।। *শিলিগুড়িতে কার্নিভালে সূত্রধরের তোলা ছবি। শনিবার।*

পথনাটিকা, ছৌ নাচে জমকালো আয়োজন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : সূর্য সবে তখন পশ্চিম আকাশে মেঘের কোলে ঘুমিয়েছে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে জ্বলে উঠেছে সারি সারি আলো। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। তাতে কী? বাঙালির উৎসব যে শেষ হয়েও হয়নি।

শনিবার ছিল দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। বিকেল থেকে ধীরে ধীরে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছিল রাস্তার দু'পাশে। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ হিলকার্ট রোড ভিড়ে ঠাসা। বাইক কিংবা সাইকেল তো দূর অস্ত, হাঁটতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছে শহরবাসীর। প্রদীপ প্রজ্বলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে শুরু হয় চতুর্থ বর্ষের কার্নিভাল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। ছিলেন পুলিশ কমিশনার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পুর কমিশনার থেকে শুরু করে অন্য প্রশাসনিক কর্তারা।

প্রথম দিকে সব ঠিকঠাক ছিল। তাল কাটল সময় গড়াতেই। মূলমঞ্চের সামনে কিংবা এয়ারভিউ মোড়ে তেমন সমস্যা না হলেও হাসমি চক থেকে এয়ারভিউ মোড়ের মাঝে হিলকার্ট রোডে বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনকে।

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

বিসর্জনের বিষাদ নয়, বরং ক্ষণিকের আনন্দ-উৎসব হয়ে উঠল কার্নিভাল। নাচে-গানে, রংয়ে, আলোকচ্ছটায় আরও একটা দিন উৎসবে মজে রইল শহর। সেইসঙ্গে রয়ে গেল উমার ফিরে আসার অপেক্ষা।

এর সঙ্গে দোসর ছিল বৃষ্টি। কিন্তু হুজুগে বাঙালিকে কবেই বা কে দমাতে পেরেছে! কেউ ছাতা মাথায়, কেউ রেইনকোট পরে, কেউবা কাকভেজা হয়ে রাত ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত উপভোগ করেছেন কার্নিভাল।

দুই বছরের শিশুকে নিয়ে এসে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলেন চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পুনম ঝা। প্রথমে হালকা বৃষ্টিতে ছেলের মাথা বাঁচাতে নিজের ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। তবে গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাশের একটি তাঁবুতে তাঁকে ডেকে নেন কয়েকজন। শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠান দেখে জায়গা ছাড়েন তিনি। পুনমের কথায়, 'ভেবেছিলাম ছেলেকে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরে যাব। কিন্তু বৃষ্টিতে আটকে গেলাম। তারপর ভাবলাম, দেরি যখন হয়েছে, পুরোটা দেখে যাই।'

মূল অনুষ্ঠান সাড়ে পাঁচটায় শুরু হলেও প্রথম পুজো কমিটিকে হিলকার্ট রোড ধরে এয়ারভিউ মোড়ে অনুষ্ঠান মঞ্চের দিকে এগোতে সময় লেগে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ মিনিট নাগাদ প্রথমে নবোদ্যমী মহিলাবৃন্দ পুজো কমিটির ট্যাবলো এসে পৌঁছায় এয়ারভিউ মোড়ে। খুদে শিল্পীরা পথনাটিকার মাধ্যমে মোবাইলের প্রতি শিশুদের আসক্তির বিষয়টি তুলে ধরে।

এরপর দশের পাতায়

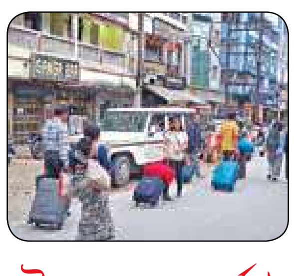

উৎসব ও দুর্ভোগ

- দুপুর থেকেই একাধিক রাস্তা ও ফ্লাইওভারে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়
- বিভিন্ন রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ি
- দুর্ভোগ চরমে ওঠে, স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েন পর্যটকরাও
- মূল অনুষ্ঠান মঞ্চ ও তার আশপাশে বেশিরভাগ পুলিশকর্তা ও কর্মী মোতায়েন
- অন্যত্র নজরদারিতে ফাঁক থাকায় বিশৃঙ্খলা, হাসমি চক থেকে সেবক মোড়ের মাঝে ব্যারিকেড ভেঙে রাস্তার ওপর জনতা
- সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের পক্ষে ভিড় সামলানো সম্ভব হয়নি
- বৃষ্টি মাথায় নিয়েও প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টার কার্নিভাল উপভোগ মানুষের

DESUN HOSPITAL SILIGURI
ক্লাস ১২ পাশ করে জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে GNM নার্সিং পড়া যায়
90 5171 5171

দিনভর ভোগান্তি রাজপথে

শমিদীপ দত্ত ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুজোর মধ্যে সেভাবে ভোগান্তি হয়নি। কিন্তু একেবারে শেষপর্বে শনিবার কার্নিভালকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি শহর ব্যাপক ভোগান্তি ভুগল। এদিন বেলা গড়াতেই পুলিশ-প্রশাসনের তরফে হিলকার্ট রোডে ওঠার সমস্ত রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর তার জেরেই দুর্ভোগ চরমে ওঠে। রাতের অনুষ্ঠানের জন্য দিনভরের এহেন ভোগান্তিতে অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

প্রধাননগরের বাসিন্দা উত্তম পাল বেলা ১টা নাগাদ দার্জিলিং মোড় থেকে হেঁটে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। চোখেমুখে প্রচণ্ড অস্বস্তি। রাস্তা তখন অনেকটাই শুনসান। পাশ দিয়ে যাওয়া এক টোটোচালককে তাঁর প্রশ্ন, 'বর্ধমান রোডে যাবেন?' উত্তর এল, 'এয়ারভিউ মোড় দিয়ে আর এগোনো যাবে না। ওইদিক দিয়ে সেবক রোডে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।' উত্তম তখন বেশ অস্বস্তিতে, 'দুই মেয়ে দিদার বাড়ি থেকে বাসে উঠে বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ডের কাছে নেমেছে। আধ ঘণ্টা ধরে খুঁজেও কোনও টোটো পায়নি। হেঁটেই ওদের আনতে যাচ্ছি।' স্টেশন ফিডার রোড ধরে ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে ব্যারিকেডে গোটা রাস্তা বন্ধ দেখে অভিষেক দাস চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুলিশকর্মীরা তখন তাঁকে বাবুপাড়ার রাস্তায় যেতে পরামর্শ দেন। সেইমতো টিকিয়াপাড়া মোড়ে অভিষেক দেখেন, সেখান দিয়ে ফ্লাইওভারে ওঠার রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে হিলকার্ট রোডে যাবেন বলে অভিষেক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। টিকিয়াপাড়া মোড়ে উপস্থিত পুলিশকর্মীরাও তাঁকে সেভাবে সাহায্য করে উঠতে পারেননি।

রাতে কার্নিভালের অনুষ্ঠান হবে। তাই ঠিকমতো প্রস্তুতির লক্ষ্যে এদিন আগেভাগেই এয়ারভিউ মোড়

এরপর দশের পাতায়

পুজোয় ১০ হাজার কোটির ব্যবসা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শহরে পুজোর বাজারকে ঘিরে এবারে মুখে হাসি ব্যবসায়ী মহলের। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে দাবি করছেন সিআইআই-এর সদস্য তথা সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়াল। ব্যবসায়ীদের কথায়, পুজোর মুখে এবারে জিএসটি-র স্বস্তি ব্যবসার মাত্রা আরও অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র অটোমোবাইল বিভাগেই এবারে পুজোয় ২৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে শহরের ব্যবসায়ী মহল সূত্রে খবর। এছাড়াও প্রায় ২০০০ কোটি টাকার ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী (হোয়াইট গুডস) বিক্রি হয়েছে। টেক্সটাইল সেক্টরে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। খাওয়াদাওয়ায় ব্যবসা হয়েছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার।

হাল ফিরতে শুরু করেছে শহরের বাজারগুলোতেও। বিধান মার্কেটে এবারে দশ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ব্যবসা হয়েছে প্রায় আট কোটি টাকার, হকার্স কর্নারে তিন কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। বাজারের ছোট দোকানগুলোতে ক্রেতারা আসতে শুরু করায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে জামাকাপড় ব্যবসায়ীদের মনে। শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলছেন, 'নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশই দোকানগুলোতে আসতে শুরু করেছেন। অনলাইনে কেনাকাটায় অনেক সময়ই ছবিতে দেখা জামাকাপড়, শাড়ি পণ্যের সঙ্গে না মেলায় দোকানে এসে কেনাকাটাই পছন্দ করছেন অনেকে। শাড়ির ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই ব্যাপারটা থাকছে।'

করোনার আগের ব্যবসার সঙ্গে এবারের ব্যবসার তুলনাও ব্যবসায়ী মহলে চর্চায় চলে এসেছে। শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (সিডা) সম্পাদক শ্যামল সরকার বলছেন, 'গতবছরের থেকে এবার হার্ডওয়্যার, ঘর সাজানোর বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর বেচাকেনায় প্রায় ২০ শতাংশ বিক্রি বেশি হয়েছে। করোনার আগের বছরের তুলনায় এখনও অবশ্য ৩০ শতাংশ ঘাটতি রয়েই গিয়েছে।' যদিও ঘাটতি থাকার বিষয়টা খুব একটা মানতে নারাজ ভেগা সার্কেলের সিনিয়ার ম্যানেজার হিমাঙ্কর সেনশর্মা। তিনি বলছেন, 'গতবছরের ব্যবসাই করোনার পরিস্থিতির আগের পরিস্থিতি সমান নিয়ে এসেছিল। এবারে সেটা দশ শতাংশ হলেও ছাপিয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।'

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
হৃদয় আলো করে, আসুক মায়ের কোল ভরে
পরিষেবা
আই.ইউ.আই
আই.ভি.এফ
আই.সি.এস.আই
পাকুড়তলা মোড়, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | 9800711112

জমজমাট হকার্স কর্নার। -ফাইল চিত্র

এবার পুজোয় হোটেল সেক্টরে ব্যবসা খুব একটা ভালো হয়নি বলেই দাবি করছেন গ্রেটার্স শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ। তিনি বলছেন, 'শহর সংলগ্ন ও পাহাড়ে এবারে বৃষ্টি থাকায় রাস্তায় ধসের আশঙ্কা ছিল। সেকারণে পুজোর দিনগুলোতে পাহাড় থেকে সেরকম মানুষজন নামেননি। গতবারের তুলনায় আমাদের অন্তত ২৫ শতাংশ ব্যবসা কম হয়েছে।'

শহর শিলিগুড়িতে এবারে নবমী ছাড়া আকাশ ছিল পরিষ্কার। ফলে ব্যবসা যে এবারে ভালো হবে, সেটা ধরেই নিয়েছিলেন ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ। দেবীর বিসর্জন শেষে ব্যবসার হিসেবপত্র করতে বসে অধিকাংশ সেক্টরেই এখন 'ফিল গুড' ভাব।

শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় সিংহলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পুজো মানেই তো ভোগ। এবারে চাল-ডালের চাহিদা কেমন ছিল? প্রশ্ন করতেই মুখে হাসি সঞ্জয়ের।

এরপর দশের পাতায়

মধ্যরাতে তিস্তায় পড়ল গাড়ি, হত ৪

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শুক্রবার মধ্যরাতে কালিম্পং থানার মল্লি এলাকায় সিকিমগামী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যাওয়ায় চালক সহ চারজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় দুটি শিশু সহ তিনজনকে সিকিমের মল্লি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এমনিতেই সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। মাঝেমধ্যেই ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে এই দুর্ঘটনা পর্যটকদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল মনে করছেন, 'দুর্ঘটনা যে কোনও সময় ঘটতে পারে। তবে, এই রাস্তায় রাতে যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ট্রাফিক পুলিশ আরও একটু কঠোর হাতে রাতে যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল এবং বেশি যাত্রী নিয়ে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করলে দুর্ঘটনাগুলি এড়ানো সম্ভব।'

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
কোয়ালিটি স্পেশাল
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে ছোট গাড়ি নিয়ে সিকিমের দুটি পরিবারের ছ'জন সদস্য ডুয়ার্সের পাথরঝোরায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। সেখান থেকে বাঘপুল হয়ে পূর্ব সিকিমের গ্যাংটক ফেরার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ৫০ মিটার নীচে খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। মল্লি পুলিশ ফাঁড়ি এবং কালিম্পং থেকেও পুলিশকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিস্তার খাদে নেমে হতাহতদের উদ্ধারের জন্য তিস্তা রিভার র‍্যাফটিংয়ের সদস্যদের সহযোগিতা নেওয়া হয়। রাতেই নদীতে নেমে ওই গাড়িটির কাছে পৌঁছান উদ্ধারকারীরা। সেখানেই চারজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মৃতরা হলেন গাড়ির চালক কমল সুব্বা (৪৪), সমীরণ সুব্বা (২০), জনুকা দর্জি (৩৫) এবং নীতা গুরুং (৫৮)। সুনীতা থাপা (৪০), সৌন্দর্য রাই (৮) এবং সমিউল দর্জি (৫) এই তিনজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এরপর দশের পাতায়

পাঁচ হাজার সন্তানকে আগলান গাছবুড়ো

আজকাল গাছপ্রেমীর সংখ্যা কম নয়। কেউ শখে গাছ লাগান, কেউ আবার পরিচর্যা করেন নিজের ছাদবাগানের। কিন্তু সার্বিকভাবে পরিবেশের কথা ক'জন ভাবেন! এখানেই ব্যতিক্রমী ফালাকাটার সুজিত সরকার। রোজ ৫ হাজার গাছের পরিচর্যা করেন তিনি।

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ অক্টোবর : পরনে বন দপ্তরের দেওয়া খাকি পোশাক। হাতে কাস্তে আর দড়ি। সঙ্গে একটি সাইকেল। সামান্য এই সম্বল নিয়েই ফালাকাটায় গাছরক্ষার পণ করেছেন সুজিত সরকার।

প্রায় ৫ হাজার গাছের রোজ পরিচর্যা করেন। এমনকি রাস্তার ধারে রোপণ করেন নতুন চারাগাছও। একেবারে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন গাছগুলিকে। রোজ ১০ কিমি সাইকেল চালিয়ে সেই 'সন্তানদের' দেখভাল করেন তিনি। সুজিতের এই ভালোবাসার কথা অনেকেই জানেন। তাই ফালাকাটার মানুষের কাছে ষাটোর্ধ্ব এই পরিবেশপ্রেমী গাছবুড়ো নামেই বেশি পরিচিত।

ফালাকাটা যুব সংঘ কালীবাড়ি এলাকায় বাড়ি সুজিতের। রেলের জমিতেই বাড়ি করে বসবাস করেন তিনি। সঙ্গে থাকেন স্ত্রী ও তাঁদের এক ছেলে। আগে রেলের ঠিকাদারদের আওতায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন। তখন তাঁর কাজ ছিল বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া রেললাইন ও লাইনের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম পাহারা দেওয়া। কিন্তু কয়েক বছর আগে রেললাইনের কাজ শেষ হয়েছে। রেলের কাজ শেষ হওয়ায় নিজের চাকরিও হারান তিনি। চাকরি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মনের জোরে পরিস্থিতি সামলে গাছ লাগানোর নেশায় মেতে ওঠেন। ততদিনে ফালাকাটা-বীরপাড়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই নতুন রাস্তার দু'পাশে চারাগাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে শুরু করেন তিনি। তাঁর এই কাজ নজরে পড়ে যায় বন দপ্তরের।

রাস্তার পাশে থাকা গাছের যত্ন নিচ্ছেন সুজিত সরকার।

সুজিত জানালেন, বন দপ্তর তাঁর কাজে খুশি হয়। আর তাই সবুজরক্ষার দায়িত্ব সুজিতের হাতেই তুলে দেয় বন দপ্তর। এখন কী কাজ তাঁর? ফালাকাটা-বীরপাড়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক তো রয়েছেই, তাছাড়া মাদারিহাট থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত তৈরি হয়েছে এশিয়ান হাইওয়ের লিংক রোড। বন দপ্তর প্রায় ৭ বছর আগে এই দুই রাস্তার ধারে কয়েক হাজার চারাগাছ রোপণ করেছিল। সেই গাছ দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সুজিতকে। সেসময়ই বন দপ্তর তাঁর হাতে ছুরি, কাঁচি, দড়ি তুলে দেয়। সেইসঙ্গে একটি সাইকেলও দেয়। এই সাইকেলে চেপেই দুটি রাস্তার প্রায় ১০ কিমি এলাকা ঘুরে ঘুরে আজও সেই গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে চলছেন তিনি।

গাছরক্ষার এই কাজের জন্য বন দপ্তর অবশ্য গাছবুড়োকে সামান্য সাম্মানিক দেয়। এই বৃদ্ধ পরিবেশপ্রেমীর কথায়, 'এখন বয়স হয়েছে। অন্য কাজ করে অর্থ উপার্জন হয়তো হবে, কিন্তু তৃপ্তি হবে না। তাই গাছকে আঁকড়ে ধরেই আছি। ৫ হাজার গাছকে আমি পরম স্নেহে বড় করছি। তারাই আমার সন্তান।'

কোথাও কোনও গাছের ডালপালা ভেঙে পড়লে, বা কোনও গাছে রোগপোকার প্রকোপ দেখা

এরপর দশের পাতায়

সিএনজি বাসে সমস্যা অনেক

পাম্পের অভাবে বাধা শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : একাধিক রুট মিলিয়ে ৩০টি সিএনজি (কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) বাস চালাচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। তবে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে সেই পরিষেবা এখনও চালু করতে পারেনি নিগম। এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিকাঠামোগত সমস্যা। পুণ্ডিবাড়ি, মাটিগাড়া ও রায়গঞ্জ সংলগ্ন দুর্গাপুরের তিনটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে শিলিগুড়ি-কোচবিহার, রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ-মালদা রুটে সিএনজি বাস পরিষেবা চালু করেছে নিগম।

তবে রায়গঞ্জের পরে নিগমের নিজস্ব কিংবা চুক্তিভিত্তিক সংস্থার সিএনজি পাম্প না থাকায় কলকাতা রুটে পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না বলেই দাবি নিগম কর্তাদের। তাঁদের আশ্বাস, এব্যাপারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। চলতি মাসে বহরমপুর কিংবা সংলগ্ন এলাকার কোনও সিএনজি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তি করা যায় কি না, তা নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'রায়গঞ্জের পর রিফিলিংয়ের জন্য আমাদের কোনও সিএনজি পাম্প নেই। বহরমপুর থেকে কলকাতার দূরত্ব ২০৭ কিলোমিটার। তাই বহরমপুরের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তি করা গেলে আমরা সহজেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রুটে বাস পরিষেবা শুরু করতে পারব। সেজন্য সার্ভে শুরু করেছি।'

সিএনজিচালিত তিরিশ সিটের একটি বাসের ট্যাংক সম্পূর্ণ রিফিল করা হলে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। রায়গঞ্জ থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ৪১১ কিলোমিটার। তাই রায়গঞ্জ সংলগ্ন দুর্গাপুরে বাসে পুরো রিফিলিং করা হলেও কলকাতা অবধি পৌঁছানোর সম্ভাবনা নেই। নিগম কর্তাদের ব্যাখ্যায়, রায়গঞ্জ থেকে বহরমপুরের দূরত্ব ২০৮ কিলোমিটার। সেখানে আপাতত নিজস্ব কিংবা চুক্তিভিত্তিক সংস্থার রিফিলিং পাম্প না থাকায় রায়গঞ্জের সঙ্গে বহরমপুরকে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ যেতে মাটিগাড়ায় সিএনজি ফ্র্যাঞ্চাইজির পাম্প থেকে বাস রিফিল করে নেওয়া হচ্ছে (শিলিগুড়ি-রায়গঞ্জের দূরত্ব ১৫৮ কিলোমিটার)। শিলিগুড়ি-কোচবিহার রুটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পুণ্ডিবাড়ির পাম্প থেকে রিফিলিং করা হয় (শিলিগুড়ি-কোচবিহার ১৪৩ কিলোমিটার)। বর্তমানে নিগম পরিচালিত ৩০টি বাসের মধ্যে ১৬টিই চলছে এই রুটে। বাকি ১৪ বাসের মধ্যে নয়টি দেওয়া হয়েছে রায়গঞ্জে। অন্যগুলো কোচবিহার ও সংলগ্ন এলাকার ছোট রুটে চালানো হয়। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথায়, 'আমরা চাইছি, বহরমপুরে নিজস্ব এলাকার মধ্যে পাম্প সেন্টার খুলতে। তবে সে কাজে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। এই কারণে আপাতত চুক্তিভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে কলকাতা রুটে পরিষেবা শুরুর কথা ভাবা হচ্ছে। বহরমপুর ও সংলগ্ন এলাকায় পাম্প পাওয়া গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।'

প্রতিশ্রুতিমতো চলতি বছরেই শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে সিএনজি বাস পরিষেবা চালু করতে তৎপর হয়েছে নিগম। বাস্তবায়নের অপেক্ষায় যাত্রী মহলও।

> রায়গঞ্জের পর রিফিলিংয়ের জন্য আমাদের কোনও সিএনজি পাম্প নেই। বহরমপুর থেকে কলকাতার দূরত্ব ২০৭ কিলোমিটার। তাই বহরমপুরের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তি করা গেলে আমরা সহজেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রুটে বাস পরিষেবা শুরু করতে পারব। সেজন্য সার্ভে শুরু করেছি।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই** *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি*

ফুটবল খেলে রুটিরুজি চা বলয়ের তরুণদের

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৪ অক্টোবর : ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ। এবার সেই ফুটবলকেই সংসার চালানোর হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিলেন ক্রান্তি ব্লকের একঝাঁক তরুণ। তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় সারাবছর ধরে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতা চলে। সেইসব প্রতিযোগিতা থেকে পাওয়া পুরস্কারমূল্য থেকেই সংসার চলছে এইসব তরুণের। বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ এলে সেখানে খেলতেও মুখিয়ে রয়েছেন তাঁরা।

ক্রান্তি ব্লকের কৈলাসপুর, আনন্দপুর, দেবীপুর, মাগুরমারির মতো এলাকায় একঝাঁক তরুণ রয়েছেন, যাঁরা বেশিরভাগই স্কুল কিংবা কলেজ পড়ুয়া। তাঁদের পরিবারের আয় সেভাবে নেই বললেই চলে। বাবা-মায়েরা চা বাগানের স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক। ছোটবেলা থেকেই শারীরিক গঠন ভালো হওয়ায় তাঁরা অ্যাথলেটিক্সে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। গত কয়েকবছর ধরে এইসব অল্পবয়সির ফুটবল খেলার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চমৎকার প্রদর্শন করায় মালবাজার, শিলিগুড়ি, ওদলাবাড়ির বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তাদের নজরে পড়েছেন তাঁরা। ফুটবলে পারদর্শী হয়ে ওঠায় ম্যাচপিছু চুক্তি করে এই ক্লাবগুলো তাদের হয়ে খেলতে তরুণদের নিয়ে যাচ্ছে। তবে গ্রামাঞ্চলের ছোট ক্লাব হওয়ায় খুব বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ না থাকলেও সংসার চালাতে তাঁদের অসুবিধা হয় না।

এইসব দক্ষ খেলোয়াড়ের মধ্যে রয়েছেন মাগুরমারির বাসিন্দা প্রদীপ ওরাওঁ। প্রদীপের কথায়, 'সেইভাবে কোনওদিন প্রশিক্ষণ নিইনি। সেই সুযোগটাও সম্ভব ছিল না। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলতে ভালোবাসতাম।' প্রদীপ ছাড়াও মাগুরমারির শাহিদ ওরাওঁ, মুন্না ওরাওঁ, মোহিত ওরাওঁরাও নিয়মিত বাইরে খেলতে যান। এঁরা ছাড়াও গ্রামের অন্তত আরও ১০ জন স্থানীয় স্তরে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এঁরা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, যেই টিমের হয়ে তাঁরা খেলেন, সেই টিম চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হলে প্রায় ৩-৪ হাজার টাকা ফি দেওয়া হয়। তবে গ্রুপ পর্বে বিদায় নিলে সেক্ষেত্রে যাতায়াত বাবদ ভাড়া ও টিফিন খরচ ক্লাবগুলো দিয়ে দেয়।

তবে এইসব তরুণ খেলোয়াড়ের মধ্যে আক্ষেপের সুর ভেসে এল। তাঁদের মতে, প্র্যাকটিসের ভালো মাঠ নেই। বাড়িতে অভাব, ভালো জুতো নেই। প্রতিযোগিতা থেকে যে অর্থ আয় হয়, সেটা সংসারের কাজেই লেগে যায়। ভালো সুযোগ পেলে আরও ভালোভাবে খেলতে পারতেন তাঁরা। তবে এখনও বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা।

এলাকার বাসিন্দা রবি ওরাওঁয়ের কথায়, 'চা বলয়ে প্রতিভার অভাব নেই। এই প্রতিভাগুলোকে যত্ন করতে হবে। সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।' প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলে এই খেলোয়াড়রাই আগামীদিনে দেশের গর্ব হয়ে উঠতে পারেন বলে অভিমত এলাকার বাসিন্দাদের।

বড় স্বপ্ন

- ফুটবল খেলায় পারদর্শী ক্রান্তি ব্লকের কৈলাসপুর, আনন্দপুর, দেবীপুর, মাগুরমারির মতো এলাকার একঝাঁক তরুণ
- প্রতিযোগিতা থেকে পাওয়া পুরস্কার মূল্য থেকেই চলে তাঁদের সংসার
- বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন দেখেন তরাই-ডুয়ার্সের এইসব তরুণ

লাইনের কাজে ট্রেনের সময় ও রুট বদল

আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর : সেবক স্টেশনে প্রি-নন ইন্টারলকিং ও ইন্টারলকিং কাজের জন্য ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। বামনহাট-শিলিগুড়ি ডিইএমইউ ৮ ও ৯ অক্টোবর সকাল ৫টার বদলে সকাল ৮টায় ছাড়বে। শিলিগুড়ি-নিউ বঙ্গাইগাঁও ডিইএমইউ ১০ ও ১১ অক্টোবর সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের বদলে দুপুর ১টায় যাত্রা শুরু করবে। একইরকমভাবে নিউ বঙ্গাইগাঁও-শিলিগুড়ি ডিইএমইউ ১৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৬টার বদলে সাড়ে ৯টায় ছাড়বে। ১৫ অক্টোবর শিলিগুড়ি-বামনহাট ডিইএমইউ বিকাল ৪টা ৫ মিনিটের বদলে বিকাল সাড়ে ৫টায় ছাড়বে। কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস ৯ অক্টোবর সকাল ৫টার বদলে এক ঘণ্টা পর, সকাল ৬টায় যাত্রা করবে। আলিপুরদুয়ার-দিল্লি সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে ১০টার বদলে ১০ অক্টোবর

দুপুর ১টায় যাত্রা করবে ও ১৫ অক্টোবর দুপুর ৩টায় যাত্রা শুরু করবে। কামাখ্যা-রাজেন্দ্রনগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের বদলে ১০ অক্টোবর সকাল ৮টায় ছাড়বে আর ১৫ অক্টোবর সকাল ১০টায় যাত্রা করবে। এছাড়াও কামাখ্যা-ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর রুট বদলে শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে চলবে। একইরকমভাবে উদয়পুর সিটি-কামাখ্যা কবিগুরু এক্সপ্রেস ১৩ অক্টোবর নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রানিনগর--ধূপগুড়ি- নিউ কোচবিহার-নিউ আলিপুরদুয়ার-শামুকতলা ও নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে চলাচল করবে।

ওয়ার্কশপে দেহ

জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শনিবার সকালে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে। ফ্যাক্টরির ওয়ার্কশপ থেকে উদ্ধার করা হয় রতন দাসের (৫৫) ঝুলন্ত দেহ। দ্রুত তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাতকাটা কলোনির বাসিন্দা রতন বাগানের কাজে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নানা উপায়ে বাড়তি আয় হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি কাগজপত্র ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নেবেন। নতুন কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষার বাধা কাটবে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারের বিরাগভাজন হতে হবে। পেটের কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে।

বৃষ : দাম্পত্যে সমস্যা বাড়বে। নতুন সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ করতে পারবেন। গুরুজনের পরামর্শে সংসারে আর্থিক সমস্যা মিটবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি না করাই ভালো। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

মিথুন : সরকারি কর্মচারীদের বদলির খবরে সাময়িক মানসিক চাপ হতে পারে। মেয়ের বিয়ের দিন পাকা হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। পারিবারিক ভ্রমণে আনন্দ লাভ। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে লাভের মুখ দেখতে পাবেন। কোনও কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে।

কর্কট : অংশীদারি ব্যবসায় সন্দেহবাতিক ছাড়তে না পারলে সমস্যা বাড়বে। পাওনা আদায় নিয়ে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এ সপ্তাহে গবেষক, অধ্যাপক এবং চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার স্বপ্নপূরণ। শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে সমস্যা থাকবে।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। গুরুত্বপূর্ণ কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে।

কন্যা : অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। পারিবারিক কারণে কর্মক্ষেত্রে বদলি নিতে হতে পারে। বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে চলেছে। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে।

তুলা : পারিবারিক সমস্যা থাকলেও মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধানের পথ খুঁজে দেখুন, সফল হবেন। আপনার সমধুর কথার জন্য সমাজে প্রশংসিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেতে পারেন। দানধ্যানে মানসিক শান্তি মিলবে।

বৃশ্চিক : সামান্য কথা নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হতে পারেন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। এ সপ্তাহে নতুন আয়ের সুযোগ বাড়বে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে।

ধনু : এ সপ্তাহে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ সত্ত্বেও খরচের বহরও বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কোনও আত্মীয়ের কারণে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। শারীরিক সমস্যাতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মকর : ধর্মচর্চায় আনন্দলাভ। মনের মধ্যে কিছু লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ করলে স্বস্তি মিলবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে জড়িতরা বড় কোনও সুযোগ পাবেন। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ : মাথা ঠান্ডা রেখে পারিবারিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করুন। সেবামূলক কাজে দান করতে পেরে মানসিক শান্তি মিলবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজ সমাধান করতে পেরে কর্তাব্যক্তির বাহবা মিলবে।

মীন : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে মানসিক চাপ থাকবে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ এ সপ্তাহে চালু করতে সক্ষম হবেন। রাজনৈতিক কর্মীরা এ সপ্তাহে সম্মানিত হতে পারেন। স্ত্রীর বিলাসিতার কারণে সপ্তাহ শেষে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮ আহিন, সংবৎ ১৩ আশ্বিন সুদি, ১২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৯। রবিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১২।৫৬। শতভিষানক্ষত্র দিবা ৬।৪৮। গণ্ডযোগ অপরাহ্ণ ৪।৪৬। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৫৬ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।১০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৬।৪৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১২।১৫ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৬।৪৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১২।৫৬ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৯।৫৮ গতে ১২।৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১২।৫৮ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।২০ গতে পূর্বে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪৮ মধ্যে সাধভক্ষণ অন্নপ্রাশন পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৬।৪৮ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৯।৫৮ মধ্যে ধান্যরোপণ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্দ্দশীর সপিণ্ডন। দিবা ১২।৫৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৯ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।১৯ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৭ গতে ৪।১২ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ বৈশ্য সাহা, ৩৩/৫'-২", Ph.D. পাঠরতা, Central Govt. নবোদয় স্কুলের শিক্ষিকা (স্থায়ী)। অনূর্ধ্ব ৩৮, নবোদয় শিক্ষক/কেঃ সঃ চাঃ/উপযুক্ত পাত্র চাই। (উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য)। (M) 9475039939. (C/118471)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, 27/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। M.A., B.Ed., C.TET, NET, 32 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8167863854, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/118466)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, Makeup Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। Mob : 8391013465. (C/118474)

■ 23/5'-3", M.A., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 8016232769. (C/118317)

■ Divorce, 26/5'-3", সুন্দরী, ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য Divorce/বিবাহিত যোগ্য পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/118317)

■ কায়স্থ, 25/5'-3", B.Tech., হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, ভদ্র পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9635026555. (C/118317)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাশ করে রাজ্য সরকারি চাকরিরতা, গানে বিশারদ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/118317)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed. পাশ ও সরকারি চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/118317)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪+, M.Sc. পাশ, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/118317)

■ ব্রাহ্মণ, 25/5'-4", M.A. Pass, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9836935367. (C/118318)

পাত্র চাই

■ বাঙালি, নিঃসন্তান, ডিভোর্সি, ২৯+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/118317)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ৩৫+, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৪৫ পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118317)

■ জন্ম সাল ১৯৯৬, জলপাইগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। ICDS কর্মরতা। এইরূপ বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/118317)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.A., B.Ed. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118317)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩১, M.Tech., MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118318)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮/৫'-১", কলকাতায় চাকরিরতা পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, কলকাতায় চাকরি করা ৩০-৩৩ মধ্যে সুপাত্র চাই। 9474416359. (C/118318)

■ সাহা, 23/5'-3", B.Sc., সুন্দরী, ঘরোয়া, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9733066658. (C/118318)

■ পাত্রী ৩৮/৫'-২", B.A., একটি কন্যাসন্তান আছে। ফর্সা, সুন্দরী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9954319181. (C/118318)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, ৩০, সরকারি চাকরি, রানিডাঙা (শিলিগুড়ি), শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। মোঃ ৭৯০৮৮৪৮১০৪. (C/118464)

■ পাত্র জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, ৩০, MBBS ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার, ফর্সা, সুন্দরী, সুদর্শনা পাত্রী চাই। (M) 9635635984. (C/118505)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 37+/5'-7", B.Com., ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 9832324540. (C/118464)

■ পাত্র নমশূদ্র, B.Tech Mechanical Engineer, 30/5'-9", শিলিগুড়িতে Private Job, নিজস্ব বাড়ি। অনূর্ধ্ব 26, ফর্সা, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8016837614. (K)

■ কায়স্থ, B.Tech., জন্ম 1990, রাষ্ট্রায়ত্ত Bank Scale II Officer, পিতা Retired রেলকর্মী। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ সন্ধে 7.30 - 9.30. (M) 8918262426. (C/118454

■ কায়স্থ, 5'-10", Software Engineer, Bangalore-এ কর্মরত, বয়স 31, পাত্রের জন্য সুশ্রী, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। মোঃ 8337836673. (C/118469)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, B.Tech. MBA, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/118317)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৩/৫'-৫", কায়স্থ (কুলীন), মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, পিতা গত, পাত্র ও মা বর্তমান। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 7001878141. (C/118426)

■ রাজবংশী, SC, 29/5'-6", একমাত্র পুত্র, রাজ্য পুলিশে Wireless Operator-এর জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা পাত্রী চলিবে। (M) 9932992815 (8 P.M. - 11 P.M.). (C/118502)

■ 32/5'-9", M.Tech., গভর্নমেন্ট উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/118317)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, MD, সরকারি ডাক্তার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118317)

■ General, 33/5'-8", Food Supply (SI), ভদ্র, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9635924555. (C/118317)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, M.Tech. পাশ করে সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ দাবিহীন পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/118317)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, ৪৩+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118317)

■ জন্ম ১৯৮৭, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech. পাশ, সরকারি চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118317)

■ ৩৪, কোচবিহার নিবাসী, পাত্র সরকারি ব্যাংক-এর অফিসার পদে কর্মরত। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/118317)

■ কায়স্থ, 37, B.A., 5'-7", ব্যবসায়ী, রেল কন্ট্রাক্টর। ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/118473)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৫, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/118317)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, M.Tech. করে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/118317)

■ ডিভোর্সি, 35/5'-8", B.Tech., Central Govt.-এ উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া বা চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 9432076030. (C/118317)

■ কায়স্থ, 32/5'-8", M.Sc., Central Govt.-এ উচ্চপদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের নেশাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9734485015. (C/118318)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118317)

দোল দোল দুলুনি।। শনিবার কোচবিহার শহরে অর্পণ গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

উত্তরের স্কুলেও চর্চায় যন্ত্রমানবী সানন্দা

ভবিষ্যতে শিক্ষাকর্মীর অভাব মেটাবে রোবট!

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ইতিমধ্যেই অগ্রণী ভূমিকাটি নিয়ে ফেলেছে কল্যাণীর পান্নালাল ইনস্টিটিউশন। সেখানকার রোবট শিক্ষাকর্মী নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে রাজ্যজুড়ে। ক্লাসরুমে অ্যাটেনডেন্ট বুক পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে ঘণ্টা বাজানোর মতো গ্রুপ-ডি কর্মীর কাজগুলি করছে 'সানন্দা'। আমাদের রাজ্যে এমন অনেক সরকারি স্কুল রয়েছে, যেখানে শিক্ষাকর্মীর অভাবে শিক্ষকদেরই ঘণ্টা বাজাতে হয়। করতে হয় দপ্তরের অন্যান্য কাজও। সেক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) অন্যতম অবদান এরকম যন্ত্রমানবীকে কাজে লাগানো যেতে পারে। পাশাপাশি, এই রোবট দেখে পড়ুয়াদের বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহও বাড়বে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

যেমন ধরা যাক শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের কথা। সেখানে শিক্ষাকর্মীর অভাবে শিক্ষিকাদেরই সংশ্লিষ্ট কাজগুলি করতে হয়। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়েও (প্রাথমিক) শিক্ষাকর্মী নেই। সেই কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন শিক্ষকরা। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলেও পর্যাপ্ত শিক্ষাকর্মী না থাকায় একই অসুবিধা। এই সমস্যা থেকে কী রোবট উদ্ধার করতে পারে? শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহা বলেন, 'স্কুলে একজন গ্রুপ-ডি কর্মী না থাকায় মিড-ডে মিল রান্নার এক কর্মীকে অনুরোধ করে স্কুলের ঘণ্টা বাজানো হয়।

> স্কুলে একজন গ্রুপ-ডি কর্মী না থাকায় মিড-ডে মিল রান্নার এক কর্মীকে অনুরোধ করে স্কুলের ঘণ্টা বাজানো হয়। বাকি কাজ যতটা সম্ভব শিক্ষিকারা করে নেন। রোবট থাকলে হয়তো এধরনের অনেক কাজই করে দিত। তবে এই রোবট পরিচালনার জন্যও একজন দক্ষ লোক প্রয়োজন।
>
> **রুম্পা সাহা,** *প্রধান শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুল*

বাকি কাজ যতটা সম্ভব শিক্ষিকারা করে নেন। রোবট থাকলে হয়তো এধরনের অনেক কাজই করে দিত। তবে এই রোবট পরিচালনার জন্যও একজন দক্ষ লোক প্রয়োজন।'

সূত্র জানাচ্ছে, মানুষের থেকে অনেক বেশি এবং নিপুণ কাজ করতে পারে রোবট। এরকম রোবট তৈরি করতে খরচ প্রায় দু'লক্ষ টাকা। যা একজন শিক্ষাকর্মীর কর্মজীবনের মোট বেতনের চেয়ে অনেকটাই কম। রোবটের পেছনে খরচ বলতে শুধু রক্ষণাবেক্ষণের টাকা। সরকারি স্কুলে রোবট চালু কি আদৌ সম্ভব? শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্তর বক্তব্য, 'সরকারি উদ্যোগে স্কুলে রোবট দেওয়া হলে সেক্ষেত্রে বাড়তি কাজ অনেকটাই হালকা হবে। কিন্তু রোবট এখনও সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। সেজন্য সব কাজ একটা রোবটের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। তাছাড়াও সরকারি সব স্কুলে রোবট দেওয়াও অনেকটা খরচসাপেক্ষ।'

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডলের কথায়, 'বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে গ্রুপ-সি, ডি কর্মী নেই। রোবট সেক্ষেত্রে সমাধান। তবে খচরসাপেক্ষ এই যন্ত্রমানবের ব্যবহার সরকারি স্কুলগুলোতে আদৌও বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

উচ্চতার বাধা কাটিয়ে জীবনযুদ্ধের লড়াই

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শারীরিকভাবে তাঁর উচ্চতা খুবই কম। তবে সেই প্রতিবন্ধকতা আটকে রাখতে পারেনি প্রতিভাকে। একদিকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অন্যদিকে, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা এই জোড়া বাধাকে উপেক্ষা করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন দুই ফুট উচ্চতার পূজা সিং।

বাবা, মাকে হারিয়ে ভাইকে নিয়ে থাকেন চাঁদমণিতে।

ভারতী হিন্দি স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর শিলিগুড়ি কলেজে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন পূজা। স্নাতকের পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইতিহাসে বিষয়ে স্নাতকোত্তর করছেন তিনি। বর্তমানে তৃতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া পূজার কথায়, 'শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব থেকেই একপ্রকার লড়াই চালাতে হয়েছে। স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও বিশেষ সুযোগসুবিধা পাইনি।' তিনি জানালেন, বন্ধুদের থেকে প্রতিদিনই সাহায্য পেয়েছেন। বন্ধুদের সাহায্যেই সিঁড়ি ভেঙে ক্লাস অবধি পৌঁছান। সিটি অটোতে উঠতে হলে সহযাত্রীর সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এসব অসুবিধাকে তোয়াক্কা না করেই লক্ষ্য স্থির রেখেছেন তিনি। সব বাধাকে দূরে সরিয়ে আইএএস হাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করছেন।

জীবনযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে পূজা বললেন, 'মা আমার সবসময়ের সঙ্গী ছিল। স্কুল, কলেজ মায়ের হাত ধরেই গিয়েছি। কিন্তু চলতি বছর টিবিতে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। গতবছর বাবাও আচমকা মারা যান। বাড়িতে এখন আমি আর ভাই রয়েছি। তবে পড়াশোনা বন্ধ করতে চাই না। বরং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাকিদের অনুপ্রাণিত করতে চাই।'

এমনিতেই চা বাগান এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব বেশি উন্নত না হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের পড়াশোনা খুব বেশি করা হয়ে উঠে না। কিন্তু সেখানে অন্য উদাহরণ তৈরি করেছেন পূজা। তাঁর এই ইচ্ছাশক্তি দেখে এলাকার বাসিন্দা ধীরেশ রায় জানান, পূজা যেভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বেশিরভাগ সময় ওঁকে পড়াশোনা করতে দেখা যায়। এলাকার বাকি ছেলেমেয়েদেরও ওঁকে দেখে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

গান্ধিজির দার্জিলিং ভ্রমণকে স্মরণ

'অবহেলা' কাটবে টাউন স্টেশনের!

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ১০০ বছর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিংয়ে এসে জ্বরে আক্রান্ত হন। সে সময় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। যেই শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন হয়ে তিনি পাহাড়ে পৌঁছেছিলেন, সেই স্টেশন আজ অবহেলায় পড়ে রয়েছে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হতেই পারে কোনও পোড়ো বাড়ি। তবে গান্ধিজির দার্জিলিং ভ্রমণের শতবর্ষ পূর্তিতে সেই 'অভিশাপ' হয়তো কাটতে চলেছে! কেননা গান্ধিজির দার্জিলিং ভ্রমণের শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে 'শতাব্দী মার্চ' শুরু করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। রবিবার, ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে পদযাত্রা। পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত ডিএইচআরের প্রতিটি স্টেশনে ছোট করে অনুষ্ঠান হবে। আর এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হবে স্বচ্ছতা অভিযান। সেই তালিকায় রয়েছে সমতলের সবচেয়ে অবহেলিত ঐতিহ্যবাহী টাউন স্টেশনও।

তবে শুধু যে গান্ধিজি এসেছিলেন এমন নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঘা যতীনের মতো বহু মনীষীর পদধূলি পড়েছে এই স্টেশনে। বর্তমানে সেই স্টেশন আগাছায় ভরে গিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে বসছে নেশার আসর। ঐতিহ্যবাহী এই স্টেশনকে হেরিটেজ ঘোষণা করে মেরামতির দাবি উঠেছে বহুবার। আশ্বাস এলেও সেভাবে পদক্ষেপ হয়নি। তবে শতাব্দী মার্চে টাউন স্টেশনকে সমান গুরুত্ব দেওয়ায় ফের আগের ছন্দে ঐতিহ্যবাহী এই স্টেশন ফিরে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'মহাত্মা গান্ধির দার্জিলিংয়ে উপস্থিতি এবং ডিএইচআরের সঙ্গে তাঁর সফর স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ।'

তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে মিলিতভাবে শতাব্দী মার্চ শুরু করেছে ডিএইচআর। ডিএইচআরের প্রতিটি স্টেশন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি এই কাজ করবে। ৫ অক্টোবর রবিবার দার্জিলিং থেকে ঘুম স্টেশন পর্যন্ত হবে শতাব্দী মার্চ। ১১ অক্টোবর ঘুম থেকে সোনাদা, ১২ অক্টোবর সোনাদা থেকে টুং, ১৮ অক্টোবর টুং থেকে কার্সিয়াং, ১৯ অক্টোবর কার্সিয়াং থেকে মহানদী, ২৫ অক্টোবর মহানদী থেকে গয়াবাড়ি, ২৬ অক্টোবর গয়াবাড়ি থেকে তিনধারিয়া, ১ নভেম্বর তিনধারিয়া থেকে রংটং, ২ নভেম্বর রংটং থেকে সুকনা, ৮ নভেম্বর সুকনা থেকে শিলিগুড়ি জংশন এবং অবশেষে ৯ নভেম্বর শিলিগুড়ি জংশন থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এসে শেষ হবে এই যাত্রা।

এনিয়ে গল্পকার বিপুল দাস বললেন, 'একসময় পুরোনো প্ল্যাটফর্মের ক্যান্টিনে আড্ডা দিতাম। ছোট বইয়ের স্টল ছিল। টয়ট্রেন দাঁড়াত, যাত্রীরা বই, খবরের কাগজ কিনতেন। কত বিপ্লবীর পদচিহ্ন আছে এখানে। কিন্তু এই স্টেশনকে যেরকম গুরুত্ব দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরার কথা ছিল সেটা করা হয়নি। আমার মনে হয় সেটা করা উচিত।' অন্যদিকে, ডিএইচআরের সমস্ত স্টেশনের যে স্থানীয় গুরুত্ব রয়েছে তা বোঝাতে নতুন লোগো তৈরি করে সেগুলির সাইনবোর্ড বানিয়ে বিভিন্ন স্টেশনে লাগানো হয়েছে।

জরাজীর্ণ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। ছবি : সূত্রধর

রুট

- **৫ অক্টোবর** দার্জিলিং থেকে ঘুম স্টেশন
- **১১ অক্টোবর** ঘুম থেকে সোনাদা স্টেশন
- **১২ অক্টোবর** সোনাদা থেকে টুং স্টেশন
- **১৮ অক্টোবর** টুং থেকে কার্সিয়াং স্টেশন
- **১৯ অক্টোবর** কার্সিয়াং থেকে মহানদী স্টেশন
- **২৫ অক্টোবর** মহানদী থেকে গয়াবাড়ি স্টেশন
- **২৬ অক্টোবর** গয়াবাড়ি থেকে তিনধারিয়া স্টেশন
- **১ নভেম্বর** তিনধারিয়া থেকে রংটং স্টেশন
- **২ নভেম্বর** রংটং থেকে সুকনা স্টেশন
- **৮ নভেম্বর** সুকনা থেকে শিলিগুড়ি জংশন
- **৯ নভেম্বর** শিলিগুড়ি জংশন থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন

জন্মদিনের পার্টি শেষে 'আত্মঘাতী'

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে নিজের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করেন তরুণ। শুক্রবার রাত দুটো পর্যন্ত বাড়িতে চলে পার্টি। কিন্তু বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর তিনি যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারেন, এমনটা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কেউ। নিজের শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। বিষয়টি পরিবারের নজরে এলে খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। সেখানকার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে এদিন ভোরে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলে শনিবার বিকেলে তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

মৃত ওই তরুণের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া এলাকায়। পেশায় একটি চকোলেটের কোম্পানির সেলস ম্যানেজার ওই তরুণের সঙ্গে এক বছর আগে রায়গঞ্জেরই তুলসীপাড়া এলাকার এক তরুণীর বিয়ে হয়। বিয়ের ছয় মাসের মাথায় স্বামীকে ছেড়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। দিনকয়েক আগে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন ওই তরুণী। দিন দশেক আগে আদালত থেকে সেই সংক্রান্ত একটি কাগজ আসে। তারপর থেকেই ওই তরুণ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে দাবি মৃতের মায়ের।

গতকাল দুপুরে মা, দিদা সহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজের জন্মদিন পালন করার পর গভীর রাত অবধি বন্ধুদের সঙ্গে জন্মদিনের পার্টি করেন। রাত দুটোয় পার্টি শেষ হওয়ার পর সব বন্ধু চলে গেলে বাড়িতে একাই ছিলেন ওই তরুণ। ভোররাতে তাঁর মা বাড়িতে এসে দেখেন শোয়ার ঘরের দরজা খোলা, ঝুলছেন ছেলে। তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন পাড়াপড়শিরা। ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মৃতের মা জানান, তাঁদের দুটো বাড়ি। এক বাড়িতে তিনি ও তাঁর মা ঘুমোচ্ছিলেন। অন্য বাড়িতে তাঁর ছেলে ছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়িতে অনুষ্ঠান করেন ছেলে। রাতে বন্ধুবান্ধবরা খাওয়াদাওয়া করেন। এদিন ভোররাতে ছেলে ঘুমিয়েছেন কি না দেখতে গিয়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখেন।

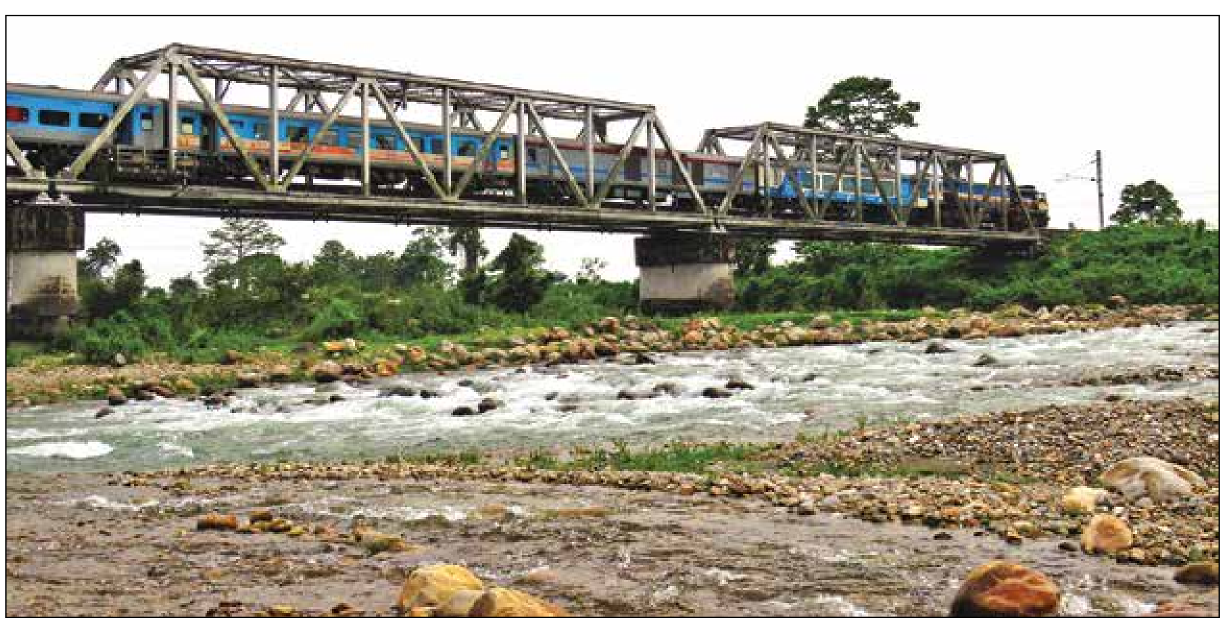

চলমান... মালবাজারের মূর্তি নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন অ্যানি মিত্র।

ছাড়পত্রের স্থান বদলে ভোগান্তি

আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর : আট মাস পর আবার পুরোনো ছন্দে ফিরছে রাজাভাতখাওয়ায় বন দপ্তরের টিকিট কাউন্টার। এই টিকিট কাউন্টারে আবার আগের মতো পর্যটকদের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে গাড়ির ভিড়ও। এতসব ভালোর মধ্যেও জঙ্গলে প্রবেশ করার জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার জায়গা বদল হওয়ায় পর্যটকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বক্সার জঙ্গলে ঢুকতে গেলে রাজাভাতখাওয়ার টিকিট কাউন্টার থেকেই পর্যটকদের টিকিট কাটতে হত। এখন আর টিকিট কাটতে হচ্ছে না। তবে নিতে হচ্ছে ছাড়পত্রের টোকেন। এই ছাড়পত্র নিতে গিয়ে পর্যটকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এতদিন ছাড়পত্র মিলত রাজাভাতখাওয়া গেট থেকে। তবে সম্প্রতি সেই নিয়ম বদলে টিকিট কাউন্টার থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ম অনেক পর্যটকদের কাছেই অজানা। তাই তাঁরা সরাসরি রাজাভাতখাওয়া গেটে চলে যাচ্ছেন ছাড়পত্রের খোঁজে। তারপর ওই গেট থেকে আবার টিকিট কাউন্টারে ফিরতে হচ্ছে পর্যটকদের।

কাঁথি থেকে আসা পর্যটক নরেন মাইতি বলেন, 'পরিবার নিয়ে জয়ন্তী ঘুরতে এসেছি। আলিপুরদুয়ার থেকে ভাড়া গাড়িতে করে সরাসরি রাজাভাতখাওয়া গেটে চলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আবার টিকিট কাউন্টারে ফিরতে হয়।' একই অভিজ্ঞতার কথা শোনান লাটাগুড়ির গাড়িচালক সুধীর সরকার। তিনি বলেন, 'এপ্রিল মাসে শেষ এখানে এসেছি। তখন রাজাভাতখাওয়া গেটে এন্ট্রি করতে হয়েছে। এবারও পর্যটকদের নিয়ে ওখানে চলে যাই। পরে টিকিট কাউন্টারে ফিরতে হয়েছে।' বন দপ্তরের এই নতুন নিয়ম পর্যটকদের কাছে নতুন। স্বাভাবিকভাবেই অনেকের সমস্যা হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে এই সমস্যা মিটে যাবে বলে আশাবাদী বনকর্তারা। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া গেটে ছাড়পত্র দিলে বেশি ভিড় হচ্ছিল মূল রাস্তায়। সেজন্যই টিকিট কাউন্টার থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে।'

নতুন জায়গায় ছাড়পত্র দেওয়া হলেও বেশ ভালোই ভিড় দেখা যাচ্ছে। পর্যটকদের তথ্য নেওয়ার কাজে অনেকটা বেশি সময় লাগছে বলে অভিযোগ করছেন অনেকেই। এই কাজ আরও দ্রুত হওয়া প্রয়োজন বলে পর্যটকরা দাবি করছেন।

রাজাভাতখাওয়া টিকিট কাউন্টারে পর্যটকদের ভিড়।

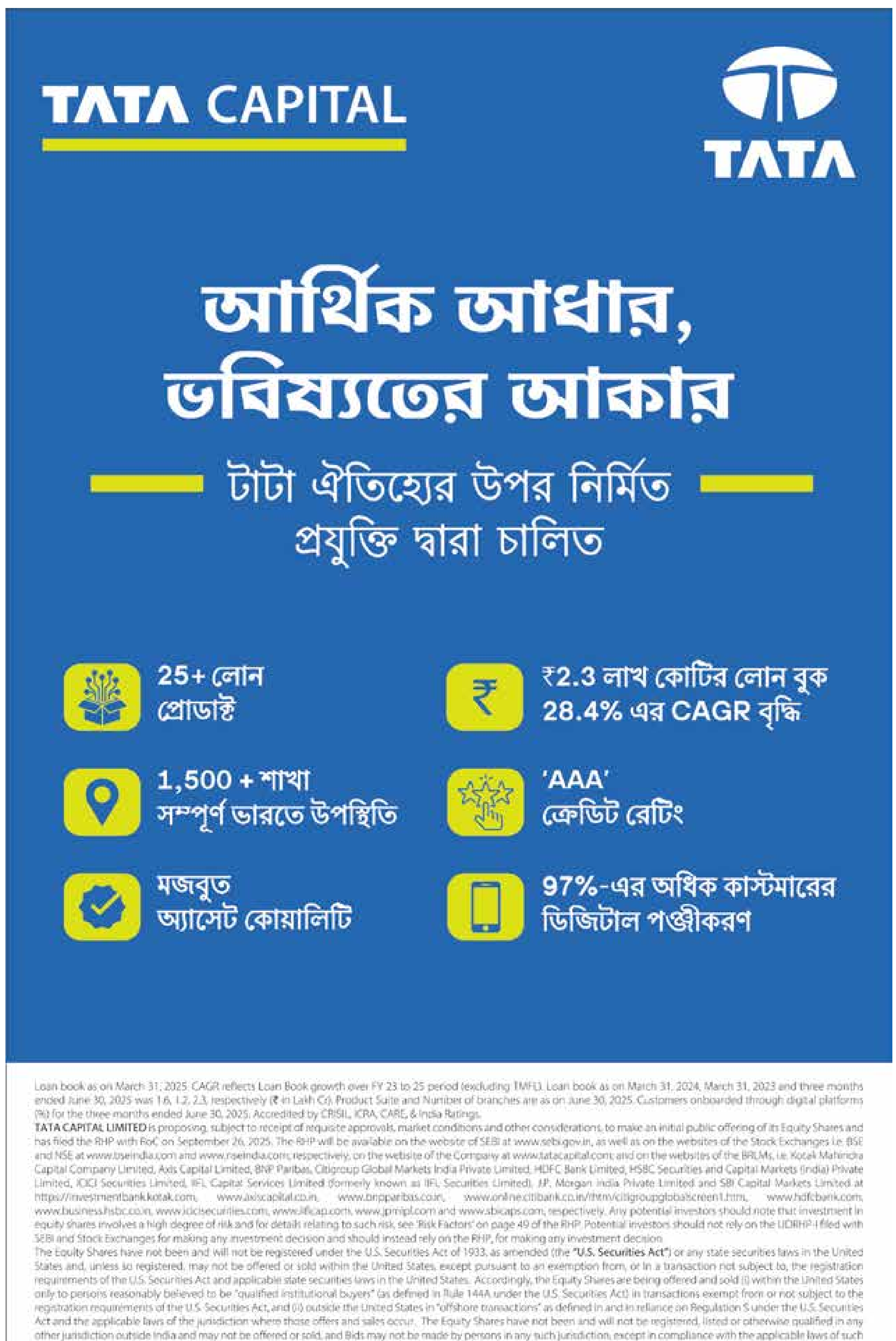

ভারত সরকারের উদ্ভিদ প্রজাতি ও কৃষকদের অধিকার সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ

PPVFRA

প্ল্যান্ট অথরিটি ভবন, ডিপিএস মার্গ,
টোডাপুর গ্রামের বিপরীতে, নিউ দিল্লি -১১০০১২

উদ্ভিদ জিনগত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অনুদান চেয়ে প্রস্তাব আহ্বান

ন্যাশনাল জিন ফান্ড থেকে অনুদান সহায়তার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে- ১) উদ্ভিদ জিনগত সম্পদগুলির 'ইন-সিটু' এবং 'এক্স-সিটু' সংরক্ষণের জন্য এবং ২) এই ধরনের সংরক্ষণ এবং তার টেকসই ব্যবহার পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েতের সক্ষমতা জোরদার করার জন্য আবেদনপত্র সঙ্গে সাধারণ নির্দেশিকা পিপিভিএফআর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট https://plantauthority.gov.in-এ উপলব্ধ। সঠিকভাবে পূরণ করা এবং অনুমোদিত আবেদনপত্রটি প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সহ বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

(ইউকে দুবে)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং ইন-চার্জ (অ্যাডমিন)
পিপিভিএফআর কর্তৃপক্ষ, প্ল্যান্ট অথরিটি ভবন, ডিপিএস মার্গ, টোডাপুর গ্রামের বিপরীতে, নিউ দিল্লি-১১০০১২, টেলি নং- ০১১-২৫৮৪১৫৩২
CBC 01146/12/0006/2526

জাতীয় স্তরের হকিতে সুযোগ

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৪ অক্টোবর : গত ১৮ থেকে ২১ অগাস্ট কলকাতায় রাজ্য স্তরের হকি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তত ১০০ জন স্কুল পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে নয়জন মেয়ে ও সাতজন ছেলে জাতীয় স্তরে হকি খেলার সুযোগ পাচ্ছে। শনিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের তরফে আলিপুরদুয়ার জেলার এই ১৬ জন পড়ুয়ার নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এদের মধ্যে ১৫ জনই পলাশবাড়ি এলাকার। আরেকজন ফালাকাটার। মোট তিনটি বিভাগে রাজ্যের টিমের হয়ে জাতীয় স্তরে হকি খেলবে এই পড়ুয়ারা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের আলিপুরদুয়ার জেলা সেক্রেটারি

খুশির খবরে চলছে জোরদার হকির অনুশীলন। শনিবার পলাশবাড়িতে।

কৌশিক রায় বলেন, 'ভালো পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও জেলা থেকে এতজন পড়ুয়া জাতীয় স্তরে হকি খেলার সুযোগ পেল। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তবে জাতীয় স্তরে খেলা কবে হবে, সেই তারিখ এখনও ঘোষিত হয়নি। এখন এই ১৬ জন ভালোভাবে অনুশীলন চালিয়ে যাবে।'

স্কুল গেমস কাউন্সিল সূত্রে খবর, তিনটি বয়সের বিভাগে ছেলে ও মেয়েদের টিম করে খেলা হয়। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে মেয়েদের দলে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিখা বর্মন, দীপা দাস ও অষ্টম শ্রেণির মৌমিতা বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে মেয়েদের দলে সুযোগ পেয়েছে শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের নবম শ্রেণির বর্ষা সরকার, সাথী সরকার ও দশম শ্রেণির দহিতা বর্মন, সুবর্ণা সরকার। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের দলে সুযোগ পেয়েছে একাদশ শ্রেণির রূপালি বর্মন ও সংগীতা শর্মা। দুজনও শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের ছাত্রী।

অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ছেলেদের দলে সপ্তম শ্রেণির বিক্রম বর্মন, দেবজিৎ বর্মন সুযোগ পেয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের দলে সুযোগ পেয়েছে নবম শ্রেণির পবন বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের দলে সুযোগ পেয়েছে নবম শ্রেণির স্নেহাশিস বর্মন, একাদশ শ্রেণির রঞ্জন বর্মন। সকলেই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। পারঙ্গেরপাড় হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া পলাশবাড়ির বাসিন্দা অভীক বর্মন ও ভুটনিরঘাট হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির দীপ বর্মন অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ছেলেদের দলে সুযোগ পেয়েছে। কোচ সরোজকুমার বসুর কথায়, '১৬ জনই ভালো খেলোয়াড়। রাজ্য স্তরে ভালোভাবে খেলেছে। এবার জাতীয় স্তরের জন্য সবাইকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।' সব থেকে বেশি পড়ুয়া শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বলেন, 'খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সবসময় পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা হয়। জাতীয় স্তরে ওদের খেলার সুযোগ মেলায় স্কুলের সুনাম বাড়ল।'

আজ টিভিতে

যমালয়ে জীবন্ত ভানু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
বিকেল ৩.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ চ্যাম্প, দুপুর ১.৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৪৫ দেবী, রাত ৮.০০ অরুন্ধতী, ১০.৪৫ বল্লভপুরের রূপকথা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ দিওয়ানা, দুপুর ১২.৩০ বচ্চন, বিকেল ৩.০০ যমালয়ে জীবন্ত ভানু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ খিলাড়ি, দুপুর ১২.৩০ বারুদ, বিকেল ৩.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওরা কারা

কালার্স সিনেপ্লেক্স সুপারহিটস : বেলা ১১.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, দুপুর ১.৫০ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু, বিকেল ৪.৫০ সত্যভামা, সন্ধে ৬.৫৭ বাডি, রাত ১০.৩০ অল্লুরি

স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০০ কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ২.২১ ডাই হার্ড, বিকেল ৪.৩২ অ্যাভেঞ্জার্স, সন্ধে ৬.৫৩ কিংসম্যান : দ্য সিক্রেট সার্ভিস, রাত ১১.২৭ ডেডপুল-টু

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ (সেপ্টেম্বর ফিনালে)
সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস দুপুর ১২টা এবং রাত ৯টা স্টার মুভিজ

স্কাই ফোর্স (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ জি সিনেমা

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। ১০টি ক্লাসে গাইডেন্স। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (দিনহাটা সেন্টার নভেম্বরে)। (C/118317)

টিউশন

■ বাড়ি গিয়ে/ব্যাচে যত্ন সহকারে VI-XII Math/Sci. (CBSE, ICSE, WB) পড়ানো হয়। M : 62975-61996. (C/118320)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি কান্তেশ্বরী মন্দিরের বিপরীতে মেইন রাস্তার ধারে চার কাঠার বেশি বাস্তু জমি বিক্রয়। মো : 9832049087

■ কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ১ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডের ক্যাডার স্কুলের পিছনে, হসপিটাল রোড থেকে কালীপাড়া পর্যন্ত ১০ ফুটের রাস্তার ধারে জমি ও একটি অর্ধনির্মিত বাড়ি বিক্রি হবে। যোগাযোগ - 8584809894. (C/118476)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮½'। M: 9735851677. (C/118319)

বিক্রয়

■ ৩ কাঠা জমি ঘর সহ বিক্রয়। দু'দিকে ২০'X১০' রাস্তা। বাঘা যতীন কলোনি। প্রধাননগর। W.No. 45. M: 8927222702. (C/118426)

■ ডাবগ্রাম Union Bank-এর পাশে ৫ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। প্রতি কাঠা 45 Lakhs. Contact - 9749720461. (C/118465)

■ নর্থবেঙ্গল মেডিকেলের নিকটে 2 BHK & 3 BHK flat বিক্রয়। M : 9434181429/ 8101905858. (C/118321)

■ জলপাইগুড়ি শহরে স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়াম ও মেইন রোড থেকে ১০০ মিটার-এর মধ্যে রায়কতপাড়ায় চার কাঠা জমি সহ দ্বিতল বড় বাড়ি বিক্রি হবে। ফোন - 9734170951/ 8918367926. (C/118472)

■ জলপাইগুড়ি নয়াবস্তিতে ৭ ফিঃ চওড়া রাস্তার ভিতর G/ফ্লোরে 840 স্কোঃ ফিঃ ফ্ল্যাট 20 লাখে বিক্রয়। M :9339329375. (C/118508)

■ আলিপুরদুয়ার সূর্যনগর মাঠের কাছে বাউন্ডারি ওয়াল সহ 5.5 dec. জমি/বাড়ি বিক্রয়। ক্রেতারাই ফোন করুন - 9800020321. (C/117087)

বিক্রয়

■ দ্বিতল বাড়ি সহ জমি বিক্রয়। পুরাতন পুলিশ লাইন পাড়া। জলপাইগুড়ি। ওয়ার্ড নং - ২৪। M: 8250699275. (C/118426)

কর্মখালি

■ রেস্টুরেন্টের জন্য চাইনিজ ও ইন্ডিয়ান Cook চাই। বেতন সামনাসামনি অলোচনাসাপেক্ষ। (M) 7001447847. (M/M)

■ শিলিগুড়িতে আমুল দুধ Supply করার জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার ও একজন Salesman প্রয়োজন। 9832494825. (C/118317)

■ Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের পরিশ্রমী লোক চাই। (S) : 30,000/-পর্যন্ত। 9434117292. (C/118317)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। (M) 8918394139.

■ Suguna Foods Pvt. Ltd. is hiring Position : Executive-Chicks Sale. Location : Saktigarh, Siliguri, WB. Qualification : Any Graduate. Experience : 1-3 years (Chicks sales preferred). Salary : Negotiable. Con.: 7397776424, 7063583591. (C/118509)

কর্মখালি

■ রেস্টুরেন্টের জন্য কুক & হেল্পার (বাংলা রান্না, রুটি করতে জানা) ছেলে চাই। বেতন : ১০-১৫০০০/-+থাকা, খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি। (M) 9832543559. (C/118320)

■ জলপাইগুড়িবাসীদের বাড়ি/ অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। অভিষেক- 9163272406. (K)

■ কার্টুন ডেলিভারির লোক চাই। (স্কুটার/বাইক প্রয়োজন)। বেতন-10,000/- +পেট্রোল, শিলিগুড়িতে। (M) 8116743501. (C/118321)

ACCOUNTANT REQUIRED

For an Esteemed Tea Company required one account for Siliguri H.O. having in-depth knowledge in all aspects of the Tea Garden accounting in Tally including GST & Tax returns, P. F. and all types of Government returns related documentations of Tea Estate. Candidates having 10 to 15 years experience in Tea Company accounting should apply through WhatsApp only (direct calls to be rejected) with relevant documents and expected salary to 9474344444

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে Wholesale ঔষধের দোকানে লোক চাই। Ph.No. 7001559742. (C/113592)

■ Experience staff needed for Medical Store at Bagdogra. Call : LIFELINE @ 9434061603.

APPOINTMENT

LEADS OVERSEAS PVT LTD.

A Leading Consumer Durable Brand Since 2002

1) Office Admin Manager – To handle overall office administration.
Salary: ₹20,000 – ₹25,000 + ESI, PF & Other Benefits.
Minimum Qualification: Graduate

2) Accountant – For accounts, GST, TDS, stock, billing & daily bookkeeping. Salary: ₹23,000 – ₹28,000 + ESI, PF & Other Facilities.
Minimum Qualification: Graduate

3) Female Telecaller – For customer handling & follow-up calls. Salary: ₹12,000 – ₹15,000. Minimum Qualification: Graduate

Walk-in Interview on 7th & 8th October from 11 AM to 6 PM at Darshan Plaza, Sevoke Road, Siliguri,
Contact- 95936 79111,
www.leadsindia.net

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
Kantara A Legend
Chapter-1
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিশেষ মেট্রো

রবিবার কলকাতায় দুর্গাপুজো কার্নিভাল। এই উপলক্ষ্যে রবিবার রাতে ব্লু ও গ্রিন লাইনে বিশেষ ট্রেন চালাবে মেট্রো। দুটি শাখাতেই ৬টি করে অতিরিক্ত ট্রেন চলবে।

চলবে বৃষ্টি

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের কারণেই এই বৃষ্টি বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। শনিবারও দিনভর বৃষ্টি হয়েছে।

ব্যবসায়ীর দেহ

শনিবার বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনে সোনার দোকানের ভিতর থেকে স্বর্ণব্যবসায়ীর হাত-পা বাঁধা দেহ উদ্ধার হল। তাঁর নাম শংকর জানা। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে বরানগর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে।

কুপিয়ে খুন

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাবা-মাকে ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন করল ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের খরপরা এলাকায়। অভিযুক্ত পলাতক, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ডিভিসি ফের জল ছাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি চার জেলায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ডিভিসির ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্য সেচ দপ্তরের দাবি, শুক্রবার পর্যন্ত দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার পরও শনিবার নতুন করে ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ওই জল ইতিমধ্যেই পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ঢুকতে শুরু করেছে। ফলে এই এলাকাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুক্রবার মাইথন থেকে ৪২ হাজার ৫০০ কিউসেক ও পাঞ্চেত থেকে ২৭ হাজার ৫০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়। শনিবার মাইথন জলাধার থেকে ৩২ হাজার ৫০০ কিউসেক ও পাঞ্চেত থেকে ৩৭ হাজার ৫০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ফলে হুগলির খানাকুল, গোঘাট, হাওড়ার আমতা ও উদয়নারায়ণপুরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রতি বছরই আমতার খালনা গ্রামের লক্ষ্মীপুজো বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে আকর্ষণ করে। প্রচুর মানুষ এখানকার বিগ বাজেটের লক্ষ্মীপুজো দেখতে আসেন। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় এখানকার লক্ষ্মীপুজো ধাক্কা খাবে বলেই আশঙ্কা করছেন এলাকার লোকজন।

সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া শনিবার বলেন, 'বারবার বলা সত্ত্বেও ডিভিসি জল ছেড়ে যাচ্ছে। শুক্রবার পর্যন্ত দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার পরও শনিবার নতুন করে ৭০ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। সেচ দপ্তর কন্ট্রোল রুম চালু করে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং বিডিওদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। বাংলাকে পরিকল্পিতভাবে ডুবিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্রীয় সরকার।' রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ডিভিসি জল ছেড়েছে বলে শুক্রবারই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই দাবি শনিবার খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানকেও তিনি মানতে চাননি। তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করেছেন, প্রকৃত অর্থে জল ছাড়া হয়েছে তার অর্ধেকেরও কম।' ডিভিসির রেগুলেশন কমিটির থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরে তাঁর দাবি, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে মোট ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।

এবছর বর্ষা বেশি হওয়ার কারণে ও ডিভিসি থেকে বারবার জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বারবার জলমগ্ন হয়েছে। এই নিয়ে এবছরই ৬ বার ডুবল ঘাটাল। এছাড়াও বাঁকুড়ার সোনামুখী, হুগলির গোঘাট ও খানাকুল, পুড়শুড়া, হাওড়ার আমতা ও উদয়নারায়ণপুরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়েছে।

শৈশবে ঝুঁকি বেশি বঙ্গে

ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরলের মাত্রায় উদ্বেগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : খাদ্যাভাস, জীবনযাত্রা ও জেনেটিক কারণের জন্য শিশুদের শরীরে বাড়ছে ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত 'চিলড্রেন ইন ইন্ডিয়া ২০২৫' রিপোর্টটি বাংলার শিশুস্বাস্থ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, এরাজ্যের ৫ থেকে ৯ বছর বয়সি শিশুদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের বৃদ্ধির মাত্রা অস্বাভাবিক। প্রায় ৬৭.১ শতাংশ শিশুর রক্তে এই মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ। কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। উৎসবের মরশুমে শিশুরা দেদার ফাস্ট ফুডে মজে যায়। তাই খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শিশুদের শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এগিয়ে রয়েছে। কোলেস্টেরল ও লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন কোলেস্টেরলের (এলডিএল) ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে শীর্ষে কেরল। ওই রাজ্যে ৫-৯ বছর বয়সি ১৬ শতাংশ শিশুর মধ্যে এলডিএলের মাত্রা বেশি। এর ফলে হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়ছে। কেন্দ্রের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে সারা দেশের গড় যেখানে ৩৪ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় দেশের প্রায় দ্বিগুণ। তার পরেই তালিকায় নাম রয়েছে সিকিম (৬৭.১ শতাংশ), অসম (৫৭ শতাংশ), নাগাল্যান্ড (৫৫.৫ শতাংশ)। সর্বনিম্নে রয়েছে কেরল (১৬.৬ শতাংশ)।

রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধু শিশুরা নয়, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ (৪২.৫ শতাংশ) সবচেয়ে ওপরে রয়েছে। জাতীয় গড় যেখানে এই বয়সীদের ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ, সেখানে বাংলার কিশোরদের পরিস্থিতি উদ্বেগের। তারপরই তালিকায় রয়েছে সিকিম, মণিপুর। কিশোর বয়সে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছে দিল্লি। কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্থের অধিকর্তা চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ বলেন, 'ভারতের খাদ্যাভাসে তেল-ঝাল বেশি ব্যবহার করা হয়। এটা ছাড়াও আমাদের একটা জিনঘটিত প্রবণতা থাকে। শিশুদের এখনকার লাইফস্টাইল এই ধরনের সমস্যা তৈরি করছে। এর ফলে হৃদযন্ত্রের নানারকম রোগ হতে পারে। স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শৈশবে রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি থাকলে ধীরে ধীরে তা ধমনীর দেওয়ালে জমতে শুরু করে। ফলে কম বয়সেও হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঘটনা দেখা যেতে পারে।'

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে...

পরিবেশ রক্ষা ও গঙ্গাদূষণ রোধের লক্ষ্যে টালা প্রত্যয়ের পুজো প্রাঙ্গণে দেবী দুর্গার নিরঞ্জন। ছবি : আবির চৌধুরী।

চাকরিহারা 'অযোগ্য'র মৃত্যু

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পুজো মরশুমে ফের এক চাকরিহারা শিক্ষিকার মৃত্যু হল। 'অযোগ্য' তালিকায় নাম থাকার কারণেই মানসিক অবসাদ গ্রাস করেছিল মেচেদার কাকডিহির অর্পিতা দাস মাইতির। তাঁর মৃত্যুর পর এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার পরও 'যোগ্য' তালিকায় নাম না থাকায় তাঁর অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়। পরীক্ষা দিতে না পারায় মানসিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয় বলেই অভিযোগ।

বেশ কিছুদিন ধরে নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন ৩৫ বছর বয়সি অর্পিতা। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। ২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পাওয়ার পর ৭ বছর ধরে তমলুকের ডহরপুর তপশিলি হাইস্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকতা করতেন তিনি। অর্পিতার প্রতিবেশী সুজয় কুমার মাইতি জানান, আদালতের রায়ের পর থেকেই ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পরিবারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্পিতার শ্বশুর নিত্যানন্দ মাইতির কথায়, ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়ের দিনেও তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন। পরীক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার থেকেও তাঁর মৃত্যুর জন্য সবথেকে বেশি দায়ী মানসিক অবসাদ। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্য সরকারের দুর্নীতিকে ফের কাঠগড়ায় তুলেছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ।

লক্ষ্মী লাভের আশায়... *প্রতিমা নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।*

রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশন

খতিয়ে দেখবে এসআইআরয়ের প্রস্তুতি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল। ৭ অক্টোবর কলকাতায় পৌঁছোচ্ছেন তাঁরা। এই প্রতিনিধি দলে জ্ঞানেশ ভারতী ছাড়া কমিশনের ডিজি (আইটি) সীমা খান্না সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও থাকবেন। পরের দিন বুধবার সকাল ১০টায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। বৈঠকের পর রাজ্যের দুই থেকে তিনটি জেলায় এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখতে যাবেন তাঁরা। রাজ্যে প্রতিনিধি দলের এই সফর ও কর্মসূচির বিষয় ইতিমধ্যেই সব জেলা শাসকদের এসআইআর নিয়ে বকেয়া কাজ শেষ করে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

বিহারের এসআইআরের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। আর তারপরই সেখানে পৌঁছেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সব ঠিকঠাক থাকলে দেওয়ালির পরই এরাজ্যের সঙ্গে সারা দেশে এসআইআর শুরুর ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেক্ষেত্রে বিহারের এসআইআরকেই গোটা দেশে রোলমডেল করতে চায় কমিশন। বিহারে এসআইআর শুরুর পর সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই বাকি রাজ্যের এসআইআর-এর কাজ নির্বিঘ্নে করতে চায় কমিশন।

বিহারে প্রথম দফায় ৬৫ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলেও শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপেই তাতে রাশ টানা গিয়েছে বলে মনে করছে বিরোধীরা। এরাজ্যেও এসআইআর-এর বিরোধিতায় সরব শাসক ও অবিজেপি দলগুলি। ভোটার তালিকা সংশোধনের লক্ষ্যে বিএলও নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব রাজ্যের বিরোধীরা। বিজেপির দাবি, কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বিএলও নিয়োগ করে ভোটার তালিকা সংশোধনে প্রভাব খাটাতে চাইছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫ হাজার বিএলওকে পরিবর্তনের দাবিও জানিয়েছে তারা। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে কয়েকজন ইআরও ও এইআরও-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করেছে কমিশন। এই আবহে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কমিশনের প্রতিনিধি দলের এই সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক দলগুলি। সেই কারণেই ভিডিও কনফারেন্সে সমস্ত জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ইআরও, ওসি ইলেকশন এবং তথ্যপ্রযুক্তি আধিকারিকদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেছে কমিশন। রবিবার জেলা শাসকদের উদ্দেশে পাঠানো বার্তায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, এসআইআর শুরু করতে রাজ্য যে প্রস্তুত সে বিষয়ে যেন কোনও খামতি না থাকে। ইতিমধ্যেই এসআইআর শুরুর আগে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক থেকে শুরু করে ইআরও এবং নির্বাচনি কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক আধিকারিকের দায়িত্ব কী, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। কর্তব্যে অবহেলা হলে তার জন্য শাস্তির কথাও জানিয়েছিল কমিশন। জেলা শাসকদের পাঠানো বার্তায় সেকথা ফের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সিইও।

সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : টানা চারবার দেশের নিরাপদ শহরের তালিকায় শীর্ষে রইল কলকাতা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি) ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার ১৯টি শহরের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ কলকাতা। এখানে প্রতি লক্ষে অপরাধ ঘটেছে ৮৩.৯টি। ২৯ সেপ্টেম্বর এনসিআরবি'র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। কিন্তু কেন্দ্রের রিপোর্টে এই রাজ্যেরই শহরকে সেরার তকমা দেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখা হয়েছে, 'পর পর চারবার ভারতের নিরাপদ শহর হিসেবে কলকাতার নাম রয়েছে। নিরাপত্তা দেওয়াকে পরিষেবা হিসেবে মনে করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' যদিও পালটা বিজেপির অভিযোগ, রাজ্য সরকার এনসিআরবি'কে তথ্যই পাঠায় না।

কেন্দ্রের ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মহিলাদের আক্রমণ ও হেনস্তার ঘটনা কলকাতায় আগের থেকে কমেছে। এতে পুলিশের প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২১ সালে মহিলাদের ওপর অপরাধ নথিভুক্তের সংখ্যা ১৭৮৩টি। ২০২২ সালে ১৮৯০টি ও ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৪৬টিতে। ২০২২ সালের থেকে ২০২৩ সালে ধর্ষণও কমেছে। প্রতি লক্ষে ২৫.৭টি অপরাধ রেকর্ড রয়েছে ২০২৩ সালে। যা দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন স্থান। কলকাতায় ২০২৩ সালে মাত্র ১০টি ধর্ষণ নথিভুক্ত হয়েছে। ২০২১ ও ২২ সালে সেই সংখ্যা ছিল ১১। তবে নাবালিকাদের ওপর অত্যাচার ও ধর্ষণের সংখ্যা বেশি। ১৭২টি নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ রেকর্ড হয়েছে ২০২৩ সালে। কলকাতার পরে স্থান পেয়েছে হায়দরাবাদ। এখানে প্রতি লক্ষে ৩৩২.৩টি অপরাধ হয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে পুনে। এখানে ৩৩৭.১টি অপরাধ ঘটে প্রতি লক্ষে।

অসুরক্ষিত শহর বা অপরাধ সংঘটনের হিসেবে তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কেরলের কোচি। এখানে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ৩১৯২.৪টি অপরাধ ঘটে। তার পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি। আগে দিল্লির স্থান শীর্ষে থাকলেও এবার তা নেমেছে। ২০২৩ সালের নিরিখে রাজধানীতে প্রতি লক্ষে ২১০৫.৩টি অপরাধ হয়েছে। বিজেপিশাসিত গুজরাটের সুরাট শহর তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এখানে প্রতি লক্ষে ১৩৭৭.১টি অপরাধ ঘটেছে। নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'এনসিআরবির রিপোর্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে কলকাতা সুরক্ষিত শহর।'

পুলিশের গাড়িতে অসংলগ্ন আচরণ

রামপুরহাট, ৪ অক্টোবর : বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন পুলিশের গাড়ির ছাদে উঠে অসংলগ্ন আচরণ এক তরুণীর। তাকে কোন রকমে গাড়ির ছাদ থেকে নামান মহিলা স্বেচ্ছাসেবক। এরপর মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে বচসায় জড়ান তিনি। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে আটক করে পুলিশ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রামপুরহাট থানার একটি পুলিশের গাড়ি নিয়ে পুলিশকর্মীরা কামারপট্টি মোড়ে ডিউটি দিচ্ছিলেন। মহিলা পুলিশ কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা এসে তাকে গাড়ির ছাদ থেকে নামিয়ে দিলে তার রাগ গিয়ে পড়ে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের উপরে। তাদের থাপ্পড় ও লাথি মারার চেষ্টা করে সে। রাতেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার তরুণীকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জামিনে মুক্তি দেন।

ভোটের অংকে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পুজো মিটতেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল। রবিবার থেকে প্রতি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনির মাধ্যমে জনসংযোগের পাশাপাশি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের দিকেও বিশেষ নজর রাখতে দলের জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কালীঘাটে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে দলনেত্রী ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন দলের বিভিন্ন জেলার নেতারা। সেখানেই তাঁদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। তালিকায় সীমান্তবর্তী এলাকার ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন দলীয় নেতৃত্ব। তাই সেখানে বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী দলের এই কর্মসূচির দিকে নজর রাখবেন। কোন জেলায় কী সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে বক্সীর কাছে রিপোর্ট জমা দিতে দলের জেলা নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা বিজয়ার পর জেলায় জেলায় সাধারণ মানুষের কাছে যাই। মানুষের অভাব অভিযোগ আমরা শুনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেভাবে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নাম করে সাধারণ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে, আমরা তার বিরুদ্ধেই লড়াই চালাব। বিজয়া সম্মিলনির মাঝেই এই নিয়ে আমরা বুথে বুথে সমীক্ষা করব।'

পুজোয় রেকর্ড ব্যবসা বাংলায়

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : চলতি বছরের দুর্গাপুজোয় আনুমানিক ৬৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে রাজ্যে। বৃষ্টি ও জিএসটি ২.০-র প্রভাবকে তোয়াক্কা না করেই এই আর্থিক লেনদেন রেকর্ড ছাড়িয়েছে বলে দাবি অর্থনীতিবিদদের একাংশের। গত বছর সেই পরিমাণ ছিল ৫৫ থেকে ৫৭ হাজার কোটি টাকা। এবছর শুধু কলকাতায় ব্যবসা হয়েছে মোট পরিমাণের ৭০ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মত, গত বছরের তুলনায় এবছরের আর্থিক লেনদেন ৮-১০ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্য লাভের মুখ দেখেছে। শাসক শিবিরের তরফেও এই পরিসংখ্যানকে সমর্থন করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। ব্যবসায়ী মহলের তুলে ধরা পরিসংখ্যানকে সমর্থন জানিয়ে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দুর্গাপুজোকে বিশ্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন, তাতে রাজ্যের আয় বিগত ৬ বছরে শুধুমাত্র পুজোর সময় রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

চলতি বছরে কলকাতায় প্রায় আড়াই হাজার পুজো কমিটির খরচ হয়েছে আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা। সারা রাজ্যে এই অঙ্ক প্রায় সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা। হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, এবারের পুজোয় রাজ্যজুড়ে রেস্তোরাঁগুলি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ১২০০-১৫০০ কোটি টাকা। কলকাতার সামনের সারির শপিং মলগুলির পরিসংখ্যান বলছে, পুজোয় ব্যবসা হয়েছে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ৮-১০ শতাংশ বেশি। তবে মুখ থুবড়ে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। পুজোর আগে টানা বৃষ্টি ও অনলাইন কেনাকাটায় তাঁদের আয় কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ। কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, নিউমার্কেট মিলিয়ে এবারের পুজোয় আয় প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। সমাজকর্মীদের মত, ভোগ্যপণ্যের চাহিদায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ধাক্কা খেয়েছে।

যদিও এই পরিসংখ্যানকে সিলমোহর দিতে নারাজ অর্থনীতিবিদদের একাংশ। তাঁদের মত, যেহেতু রাজ্য সরকার পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেয় সেহেতু তাদের উচিত পুজো অর্থনীতির আসল তথ্য তুলে ধরা। অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিৎ বসুর কথায়, 'এই পরিসংখ্যানের কোনও নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। যদি ৬৫ হাজার কোটি টাকার পরিসংখ্যান সত্যি হয়েও থাকে, তাহলে তা রাজ্যের বার্ষিক জিএসডিপি-র মাত্র ৩.২ শতাংশ। যে রাজ্যে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ থাকেন, সেখানে এই পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য নয়।' চন্দ্রিমা জানিয়েছেন, পুজো মরশুম শেষ হলে তবেই আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাবে।

সতর্কতা সত্ত্বেও এড়ানো গেল না গঙ্গা দূষণ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : দশমী তিথি থেকেই শুরু হয়েছে নিরঞ্জন পর্ব। শনিবার রাত পর্যন্ত আড়াই হাজারেরও বেশি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে শহরের বিভিন্ন ঘাটে। এবছর হুগলি নদী ও পুকুর মিলিয়ে ৮৩টি বিসর্জন ঘাট ছাড়াও ২০০টির বেশি পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। বিপর্যয় এড়াতে তৎপরভাবে কাজ করেছে পুরসভা। কাঠামো জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও গঙ্গা দূষণ সম্পূর্ণ এড়ানো গেল কি না তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পরিবেশবিদরা। দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিরঞ্জন পর্ব প্রস্তুত করা হয়।

তবে প্রতিমায় ব্যবহৃত সিসা-ক্রোমিয়াম-লেডযুক্ত রাসায়নিক রং দূষণের মাত্রা এখনও বাড়িয়ে তুলছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরা। এই রাসায়নিক রং নিষিদ্ধ করতে পুরসভা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আরও সক্রিয় ভূমিকা বা বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও করেছেন তাঁরা।

২০০৩ সালে হাইকোর্ট নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে দেয় প্রতিমা বিসর্জনের জন্য। 'চন্দননগর মডেল' মেনে গঙ্গায় প্রতিমার কাঠামো না ভাসানোর নিয়ম গ্রহণ করে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সারা রাজ্যেও একই নির্দেশিকা বলবৎ করা হয়। এবারও তৎপরভাবে কাঠামো সরানোর কাজ করলেও দূষণের বিষয়টি এড়ানো যায়নি বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। এদিন বাজে কদমতলা ঘাট বরাবর হেঁটে দেখা যায়, গঙ্গায় বহু কাঠামো ও পুজো উপাদান ভাসছে।

হাইকোর্ট নিযুক্ত গঙ্গা মনিটরিং কমিটির সদস্য তথা পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'জাজেস ঘাট, বাবুঘাট, নিমতলা ঘাট সহ যে জায়গাগুলি পরিদর্শন করেছি সেখানে নিয়ম মেনেই প্রতিমা বিসর্জন হয়েছে। তবে প্রতিমায় রাসায়নিক রঙের বিষয়টি নিয়ে পুরসভা ও পর্ষদকে কড়া মনোভাব নিতে হবে।'

ভাসছে কাঠামো, পুজোর উপকরণ

পরিবেশবিদ জয়ন্ত বসুর মন্তব্য, 'নৈহাটি বা ভাটপাড়ার মতো এলাকায় অনেক সময় গঙ্গা পর্যন্ত প্রতিমা আনা যায় না। তাই হোস পাইপের মাধ্যমে গঙ্গার জলে মূর্তি গলিয়ে দেওয়া হয়। এখনও প্রতিমায় রাসায়নিক রং ব্যবহার রোধ করা যায়নি। তাই বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা উচিত। কৃত্রিম জলাশয়, নৈহাটি, ভাটপাড়ার মতো ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।'

পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, 'প্রতিমা জলে পড়ার পরেই যদি তা তুলে নেওয়া হয়, এটা ভালো উদ্যোগ। তা সত্ত্বেও দূষণ এড়ানো যায় না। গঙ্গাপাড়ে প্রতিমা রেখে চন্দননগর মডেল অনুযায়ী শুধুমাত্র জল দিয়ে প্রতীকী বিসর্জনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

তবে স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও পরিবেশকর্মী জয়া মিত্র বলেন, 'প্রতিমা নিরঞ্জনের ফলে গঙ্গা দূষণ হয় বলে আমার মনে হয় না। তবে যেভাবে পুজোর পরিমাণ বেড়েছে তা নিয়ে আমি বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভালো নয়।'

যদিও মৃৎ শিল্পীদের একাংশের দাবি ভেষজ রং ব্যবহার করে প্রতিমায় জৌলুস আনা ব্যয়সাপেক্ষ। সেই কারণে রাসায়নিক রং ব্যবহারের চল রয়েছে। তবে এই নিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কোনও নির্দেশিকা দিলে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।

পুজোয় জনসংযোগ

শারদোৎসবে মেতেছিল বাঙালি। '২৬-এর বিধানসভার আগে এটা শেষ পুজো। সেকারণে উৎসবের মরশুমে প্রতিটি দলের মধ্যেই ছিল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোনোর এক অলিখিত প্রতিযোগিতা। মণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি দর্শনার্থী, উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মন পড়ার চেষ্টা দেখা গেল নেতাদের মধ্যে।

কোন্দলে উৎসবেও ছন্নছাড়া বিজেপি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই মোতাবেক ঘর গোছাতে শুরু করেছে ডান-বাম সব দল। বিধানসভার আগে এটাই শেষ শারদোৎসব। তামাম বাঙালি মেতেছিল পুজোর আনন্দে, মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়েছিল ভিড়। এই সুযোগে জনসংযোগে জোর দিয়েছিল সকলে। পুজোর চারদিন তৃণমূল সহ বাকিরা যখন সংঘবদ্ধভাবে জনসংযোগে জোর দিয়েছিল, সেখানে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির পদাধিকারীদের যেন খানিকটা ছন্নছাড়া দেখা গেল। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, রাজ্যসভা সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রীংলা ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন এবং জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল- মূলত তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনসংযোগ সারতে দেখা গিয়েছে এঁদের। আলাদা আলাদাভাবে জনসংযোগে ঠিক কতটা ফায়দা তুলতে পারবে গেরুয়া শিবির? এতে দলের কোন্দল প্রকট হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের দাবি, দলীয় নেতারা বিভিন্ন এলাকার টেন্টে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। তাঁর কথায়, 'সব নেতাই রাস্তায় ছিলেন। নিজ নিজ এলাকার পুজোমণ্ডপে, টেন্টে ছিলেন তাঁরা।'

সমন্বয়ের অভাব

- নতুন জেলা কমিটি তৈরি হওয়ার পর অরুণের সঙ্গে শংকরের দূরত্ব বেড়েছে
- এসবের প্রভাব পড়েছে পুজোর জনসংযোগে
- রাজু বিস্টকে সঙ্গে নিয়ে শংকর শহরের বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন
- জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক নান্টু পালকে সঙ্গে নিয়ে দু'দিন শহরের বিজেপি টেন্টে বসেছিলেন
- শ্রীংলার সঙ্গে দেখা গিয়েছে আনন্দময় বর্মনকে

গেরুয়া শিবির সূত্রের খবর, নয়া জেলা কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে অসন্তোষ শুরু হয়েছে। সক্রিয় কর্মীদের বসিয়ে দিয়ে জেলা সভাপতি ঘনিষ্ঠদের কমিটিতে পদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কখনও বিধাননগর তো কখনও আবার শহরের নেতারাই সরাসরি জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। শহরের এক নেত্রীর সঙ্গে রীতিমতো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন অরুণ। এই পরিস্থিতিতে দলে কয়েকটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। একটি জেলা সভাপতির গোষ্ঠী। বাকিগুলি বিধায়কদের পৃথক পৃথক গোষ্ঠী। আগে জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক থাকলেও নতুন জেলা কমিটি তৈরি হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে শংকরের দূরত্ব বেড়েছে। এসবের প্রভাব পড়েছে পুজোর জনসংযোগে। রাজু বিস্টকে সঙ্গে নিয়ে শংকর শহরের বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক নান্টু পালকে সঙ্গে নিয়ে দু'দিন শহরের বিজেপি টেন্টে বসেছিলেন। আবার হর্ষবর্ধন শ্রীংলার সঙ্গে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধানসভা এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে বিধায়ক আনন্দময় বর্মনকে। শংকর বলেছেন, 'সংগঠনের তরফে যেভাবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুযায়ী আমি সাংসদ ও জেলা সভাপতির সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ছিলাম।' তবে দু-একটি জায়গায় রাজুর সঙ্গে আনন্দময় ও অরুণকে দেখা গিয়েছে।

অন্যদিকে, তুলনায় সংঘবদ্ধভাবে জনসংযোগ সেরেছে তৃণমূল। পুজোর দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে জনসংযোগ সারেন মেয়র গৌতম দেব। তবে শাসকদলের নেতারা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরলেও দলীয় মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র স্টলে বসার মতো লোক পাওয়া যায়নি। হাতেগোনা কয়েকজনকে ওই স্টলে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষও বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এবিষয়ে পাপিয়ার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শিখার আসনে প্রচারে সবপক্ষ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুজোর দিনগুলিতে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসংযোগ সারল তৃণমূল, বিজেপি। মণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি বিসর্জনঘাটে তাঁবু খাটিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে। আবার ব্লকের তৃণমূল নেতারা গুনে গুনে ১৪৮টি পুজো ঘুরে উদ্যোক্তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত বলে প্রচার সেরেছে বিজেপি। আবার বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে উৎসবের দিনগুলিতে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে তৃণমূল।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে কোন দলের প্রার্থী কে হবেন? তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। ভোটের আগে পুজোকে জনসংযোগের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিল সব শিবির। পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে চেষ্টার কোনও খামতি রাখেনি কোনও পক্ষই। কেন্দ্রটি যেহেতু বিজেপির দখলে, সেকারণে জনসংযোগে বাড়তি সক্রিয় ছিলেন দলের নেতারা। পরিদর্শন করেছেন একাধিক মণ্ডপ। কতগুলি পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখলেন? প্রশ্ন শুনে শিখার উত্তর, 'হিসেব করিনি। ছোট-মাঝারি-বড় সব ধরনের পুজোমণ্ডপ দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ঘুরে দেখার চেষ্টা করেছি। সীমান্ত এলাকায় হওয়ায় অশান্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই সর্বত্র নজর রাখার চেষ্টা করেছি। সারা বছরই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। উৎসবের দিনগুলি তা আরও গভীর হয়।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ১৫০টির বেশি বারোয়ারি পুজো হয়েছে। যার প্রায় সবগুলি তৃণমূল নেতারা পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু দলের সংগঠন যে দুর্বল হয়েছে, তা অবশ্য নেতারা মানছেন। কারণ দেবাশিস প্রামাণিকের পর দীর্ঘদিন তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি পদে কেউ ছিলেন না। নতুন করে দিলীপ রায়কে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দিলীপ বললেন, 'এতদিন ব্লক সভাপতি না থাকায় সংগঠন দুর্বল হয়েছে। ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩টি পুজো বাদে ব্লকের সমস্ত পুজোয় ঘুরেছি। নতুন সভাপতি হিসেবে জনসংযোগ সেরেছি।' তাঁর সংযোজন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সাংসদ, বিধায়ক এমনকি একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও বিজেপির। কিন্তু কেউ কাজ করছেন না। সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।'

তৃণমূল যেমন জাগো বাংলার স্টল দিয়েছিল, তেমন বিজেপির স্টল থেকে বিভিন্ন বই বিক্রি করা হয়েছে। পাশাপাশি সিপিএমও সাতটি স্টল থেকে বই বিক্রি করেছে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সিপিএম নেতা দিলীপ বর্মনের কথায়, 'গত বছরের চেয়ে বেশি টাকার বই পুজোয় বিক্রি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। কালীপুজোর পর হিসেব হলে সবটা বোঝা যাবে। দলীয় নীতি অনুযায়ী বইয়ের স্টল দেওয়া হয়েছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমরা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেছি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপরূপ প্রকৃতি।। *সেবকে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের দীপককুমার চ্যাটার্জি।*

ছুটির পর আন্দোলনের প্রস্তুতি

বকেয়া বোনাস নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে চা বলয়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : চা বাগানের শ্রমিকদের পুজো বোনাস সমস্যা মিটেও মিটছে না। ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অ্যাডভাইজারির পরেও তরাই-ডুয়ার্সের বহু চা বাগান শ্রমিকদের পুরো বোনাস মেটায়নি। কেউ কেউ দু'তিনটি কিস্তিতে বোনাস মেটানো হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে, যা নিয়ে শ্রমিক মহলে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পুজোর ছুটি শেষ হলেই বাগানে বাগানে বকেয়া বোনাস ইস্যুতে ফের আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার পার্থ বিশ্বাস বলেছেন, 'অফিস খোলার পরেই বাগানগুলির বোনাস ইস্যু নিয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

চা বাগানের শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে প্রতি বছর প্রথমে মালিক এবং শ্রমিকপক্ষ এবং পরবর্তীতে শ্রম দপ্তরের ডাকে এক বা একাধিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। কিন্তু এবার কোনও বৈঠক ছাড়াই নজিরবিহীনভাবে শ্রম দপ্তর মালিক সংগঠনগুলিকে বৈঠকে ডেকে ২০ শতাংশ হারে শ্রমিকদের পুজো বোনাস দেওয়ার জন্য অ্যাডভাইজারি জারি করে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে চা শিল্পমহলে তীব্র আলোড়ন পড়েছিল। একাধিক মালিক সংগঠন চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া সম্ভব নয় বলে দাবি করে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেয়। কিন্তু সরকারের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এরই মধ্যে জলপাইগুড়ির তোতাপাড়া ও কালিম্পংয়ের লোয়ার ফাগু চা বাগান সরকারের অ্যাডভাইজারির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। সেই মামলার রায়ে হাইকোর্ট অ্যাডভাইজারিতে হস্তক্ষেপ না করলেও সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষকে পুজোর আগে অন্তর্বর্তীকালীন ৯ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বাকি বোনাস নিয়ে পরবর্তীতে জেলা শাসক বা শ্রম আধিকারিক মধ্যস্থতা করে মীমাংসা করবেন বলে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

তবে, এরই মধ্যে কিছু বাগান ২০ শতাংশ হারে শ্রমিকদের বোনাস মিটিয়ে দিয়েছে। আবার কিছু চা বাগানের শ্রমিকরা ১০-১৫ শতাংশ পর্যন্ত বোনাস পেয়েছেন। বকেয়া বোনাস ভবিষ্যতে মেটানো হবে বলে জানানো হয়েছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, দোল উৎসবের সময় বকেয়া বোনাস মেটানো হবে। তবে, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস মেটানোর নির্দেশ থাকলেও মালিকদের অনেকেই মানেননি। শ্রমিক মহলের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো ২০ শতাংশ হারে বোনাস কালীপুজোর মধ্যেই মিটিয়ে দিতে হবে।

দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার জেরেই শ্রমিকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। চা সরকার নির্দেশ দেওয়ার পরেও চা

সরব শ্রমিকরা

বাগান মালিকরা সেই নির্দেশ মানছেন না। এর পরেও সরকার চুপ করে বসে রয়েছে। তাহলে সরকারের মানসম্মান কোথায় থাকল? দ্রুত ২০ শতাংশ বোনাস মেটানো না হলে আমরা গেট মিটিং থেকে শুরু করে ধারাবাহিক আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে বলেছেন, 'শ্রম দপ্তর ২০ শতাংশ হারে বোনাসের অ্যাডভাইজারি দিয়েছিল। কিন্তু সব বাগান মালিক এই নির্দেশ মানেননি। আমরা শ্রম দপ্তরকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। সেখান থেকে কী পদক্ষেপ করছে দেখে নিয়ে তবেই আগামী কর্মসূচি ঘোষণা করব।'

বাগান মালিকদের সংগঠনের তরফে অবশ্য হাইকোর্টের রায়কেই হাতিয়ার করার চেষ্টা চলছে। বাগান মালিকদের একটি সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ছুটির পরে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেছেন, 'রাজ্য সরকার তো শ্রমিক সংগঠনগুলিকে গুরুত্বহীন করে নিজেরাই অ্যাডভাইজারি দিয়েছিল। শ্রমিকরা যে পুরো বোনাস হাতে পেল না সেই জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী। বকেয়া বোনাস আদায়ে আমরা বাগানে বাগানে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

বাগডোগরায় দুর্ঘটনার বলি মহিলা পুলিশ

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরা হল না মহিলা পুলিশকর্মী রুথমেরি লেপচার। প্রবল গতির একটি গাড়ি উলটোদিক থেকে এসে ধাক্কা মারে ৩০ বছর বয়সি ওই পুলিশকর্মীর স্কুটারে। শনিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রুথমেরির।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীন মাল্লাগুড়ি পুলিশ লাইনে তাঁর ডিউটি ছিল। বিমানবন্দরের কাছে এমইএস কলোনির ভুজিয়াপানিতে তিনি ভাড়া থাকতেন। শনিবার সকালে ডিউটি শেষ হওয়ার পর নিজের স্কুটারে করে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে বাগডোগরা সেনাছাউনির সামনে জাতীয় সড়কে। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। রেইনকোট পরে স্কুটার চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই পুলিশকর্মী।

উলটোদিক থেকে আসা গাড়িটির গতিবেগ এত বেশি ছিল যে স্কুটারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায় জানান, গাড়িটিকে পুলিশ আটক করেছে। চালকের খোঁজ করছে পুলিশ। তাঁর নাম-ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রাজেশ লাকড়া জানান, দুর্ঘটনার পর গাড়ি রেখে চালক পালিয়ে যান। তিনি বলেন, 'গাড়িটি খুব দ্রুত বিমানবন্দরের দিক থেকে সড়কের ভুল লেন দিয়ে এসে স্কুটারে ধাক্কা মারে।'

বিবাহিত রুথমেরির স্বামী সিআইএসএফ জওয়ান। তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে মোতায়েন আছেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে ভাড়াবাড়িতে দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। যাদের বয়স মাত্র তিন ও এক বছর। দুর্গাপুজো শেষে এরকম একটি ঘটনায় মহিলা পুলিশকর্মীর মৃত্যুতে শোকের পরিবেশ শিলিগুড়ির পুলিশ মহলে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

গয়েরকাটা, ৪ অক্টোবর : ভান্ডানি পুজোর অনুষ্ঠান মঞ্চে শনিবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল শুভঙ্কর রায় (২২) নামে এক তরুণের। মৃত তরুণের বাড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব ডাউকিমারি এলাকায়। এদিন ভান্ডানিপুজো উপলক্ষ্যে সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুরামারি জনকল্যাণ সংঘ নামে একটি ভান্ডানিপুজো কমিটির সদস্যরা। সেখানেই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ম্যানেজার গোবিন্দ তালুকদার জানিয়েছেন, ডিজেল জেনারেটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন।

এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছিলেন শুভঙ্কর। সেই সময়ই মঞ্চের নীচে থাকা খোলা বিদ্যুতের তারে হাত লেগে যায়। তখনই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তরুণের মৃত্যুতে দুরামারি ও পূর্ব ডাউকিমারি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাড়ি ফাঁকা পেয়ে চুরি

ইসলামপুর, ৪ অক্টোবর : শুক্রবার রাতে ইসলামপুর থানার নতুনপাড়া এলাকায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুষ্কৃতীরা বাড়ি ফাঁকা পেয়ে জানলা ভেঙে ঘরে ঢোকে। তারপর আলমারি ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না ও নগদ নিয়ে চম্পট দেয়। বাড়ির মালিক দীপিকা গোস্বামী ঘটনার সময় পরিবারের সঙ্গে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা দেখতে বেরিয়েছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণের চেষ্টা চলছে।

লাঠিচার্জের ঘটনায় প্রশ্নে পুলিশকর্তা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে নিরঞ্জনপর্ব চলাকালীন একটি ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের কথা কাটাকাটি ও পরবর্তীতে লাঠিচার্জের ঘটনায় এসিপি (ইস্ট-১) রবীন থাপা পুলিশের অন্দরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। পুলিশ মহলের অন্দরে একাংশের কথায়, ঝামেলা শুরুর পর শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু পরে এসিপি (ইস্ট-১)-এর আচরণ পরিস্থিতিকে প্রতিকূলে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় পুলিশকে শেষপর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে পুলিশের অন্দরেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে। শনিবার আধিকারিকদের কেউ অবশ্য প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এসিপি (ইস্ট-১)-কে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

একসময় শহরে ট্রাফিকের দায়িত্বে থোকা রবীন থাপাকে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় শিলিগুড়ি থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর গতবছর তিনি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি (ইস্ট-১) পদে আসেন। তারপর থেকেই তাঁর বিতর্কে জড়ানো শুরু। ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে ভেনাস মোড়ে উদযাপন চলছিল। সেই সময় জমায়েতকে সরাতে গিয়ে ওই পুলিশ আধিকারিক জোরদার বিতর্কে জড়ান। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, জাতীয় পতাকা গায়ে দেওয়া এক তরুণকে লাথি মেরে রবীন তাঁকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। তবে ভিডিওটি ভাইরাল হলে রবীনের অপসারণের জন্য অনেকে জোরদার দাবি জানাতে থাকেন। যদিও পরবর্তীতে পুলিশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

রবীন অবশ্য এরপর আরও কয়েকটি বিতর্কে জড়িয়েছেন। টিকিয়াপাড়ায় দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা থেকে শুরু করে পাহাড়ের পড়ুয়াদের মারধরের ঘটনায় এই পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না বলেই শহরবাসীর একটি বড় অংশের মত। এই অবস্থায়, কোথাও কোনও উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি তৈরি হলে আর সেখানে রবীনকে দেখলে

ক্ষোভ অন্দরে

- শুক্রবার রাতে এয়ারভিউ মোড়ে নিরঞ্জনপর্ব চলাকালীন একটি ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে ঝামেলা এসিপি (ইস্ট-১)-এর
- রবীন থাপা নামে ওই পুলিশ আধিকারিকের কারণেই বাধ্য হয়ে তাদের লাঠি চালাতে হয় বলে একটি মহলের দাবি
- এর আগেও ওই আধিকারিক বিতর্কে জড়িয়েছেন, অপসারণের দাবিও উঠেছিল

পুলিশকর্মীদের অনেকে রীতিমতো আঁতকে ওঠেন। আরও আছে। বিভিন্ন সময় বিফ্রিংয়ের নাম করে এই পুলিশ আধিকারিক নীচুতলার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এই মহলের একটি অংশের দাবি, এসিপি (ইস্ট-১) মাঝেমধ্যেই মাথা গরম করে ফেলেন। আর সেটাই শেষপর্যন্ত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে, শুক্রবার রাতের গণ্ডগোলের ঘটনায় ধৃত এক ক্লাব সদস্যকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃত সুমন রায়ের বিরুদ্ধে মহিলা পুলিশকর্মীকে হেনস্তা, পুলিশের কাজে বাধা, মারামারি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বিচারক ধৃত ব্যক্তিকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠান।

শিশুকন্যাকে বিসর্জন মাগুরমারিতে

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দেবী দুর্গার বন্দনায় ব্রতী ছিল গ্রাম থেকে শহর। চারদিন ধরে নারীশক্তির আরাধনায় আকাশ-বাতাস হয়েছে মুখরিত। মায়ের প্রতিমা নদীতে নিরঞ্জন করেছেন ভক্তরা। কিন্তু দেবীর বিদায়ের পর এ কি ছবি! মাগুরমারি নদীতে এক শিশুকন্যার বিসর্জন! এমনই অমানবিক ঘটনা শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দির এলাকায়।

শনিবার সকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের পাশে মাগুরমারি সেতুর নীচের আবর্জনার স্তূপ থেকে সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাকে কে সেখানে ফেলে গিয়েছে, জানা নেই। আঠারোখাই এলাকায় এমন ঘটনা সামনে আসতেই রে-রে পড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ সেই দৃশ্য দেখে বলছেন, মাতৃ আরাধনার পর সদ্যোজাতর এমন করুণ পরিণতি তাঁদের ব্যথিত করেছে। প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের বিবেক নিয়ে, যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। জানা গিয়েছে, শিশুটি ৩০ সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার হাতে একটি ট্যাগ লাগানো ছিল। তাতে তার মায়ের নামও লেখা রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মাগুরমারি নদীর পাড়ে কুড়ানিরা একটি সদ্যোজাতকে পড়ে থাকতে দেখেন। নিমেষেই সেই খবর চাউর হলে সেখানে ভিড় জমে যায়। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনাটি জানার পর তিনি মাটিগাড়া থানায় খবর দেন।

বিট্টু লহরা নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'সকালে কয়েকজন কুড়ানি সেই আবর্জনায় কিছু খুঁজতে যান। তখন তাঁরা সদ্যোজাতকে পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পথচলতি মানুষকে জানান। এরপর আমি এসে সেই শিশুকন্যাকে আবর্জনা থেকে তুলে নিয়ে আসি।'

এলাকার স্থানীয়রা বলেন, এমন হৃদয় বিদারক দৃশ্য মোটেই কাম্য না। দেবীর পুজোয় নারীশক্তির জয়গান গাওয়ার পর এমন ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, নারীদের প্রতি এখনও সেই অবহেলা কাজ করছে সমাজের একাংশে। যার জেরে মায়ের কোলের বদলে সদ্যোজাত শিশুকন্যার ঠাঁই হয়েছে আবর্জনার স্তূপে।

খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এসে সেই মৃত সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে। সেটিকে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

...এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা তোমায় ছাড়া। মালদায় কার্নিভালে অরিন্দম বাগের তোলা ছবি। শনিবার সন্ধ্যায়।

পরিষ্কার হয়নি থারুঘাটি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেন ও আর্থমুভার দিয়ে কাঠামো তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুরনিগম। ঘাটগুলিও তড়িঘড়ি পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ঘাটগুলিতে এমন ছবি দেখা গেলেও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহু নদীর থারুঘাটিতে ধরা পড়েছে ঠিক এর বিপরীত ছবি। দশমী থেকে থারুঘাটিতে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়েছে। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু প্রতিমা এই ঘাটে নিরঞ্জন করা হয়েছে। কিন্তু বিসর্জনের পর ঘাটের থেকে একটি কুটোও তোলা হয়নি।

যদিও এবিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'প্রতিবছর এই ঘাটে প্রায় ১৫৫টি প্রতিমা বিসর্জন হয়। এখনও সব প্রতিমা বিসর্জন হয়নি। সব প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেলে আর্থমুভার দিয়ে সেগুলি তুলে নেওয়া হবে এবং ঘাটটি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।'

সাহু নদীর থারুঘাটিতে পড়ে প্রতিমার কাঠামো।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, অন্য জায়গায় বিসর্জনের পর সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পরিষ্কার করে দেওয়া হলেও কেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই ঘাটটি পরিষ্কার করা হচ্ছে না। থারুঘাটির আশপাশে জঙ্গল এলাকা। তাই বন্যপ্রাণীর আনাগোনা লেগে থাকে। পুজোর যাবতীয় সামগ্রী যেমন- ঘট, কাঠামো নদীর ধারে পড়ে থাকায় বন্যপ্রাণীরা আঘাত পেতে পারে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এইসব সামগ্রী পড়ে থাকলে নদীর জল দূষিত হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রীতম পাল বলেন, 'প্রতিবছর পুজো শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর এভাবে নদীর পাড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে থাকে কাঠামো ও পুজোর সামগ্রী। কোনওবছর সময়মতো ঘাট পরিষ্কার হয় না। প্রতিবছর এই সমস্যা হয়।'

> প্রতিবছর এই ঘাটে প্রায় ১৫৫টি প্রতিমা বিসর্জন হয়। এখনও সব প্রতিমা বিসর্জন হয়নি। সব প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেলে আর্থমুভার দিয়ে সেগুলি তুলে নেওয়া হবে এবং ঘাটটি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।
>
> -মিতালি মালাকার
> প্রধান, ডাবগ্রাম-২

পেটের রোগে মৃত ৪, অসুস্থ ১১

আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের নির্দিষ্ট একটি এলাকায় পেটের রোগের ভয়াবহ প্রকোপ দেখা দিয়েছে। গত সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে সেই এলাকায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে পেটের রোগে। আরও ১১ জন অসুস্থ হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে খবর রয়েছে। তবে সেই সংখ্যাটা আরও বেশিও হতে পারে। দক্ষিণ মাঝেরডাবরি ও পদ্মেরপাড় গ্রাম জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যতম চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা খাদ্য বা পানীয়ে বিষক্রিয়ার কথা বলছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছেন না তাঁরা। রোগের কারণ খুঁজতে এলাকায় বিশেষজ্ঞ দলও পাঠানো হয়েছে।

যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে বুধনি সোরেন ও মংলা সোরেন পদ্মেরপাড়ের বাসিন্দা। আর বলরাম খড়িয়া ও প্রসেনজিৎ খড়িয়া দক্ষিণ মাঝেরডাবরির বাসিন্দা। স্বাস্থ্য দপ্তর বলছে, বাকি অসুস্থদের মধ্যে ৭ জন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন শনিবারই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আর ৪ জন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। জেলা হাসপাতালে সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাঁরা স্থিতিশীল।'

স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলছেন, মৃত এবং অসুস্থদের বিভিন্ন পরীক্ষা করে তাঁদের শরীরে ভিব্রিও প্যাভিলেরিস নামক ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও আরও কিছু ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গিয়েছে। তবে সবথেকে বেশি ক্ষতি করছে ভিব্রিও প্যাভিলেরিস। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ওই ব্যাকটিরিয়া সচরাচর খুব একটা দেখা যায় না। দূষিত খাদ্য বা পানীয় জলের সঙ্গে মিশে দেহে প্রবেশ করতে পারে। কারও শরীরে ওই ব্যাকটিরিয়া প্রবেশ করলে ডায়ারিয়া ও বমি দেখা যায়। তবে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হলে সুস্থ হওয়া সম্ভব। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ মাঝেরডাবরি ও পদ্মেরপাড় গ্রাম দুটো পাশাপশি রয়েছে। দুই গ্রামের মাঝে রয়েছে চেকো নদী। প্রায় দুই মাস থেকে ওই গ্রামের লোকেদের ডায়ারিয়া ও পেটের সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অর্পন বিসোই বলেন, 'জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে। জল শোধন করার জন্য ওষুধও দেওয়া হচ্ছে। প্রসাশন সতর্ক রয়েছে।'

বিশ্ব পশু দিবস

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : বিশ্ব পশু দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সাধারণ মানুষকে সচেতন করে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্কে ঘুরতে আসা পর্যটকদের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করার বিষয়ে সচেতন করা হয়। পশুদের ছবি দেওয়া মুখোশ ছোটদের মধ্যে বিলি করা হয়। বন্যপ্রাণী আইন সুরক্ষিত প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।

পড়ন্ত বিকেলে।। *শনিবার কোচবিহারের কালজানি নদীতে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।*

ছুটিতে বেশিরভাগ আধিকারিক, ভোগান্তি

মেডিকেলে পরিষেবায় নজর নেই

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুজোর ছুটিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে সুপারের অফিসে দেখা করতে গিয়ে ফিরছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। যা নিয়ে মেডিকেলের চিকিৎসকদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। এমন পরিস্থিতি নাকি সাম্প্রতিককালে তৈরি হয়নি, দাবি তাঁদের। অভিযোগ, আধিকারিকদের অনুপস্থিতির সুযোগে সিনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ ডিউটিতে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের অবশ্য দাবি, 'সবাইকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমিও নিয়মিত অফিসে যাচ্ছি। চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

স্বাস্থ্য একটি জরুরি পরিষেবা। আর পাঁচটি সরকারি দপ্তরের ছুটির সঙ্গে এই পরিষেবাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, মত চিকিৎসকদেরই। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ছবিটা একেবারে উলটো। এখানে পুজোর ছুটি শুরু হতেই হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন যেন খাঁখাঁ করছে। বেশ কয়েকমাস ধরেই হাসপাতাল সুপার অধ্যক্ষ হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তিনি এখন মেডিকেল কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষের অফিসেই বসেন। সুপারের অফিস অতিরিক্ত সুপার, ডেপুটি সুপার, সহকারী সুপাররা সামলান। কিন্তু পুজোর ছুটিতে সেই অতিরিক্ত সুপার, ডেপুটি সুপার, একাধিক সহকারী সুপার ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন। বর্তমানে কাজকর্ম সামলাচ্ছেন সহকারী সুপার দেব প্রধান। তিনি আবার নন-মেডিকেল। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামাল দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি একজন সহকারী সুপার কোনওভাবেই মেডিকেলের দায়িত্বে থাকতে পারেন না বলে দাবি খোদ ডাক্তারদের।

চিকিৎসার জন্য আসা সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বহির্বিভাগ থেকে অন্তর্বিভাগে বিভিন্ন সমস্যায় পড়া রোগী ও তাঁদের পরিজনরা প্রয়োজনে সুপারের অফিসে আসছেন। এদিকে, সেখানে কারও দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরছেন। শনিবার রাঙ্গাপানির বাসিন্দা অনন্ত বৈরাগী অফিসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবার খুব তাড়াতাড়ি এমআরআই করাতে হবে। হাসপাতাল থেকে ১৫ দিন পরে সময় দিয়েছে। একজন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, সুপারের কাছে আবেদন জানালে দ্রুত কাজটি হয়ে যাবে। সেজন্য এসেছিলাম। এখানে তো কেউ নেই। অফিস থেকে একজন বুধবারের পর আসতে বলল।' তারপর খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর ছুটিতে দক্ষিণবঙ্গে বাড়িতে গিয়েছেন। ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলও ছুটিতে। নেই একাধিক সহকারী সুপারও।

মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগের প্রধান তথা প্রাক্তন সুপার ডাঃ নির্মল বেরার মতে, 'হাসপাতাল জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। পুজোয় শুধু মহাষ্টমীতে বহির্বিভাগ বন্ধ থাকে। তবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, আধিকারিকদের রোজ এখানে থেকে পরিষেবায় নজরদারি চালাতে হয়। আমরাও দায়িত্বে থাকাকালীন সেটাই করে এসেছি।'

রোগী-ভোগান্তি

বাবার খুব তাড়াতাড়ি এমআরআই করাতে হবে। হাসপাতাল থেকে ১৫ দিন পরে সময় দিয়েছে। একজন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, সুপারের কাছে আবেদন জানালে দ্রুত কাজটি হয়ে যাবে। সেজন্য এসেছিলাম। এখানে তো কেউ নেই। অফিস থেকে একজন বুধবারের পর আসতে বলল।

অনন্ত বৈরাগী
রাঙ্গাপানির বাসিন্দা

চিকিৎসকের মত

হাসপাতাল জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। পুজোয় শুধু মহাষ্টমীতে বহির্বিভাগ বন্ধ থাকে। তবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, আধিকারিকদের রোজ এখানে থেকে পরিষেবায় নজরদারি চালাতে হয়। আমরাও দায়িত্বে থাকাকালীন সেটাই করে এসেছি।

ডাঃ নির্মল বেরা *প্রধান, মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগ*

বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগে তৎপরতা

চোপড়া, ৪ অক্টোবর : বছর ঘুরতেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই পুজোর আমেজ কাটতেই সাংগঠনিক কাজে নজর দেওয়া শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। বুথে শক্তি বৃদ্ধি করলে তার প্রভাব ফলাফলে পড়তে বাধ্য। এই সহজ সমীকরণ বুঝে নিয়ে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) জোগাড়ে নেমে পড়েছে দলগুলি।

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে প্রশাসনও প্রস্তুতি শুরু করেছে। ব্লক প্রশাসন থেকে এলাকায় বিএলও নিযুক্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এবার প্রায় সব বুথেই সরাসরি সরকারি কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) সঙ্গে সমন্বয় রাখতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিএলএ-২ নিয়োগ করার তৎপরতা শুরু হয়েছে। তবে এখানে বাজিমাত করছে ঘাসফুল শিবির।

এলাকায় মোট বুথ ২১৬টি। চোপড়া তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেছেন, অনেক আগে দলীয়ভাবে বিএলএ তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিএলএ'র দায়িত্ব ও কাজকর্ম নিয়ে দলীয়ভাবে বৈঠক করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, কোনও প্রকৃত ভোটার যাতে বাদ না পড়েন।

বিহারের পর এবার এসআইআর নিয়ে এলাকায় চর্চা তুঙ্গে। উৎসবে সাংগঠনিক কাজে ভাটা পরলেও উৎসব কাটতেই ফের সাংগঠনিক কাজে জোর দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী শিবিরের কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি বিএলএ-২ তালিকা নিয়ে জোর দিয়েছে। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'এলাকার আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে চুটিয়াখোর ও মাঝিয়ালি ছাড়া বাকি প্রায় সব এলাকা থেকে বিএলএ দেওয়া হয়েছে। চুটিয়াখোর থেকে ৮ জনের নাম এসেছে। আশা করা যায়, কয়েকদিনে বাকি বুথ থেকেও নাম আসবে। কমিটির সদস্যের পরিচয় সহ তথ্য দলের জেলা স্তরে পাঠানো হচ্ছে।'

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা অসীম বর্মন বলছেন, এপর্যন্ত তাঁরা প্রায় ৮০ শতাংশ বিএলএ-২ দিতে পেরেছেন। দলের জেলা স্তরে তালিকা পাঠানো হয়েছে। এদিকে, সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদার বলছেন, এখনও বিএলএ তালিকা সম্পূর্ণ করা যায়নি। গোটা ব্লকে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। লক্ষ্মীপুর সহ একাধিক জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। দলের আরেক নেতা পার্থ ভৌমিক বলছেন, কিছু এলাকায় শাসকদলের চোখরাঙানিতে সরাসরি কাউকে সামনে আনা না হলেও কাগজেকলমে অধিকাংশ বুথেই বিএলএ থাকবে।

শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব বলছে, এলাকায় বিরোধীদের দেখা মেলে না। সারাবছর তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা কোনও না কোনও কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকছেন। মানুষের পাশে থাকছেন।

ম্যাক্সিক্যাবচালক সহ গ্রেপ্তার ৪

দিনদুপুরে তরুণ অপহরণে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দিনদুপুরে চম্পাসারি মোড় থেকে ম্যাক্সিক্যাবে এক তরুণকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরে অবশ্য জ্ঞানজ্যোতি মোড় সংলগ্ন একটি গলি থেকে ওই তরুণকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই অপহরণের সঙ্গে জড়িত চালক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ম্যাক্সিক্যাবটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ধৃতদের নাম পুলক দত্ত, কল্যাণ ভাওয়াল, ছট্টু রাম রবিদাস ও সুরজিৎ বিশ্বাস। তাঁরা প্রত্যেকেই চম্পাসারির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা প্রত্যেকেই গাড়িচালক। পুরোনো শত্রুতার জেরে এই অপহরণ বলে ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে। অপহরণ হওয়া তরুণের নাম বিশ্বজিৎ দাস। বাঘা যতীন কলোনির ওই বাসিন্দা পেশায় এক গ্যারাজের কর্মী। শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্বজিৎ তাঁর এক পাড়ার বন্ধুকে নিয়ে চম্পাসারি মোড়ে গিয়েছিলেন। চম্পাসারি মোড়ের চায়ের দোকানের কাছে চলছিল আড্ডা। অভিযোগ, সেই সময়ই একটি ম্যাক্সিক্যাব বিশ্বজিতের সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপর ভেতর থেকে তিনজন নেমে বিশ্বজিৎকে মারধর করে জোর করে ম্যাক্সিক্যাবে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান বলে অভিযোগ। বিশ্বজিতের বন্ধু এরপর প্রধাননগর থানায় যান। গোটা বিষয়টি জানার পরে তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

বিশ্বজিতের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও সিসিটিভির সূত্র ধরে পুলিশ বুঝতে পারে, ম্যাক্সিক্যাবটি জ্ঞানজ্যোতি মোড়ের দিকে গিয়েছে। জ্ঞানজ্যোতি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ থাকায় অভিযুক্তরা ম্যাক্সিক্যাবটি নিয়ে সংলগ্ন একটি গলিতে ঢুকে যান। এরপর পুলিশ এলাকায় তল্লাশি শুরু করতেই ওই গলি থেকে বেরোতে গিয়ে ম্যাক্সিক্যাবটি ধরে ফেলে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় তরুণকে। হাতেনাতে ধরা পড়েন চার অভিযুক্ত।

পুলিশ সূত্রে খবর, গ্যারাজে কর্মী হিসেবে কাজের সূত্র ধরেই ওই চারজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিশ্বজিতের। পরবর্তীতে টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনও ঝামেলা হয়েছিল। পুরোনো সেই বিবাদ থেকে অভিযুক্তরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে অনুমান পুলিশের। যদিও দিনদুপুরে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও নজরদারির পাশাপাশি কোনও ধরনের অভিযোগ এলেই দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি মেট্রোপলিটান পুলিশের।

শত্রুতার জের

- জ্ঞানজ্যোতি মোড় সংলগ্ন একটি গলি থেকে ওই তরুণকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ
- পুরোনো শত্রুতার জেরে এই অপহরণ বলে ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে পুলিশ
- ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক
- এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কি না তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ

বিজ্ঞাপনী খুঁটি ঘিরে বিতর্ক

নকশালবাড়ি, ৪ অক্টোবর : রাস্তার পাশে বিজ্ঞাপনের খুঁটি বসানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক নকশালবাড়িজুড়ে। অভিযোগ, নকশালবাড়িতে পূর্ত দপ্তরের রাস্তার ধারেই একটি বেসরকারি মলের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রায় ৪০টি খুঁটি বসানো হয়েছে। যাকে ঘিরে এলাকায় এদিন বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় থেকে শুরু করে রায়পাড়া এলাকা পর্যন্ত রাস্তার পাশেই খুঁটিগুলি গর্ত করে বসানো হয়েছে। যার ফলে রাস্তা ক্রমশ ছোট হয়ে পড়েছে। দুটি শপিং মলের মালিক এই খুঁটিগুলি বসিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। খুঁটি বসানোকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বিবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি করতে খুঁটিগুলি বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলে এসব করা যায় না। এজন্য লক্ষ লক্ষ টাকার কাটমানি খাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এবার পুজোর আগে নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুটি বড় বড় শপিং মলের উদ্বোধন হয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ ক্রেতা মলের দোকানে কেনাকাটা করাতে নকশালবাড়ি বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েন। যা নিয়ে পুজোর আগে নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তার উপর নকশালবাড়িতে রাস্তার ধারে জায়গা দখল করে ওই শপিং মলের বিজ্ঞাপন নিয়ে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা সমর ঘোষ বলেন, 'রাস্তার ধারে পরপর খুঁটিগুলি বসানো হয়েছে। আমার স্ত্রী নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা। কিন্তু রাস্তার ধারে কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই খুঁটিগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, এর ফলে রাস্তা ক্রমশ ছোট হয়ে পড়েছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পৃথীশ রায় বলেন, 'এভাবে সরকারি জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েত চাইলেই খুঁটি বসানোর অনুমতি দিতে পারে না। আমি অফিস খুললেই এই নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে অভিযোগ জানাব।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোকে এনিয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি করতেই খুঁটিগুলি বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরোধ করছে তারা আমাদের কাছ থেকে কাটমানি চাইছিল। সেটা দেওয়া হয়নি বলে বিরোধ করছে।' গোটা ঘটনা নিয়ে শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সনিয়াল ইসলাম বলেন, 'আমাদের কাছ থেকে কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই খুঁটিগুলি বসানো হয়েছে। আমরা শীঘ্রই এই নিয়ে নোটিশ জারি করব।'

কী অভিযোগ

- রাস্তার ধারে বেসরকারি মলের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রায় ৪০টি খুঁটি বসানো হয়েছে
- দুটি শপিং মলের মালিক এই খুঁটিগুলি বসিয়েছেন বলে অভিযোগ
- ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায় ঠেলাঠেলি তৃণমূলের অভ্যন্তরে

রেগুলেটেড মার্কেটে ফের চাপানউতোর

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুজোর কয়েকদিনে রেগুলেটেড মার্কেটে স্তূপাকৃতি আবর্জনা। সেটা নিয়েই তীব্র সমস্যা। দোষারোপ-পালটা অভিযোগ। এসব নিয়ে সম্মুখসমরে শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব।

এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, সাতদিন ধরে আবর্জনা জমলেও সেটা সাফাইয়ে মার্কেট কমিটি কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের অভিযোগ, 'সচিবকে একাধিকবার ফোন এবং মেসেজ করা হলেও তিনি প্রতিক্রিয়াই দেননি। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে শনিবার ভাড়া করে ডোজার নিয়ে এসে আবর্জনা তোলার ব্যবস্থা করেছি।' যদিও এই অসহযোগিতার অভিযোগ অস্বীকার করছেন মার্কেট কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র। তাঁর বক্তব্য, 'গত পাঁচ-ছয়দিন ধরে আবর্জনা জমে থাকায় সমস্যা হয়েছিল। পুরনিগমের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলাম। যদিও পুজোর ব্যস্ততার কারণে আবর্জনা তোলার জন্য ডোজার মার্কেটে ঢুকতে পারেনি। পুরনিগম থেকে বলা হয়েছিল, দশমীর পর আবর্জনা তোলা হবে। শনিবার ডোজারও ঢোকে। তবে তার আগেই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা নিজেদের ভাড়া করা ডোজার ঢুকিয়ে কিছুটা আবর্জনা সাফাই করে নেন।'

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যুযুধান এই দুইপক্ষের মধ্যে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। মার্কেট কমিটির সচিবের সংযোজন, 'আমি এই কয়েকদিনের সমস্যার বিষয়টা রেগুলেটেড মার্কেটে থাকা প্রতিটা অ্যাসোসিয়েশনকে বুঝিয়েছিলাম। তবে ফল ও সবজি কমপ্লেক্সের এই অ্যাসোসিয়েশনই গণ্ডগোল করল।' এব্যাপারে পালটা শিব কুমারের বক্তব্য, 'রেগুলেটেড মার্কেটের বাইরে যাওয়ার গেটের একপাশের রাস্তা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি আরও খারাপ। আড়তদাররা আমাদেরই সমস্যার কথা বলছেন। আমরা কাকে সেই সমস্যার কথা তুলে ধরব? সেই কারণে নিজেরা আবর্জনা তোলার ব্যবস্থা করলাম।' শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের সঙ্গে মার্কেট কমিটির সচিব অনুপম মৈত্রের বিগত গত কয়েকমাস ধরে অদৃশ্য চাপানউতোর চলছে। এলাকার রাস্তা, নিকাশি ও আবর্জনার সমস্যাকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় মার্কেট কমিটির সচিবের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিব কুমার। যা এই চাপানউতোরের মূল কারণ। এরমধ্যে শনিবারের ঘটনা সেই চাপানউতোরকে আরও ওপরের মাত্রায় নিয়ে গেল বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

শিব কুমারের বক্তব্য, 'বৃষ্টি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়। আবর্জনার পাহাড় জমে যাওয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।' মার্কেট সচিবের বক্তব্য, 'ফল ও সবজি মার্কেট কমপ্লেক্সের একটা অংশে কালীপুজো হয়। ওরা শুধু ওই জায়গাই পরিষ্কার করেছে।' সবমিলিয়ে, রেগুলেটেড মার্কেটে ক্রমেই বাড়ছে চাপানউতোর।

ভূমি দপ্তরের পোর্টাল বন্ধ, বাড়ছে সমস্যা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ অক্টোবর : প্রায় ছয় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ইসলামপুরের চোপড়াঝাড় মৌজার জমির রেকর্ড সংক্রান্ত সমস্ত অনলাইনের কাজ। রাজ্য ভূমি দপ্তরের পোর্টালে এই মৌজার কোনও কাজ হচ্ছে না। ফলে জমি সংক্রান্ত কোনও কাজ করতে পারছেন না ইসলামপুরের বাসিন্দারা। কবে এই সমস্যা মিটবে, সেবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছেন না প্রশাসনিক কর্তারা।

চোপড়াঝাড় মৌজার বড় অংশ ইসলামপুর শহরের অধীনে। অন্যান্য মৌজার তুলনায় এই মৌজা আয়তনে অনেকটাই বড়। জমির রেকর্ড সংক্রান্ত অনলাইনের কাজ বন্ধ থাকায় পুরসভা এলাকার পাশাপাশি ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারাও সমস্যায় পড়েছেন। এর ফলে অনেকেই জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে গৃহঋণ, নতুন বাড়ি তৈরির প্ল্যান, এডুকেশন ঋণ, নিকট আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য ঋণ নিতে পারছেন না। কাজ বন্ধ থাকায় ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক থেকে মোটা টাকা ঋণ নিতে অনেকে অসুবিধায় পড়েছেন। সমস্ত নথিপত্র ঠিক থাকলেও জমির রেকর্ড 'লক' থাকায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ দিতে অস্বীকার করছে।

এই বিষয়ে অসুবিধায় পড়ার কথা জানিয়েছেন এলাকার এক প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ঠাকুর। তিনি বলেন, 'গৃহঋণ নিতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ব্লক ভূমি দপ্তরে গেলেই বলে দেওয়া হচ্ছে, রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে চোপড়াঝাড় মৌজার রেকর্ড পোর্টালে আপলোড না করা পর্যন্ত সমস্যা মিটবে না। তাহলে এখন আমি কী করব?'

সম্প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চোপড়াঝাড় মৌজা নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইসলামপুর মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুশান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে সাতজনের কমিটি সংশ্লিষ্ট মৌজার নথিপত্র খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। চলতি মাসেই তদন্ত রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করা হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে চলেছেন এই মৌজা এলাকার বাসিন্দারা? তবে এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও কর্তার কাছে পাওয়া যায়নি। চলতি মাসে তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর সমস্যার সমাধান হয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

সমাধান কবে?

- জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে গৃহঋণ পেতে সমস্যা
- ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে অসুবিধা
- প্রশাসনের তরফে সমস্যা সমাধানে কোনও ইঙ্গিত মেলেনি

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

শনিবার বালুরঘাটে দুর্গাপুজো কার্নিভালে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

বুনোর হামলায় আতঙ্ক বাড়ছে ডুয়ার্সে

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ৪ অক্টোবর : একদিকে হাতি আরেকদিকে চিতাবাঘ। এই জোড়া বুনোর হামলায় জেরবার ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার রাতে হাতি লন্ডভন্ড করে দেয় নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ওই বাগানেরই মডেল ভিলেজে আবার নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। সে রাতেই দিলীপ লোহার নামে এক ব্যক্তির ছাগল সাবাড় করে একটি চিতাবাঘ। ওই বাড়িটিই রাতে ভেঙে দেয় একটি দলছুট দাঁতাল। শনিবার দুপুরেও সেখানে রাস্তার ধারে একটি হাতি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েকজন বাইক আরোহীকে তাড়া করলেও বরাতজোরে তাঁরা বেঁচে যান। খবর পেয়ে অবশ্য বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরায়। নাগরাকাটার খেরকাটাবস্তিতে চিতাবাঘের পাশাপাশি এখন হাতির আতঙ্কও জাঁকিয়ে বসেছে। চিতাবাঘ ধরতে সেখানে ৭টি খাঁচা পেতে রাখা হলেও কোনও কাজে আসছে না।

অন্যদিকে, শুক্রবার হাতির হামলায় নাগরাকাটার খেরকাটাবস্তিতে লন্ডভন্ড হয়ে যায় বেশ কয়েকটি সুপারি ও শিমুল গাছ। শনিবার ভোরে ওদলাবাড়ির সোনালি চা বাগানে হাতির হামলায় জখম হন রঞ্জিত ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তি। সিলভেস্টার ওরাওঁ নামে আরেক ব্যক্তি পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হন। বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'খেরকাটা ও বামনডাঙ্গার প্রতি আমরা সতর্ক নজর রেখে চলছি।'

বামনডাঙ্গা চা বাগানের প্রাথমিক স্কুলটিতে দুটি হাতি হামলা চালিয়ে বিদ্যালয়ে একমাত্র অক্ষত থাকা অফিসটি তছনছ করে দেয়। ভাঙচুর চালায় মিড-ডে মিলের রান্নাঘরেও। এই নিয়ে গত ৩ বছরে সেখানে পাঁচবার এমন হামলার ঘটনা ঘটল। বর্তমানে পুজোর ছুটির জন্য বন্ধ থাকলেও খোলার পর কীভাবে পঠনপাঠন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ চলবে তা ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সেখানকার শিক্ষক ও বাগানেরই বাসিন্দা লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলেন, 'সবক'টি শ্রেণিকক্ষ হাতির হামলায় আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। ঝুঁকি নিয়ে ওই ঘরগুলিতেই ক্লাস নিতে হয়। এবার অফিস ও রান্নাঘরও রেহাই পেল না। বিদ্যালয়ের তহবিলে কোনও টাকা নেই যে মেরামত করে নেওয়া সম্ভব। প্রশাসনিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

এদিন সকালে ওই দৃশ্য দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার হাতির হামলা চলতে থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নাজেহাল দশা ওদলাবাড়ির সাওগাঁবস্তি ও লাগোয়া সোনালি চা বাগানের বাসিন্দাদেরও। হাতির হামলায় গুরুতর জখম রঞ্জিত বর্তমানে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিলভেস্টারের বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে। সোনালি চা বাগানের বাসিন্দা জনপ্রকাশ কুজুর বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার হাতির হানাদারি চলছে। প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বন্যপ্রাণ শাখার মালের রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী বলেন, 'হাতির দল যাতে সাওগাঁবস্তির দশমীমেলায় কোনওভাবেই ঢুকে না পড়ে সেদিকে সতর্ক থেকে দলটিকে তারঘেরার জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়।'

এদিকে, অন্য আরেকটি দল আবার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোনালি চা বাগানের জংলি লাইন হয়ে আপাতত লিসরিভার চা বাগানের পাতিবাড়ি ডিভিশনে রয়েছে। বনকর্মীরা সতর্ক রয়েছেন।

ওদলাবাড়ির চা বাগানে হাতির দল। -সংবাদচিত্র

জিএসটি ২.০

দেশের কর ব্যবস্থাকে আমূল ঢেলে সাজাতে জিএসটি ব্যবস্থায় সম্প্রতি বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ছানা বা পনিরের উপর জিএসটি থাকল না। রুটির উপরেও নয়। সাবান, শ্যাম্পু, টুথব্রাশ, টুথপেস্টের উপর মাত্র ৫ শতাংশ হারে জিএসটি বসল। সিমেন্ট, টিভি, ডিশওয়াশারের উপর জিএসটি ১০ শতাংশ কমে গেল। গাড়ি, মোটর সাইকেল, ট্রাক, ট্র্যাক্টর, টায়ার, অনেকগুলি মেশিনের উপর কর কমেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়— এই করছাড়ের প্রকৃত সুফল কি সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছাচ্ছে? নাকি ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট সংস্থার মুনাফাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে? এবারের উত্তর সম্পাদকীয়র দুই প্রতিবেদন এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল।

হার তো কমল, কিন্তু সাধারণের সুবিধায় সংশয়

গৌতম হোড়

সংসদে যখন জিএসটি বিল পাশ হচ্ছে, তখন বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে কংগ্রেস সাংসদরা বারবার বলছিলেন, বিশ্বের কোনও জায়গায় পাঁচটি হারে জিএসটি নেওয়া হয় না। একটি বা দুটি হার থাকে, খুব বেশি হলে তিনটি। কিন্তু ভারতে যে জিএসটি চালু হয়েছিল, তাতে বেশি হার রাখা হয়েছিল। ৫, ১২, ১৮ এবং ২৮ শতাংশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসের উপর জিএসটি বসানো হয়নি। সংসদে পাশ করার পর ২০১৭ সালের ১ জুলাই খুবই তড়িঘড়ি করে জিএসটি চালু করা হয়েছিল। কোনও সন্দেহ নেই, পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় এই সংস্কার খুবই জরুরি ছিল এবং এর মধ্যে দিয়ে ভারত পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু সেই সময়ে সংসদে বারবার সরকারকে একটা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, জিএসটি চালু করার পর রাজ্যগুলির যদি আয় কমে যায় তাহলে কী হবে? কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, পাঁচ বছর তারা ক্ষতিপূরণ দেবে। বিরোধীদের প্রশ্ন ছিল, তারপরেও যদি ক্ষতি হয়, তখন কী হবে?

যে কোনও নতুন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে সাধারণভাবে একটা সংশয় থাকে। কারণ, নতুন কিছুকে খোলামনে নেওয়ার বিষয়ে ভারতীয়রা খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। তাদের নানান প্রশ্ন থাকে, সংশয় থাকে, চিন্তা থাকে। কম্পিউটার চালুর সময় তো বামপন্থীরা গেল গেল রব তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, চাকরিবাকরি একেবারে কমে যাবে। এখন এআই আসার পরেও গেল গেল রব উঠেছে। কোনও সন্দেহ নেই, অনেক ক্ষেত্রে চাকরি কমবে, আবার অনেক ক্ষেত্রে চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ভারতে পরিষেবা ক্ষেত্রের যে এরকম রমরমা হবে, তা কিছুদিন আগেও কি কেউ ভাবতে পেরেছিলেন?

জিএসটি বা পণ্য ও পরিষেবা কর নিয়ে আরেকটা চিন্তা ছিল, ভারতের কিছু রাজ্য হল উৎপাদক রাজ্য, অর্থাৎ সেখানে কলকারখানা বেশি, তারা উৎপাদনের দিকে এগিয়ে, অন্য কিছু রাজ্য আছে, যারা উপভোক্তা রাজ্য, অর্থাৎ সেখানে মানুষ বেশি জিনিস কেনেন। প্রশ্ন ছিল, জিএসটি চালু হওয়ার পর এই উৎপাদক বা উপভোক্তা রাজ্যের মধ্যে একদলের ক্ষতি হবে না তো? তাছাড়া যে সব দোকানদার জিএসটি-র আওতায় এসে গেলেন, তাদের একজন চার্টার্ড অ্যাকান্ট্যান্ট রাখতে হল। প্রথমদিকে ইন্টারনেটের সার্ভার এত চাপ নিতে পারত না। সে সবই ধীরে ধীরে এবং কিছু ক্ষেত্রে দ্রুত ঠিক করা হয়েছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রাজস্ব নিয়ে আর কোনও রাজ্যকে চিন্তার মুখে পড়তে হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্যের আয় বেড়েছে। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটা পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে যে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হয়েছে, জিএসটি চালু হওয়ার পর অবস্থা দেখে তারা প্রচুর পরিবর্তন করেছে। দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে প্রশ্নটা বারবার উঠেছে, সরকারের আয় তো বেড়েছে, রাজ্য, কেন্দ্র সকলেই খুশি, ব্যবসায়ীদেরও ক্ষোভ নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ? পাঁচটি হারে জিএসটি দিতে দিতে তাদের মনে হয়েছে, করের বোঝা তাদের উপর চেপে বসেছে। এত বেশি কর, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর চড়া হারে কর তাদের চাপ বাড়াচ্ছে। বেতন বাড়ে না, অথচ জিনিসের দাম ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিএসটি বাড়ে।

ঠিক এই অবস্থায় গত ১৫ অগাস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, তিনি দেশবাসীকে দেওয়ালির উপহার দিতে চান। জিএসটি-র হার কমবে, সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। এতদিনে সকলেই জেনে গিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদি যখন কোনও ঘোষণা করেন, তখন তার পিছনে একটা কারণ থাকে। দেওয়ালির আগে জিএসটি-র হার কমানো, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর করের হার কমিয়ে দেওয়ার পিছনে একটা রাজনৈতিক কারণ থাকতেই পারে যে, কিছুদিন পর বিহার বিধানসভার নির্বাচন। যেখানে নীতীশ কুমার ও বিজেপি জোটের সঙ্গে তেজস্বী যাদব, কংগ্রেস, বামপন্থীদের মহাজোটের টক্কর হবে। তার আগে এই ঘোষণাটা জরুরি ছিল। কারণ, রাজনীতি হল ধারণা তৈরির খেলা, বিপক্ষ শিবির থেকে ভোটারদের নিজেদের দিকে নিয়ে আসার উপরেই হারজিত নির্ভর করে। তার জন্য প্রধান সব প্রতিদ্বন্দ্বীই অসংখ্য কৌশল নেয়।

এরপর দ্রুত জিএসটি কাউন্সিল নতুন হার নিয়ে আলোচনা করে এবং ঘোষণা করে দেয়, পাঁচটি নয়, মূল হার হবে দুটি, ৫ এবং ১৮ শতাংশ। ৪০ শতাংশ হারে যে সব ক্ষেত্রে জিএসটি বসছে, তা বিলাসবহুল সামগ্রী বা নেশার সামগ্রীর উপর। আর যেখানে জিএসটি কমছে, তা মূলত সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর।

এর ফলে কী হল, ছানা বা পনিরের উপর জিএসটি থাকল না। রুটির উপরেও নয়। সাবান, শ্যাম্পু, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাইকেল, চানাচুর, ভুজিয়া, সস, পাস্তা, চকোলেট, কফি, প্রিসার্ভড মাংসের উপর মাত্র পাঁচ শতাংশ হারে জিএসটি বসল। সিমেন্ট, টিভি, ডিশওয়াশারের উপর জিএসটি ১০ শতাংশ কমে গেল। মার্বেল, গ্র্যানাইট, বাঁশের মেঝে, প্যাকিং কেস, প্যালেটের উপর জিএসটি অনেকটাই কমল। গাড়ি, মোটর সাইকেল, ট্রাক, ট্র্যাক্টর, টায়ার, অনেকগুলি মেশিনের উপর কর কমেছে।

এর মধ্যে অনেক জিনিসই সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন। অনেক ছোট গাড়ির দাম এক লাখ টাকার বেশি কমে গিয়েছে। ফলে যাঁরা গাড়ি কিনবেন ভেবেও দাম দেখে পিছিয়ে গিয়েছেন, তাঁরাও কেনার কথা ভাবতে পারেন। এইভাবে কর কমানোয় সরকারের ৪৮ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে। কিন্তু সরকারের বক্তব্য, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। অনেকে জিনিসগুলো কেনার কথা ভাবেন। ফলে বিক্রি বাড়লে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে যাবে।

এটাও ঠিক আছে। এরপরেও যে প্রশ্নটা থাকছে তা হল, কর তো কমল, জিনিস সস্তা হল কি? কিছুদিন ধরে একের পর এক রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে যে, জিএসটি কমার সুফল সাধারণ ক্রেতা পাচ্ছেন না। নতুন কর হার চালু করার আগে সরকার কিছুটা সময় দিয়েছিল। তার ফলে অনেকে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী অসৎ পথ নিয়ে দাম কমার সুবিধাটা ক্রেতাদের দিচ্ছে না।

২০১৭ সালে জিএসটি যখন চালু হল, তখন অ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং ডাইরেক্টরেট তৈরি হয়েছিল। কেউ যদি অন্যায়ভাবে জিনিসের দাম বাড়িয়ে বা অন্য কৌশলে জিএসটি-র সুবিধা ক্রেতাদের কাছে না পৌঁছে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। দুই বছর পর তা বন্ধ হয়ে যায়। কনজিউমার্স অ্যাফেয়ার্সে নালিশ করার একটা ব্যবস্থা আছে। তবে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সেখানেও মানুষ খুব যে যান এমন নয়। ফলে তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এখান থেকেই সংশয় তৈরি হচ্ছে, সরকার তো সাধারণ ক্রেতাকে সুবিধা দিল, তারা সেই সুবিধা সব ক্ষেত্রে পাচ্ছে তো। এখন নজরদারির জন্য সরকারি তন্ত্রের অর্থ লাইসেন্স রাজ তৈরি। আবার সাধারণ ক্রেতাদের কাছে সুবিধা পৌঁছানোটাও চ্যালেঞ্জ। ফলে এর আগে যেমন জিএসটি-র সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে পেরেছে জিএসটি কাউন্সিল, এক্ষেত্রেও তারা কোনও ব্যবস্থা করবে নিশ্চয়ই। তা না করতে পারলে সাধারণ মানুষের লাভের গুড় অসাধু ব্যবসায়ীরা খেয়ে নেবে।

(লেখক সাংবাদিক)

‘গণ শোষণ ট্যাক্স’ নাকি ‘গুড অ্যান্ড সিম্পল ট্যাক্স’?

মৈনাক কুন্ডা

২০১৭ সালের ১ জুলাই, ভারতীয় কর ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল জিএসটি বা গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে। সরকার বলেছিল, ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান ট্যাক্স’ বা ‘এক দেশ, এক কর’। ১৭টি আলাদা কর বিলুপ্ত করে চালু হল একটি অভিন্ন ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য ছিল- জটিলতা কমানো, ব্যবসা সহজ করা, স্বচ্ছতা আনা। কিন্তু আট বছর পর প্রশ্ন উঠছে- এই কর কি সত্যিই ‘গুড অ্যান্ড সিম্পল’? নাকি এটি কর্পোরেটদের জন্য ‘সোনার হাঁস’ এবং সাধারণ মানুষের জন্য ‘গণ শোষণ ট্যাক্স’? যার একমাত্র লক্ষ্য সরকারি কোষাগার স্ফীত করা?

করের গোলকধাঁধা : ছোট ব্যবসার দুঃস্বপ্ন, বড়দের আচ্ছে দিন?

জিএসটি আইন অনুযায়ী, নিবন্ধিত ব্যবসায়ীদের প্রতি মাসে ন্যূনতম ২৪টি রিটার্ন দাখিল করতে হয়, সঙ্গে থাকে বার্ষিক জিএসটিআর-৯ এবং নির্দিষ্ট টার্নওভারের জন্য জিএসটিআর-৯সি অডিটেড রিটার্ন। যদিও সাম্প্রতিক সংশোধনে কিছু সরলীকরণ এসেছে, কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য তা এখনও অধরা।

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান মাইক্রো অ্যান্ড স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (এফআইএসএমই)-এর ২০২২ সালের সমীক্ষা বলছে- ৬২ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কমপ্লায়েন্স খরচ বেড়েছে জিএসটি চালুর পর। বড় কর্পোরেটদের জন্য যেখানে আলাদা ফিন্যান্স টিম, সফটওয়্যার এবং লবিং-এর সুবিধা রয়েছে, সেখানে ছোট ব্যবসায়ীরা টানছেন ‘গ্রেট সাফারিং ট্যাক্স’-এর বোঝা। জটিল কাগজপত্র, ঘনঘন আইনি পরিবর্তন এবং ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি)-এর গোলকধাঁধায় ছোট ব্যবসায়ীরা নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। সিআইআই-এর মতে, বড় শিল্পগোষ্ঠীর কাছে আইটিসি কার্যকর হলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এটি কেবলই প্রশাসনিক দুঃস্বপ্ন।

সরকার হাসছে, জনগণ কাঁদছে?

২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে জিএসটি থেকে সরকারের আয় প্রায় ২০.১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, জিএসটি এখন সরকারের মোট কর আয়ের ৩০ শতাংশ। এপ্রিল ২০২৫-এ রেকর্ড আদায়- ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। সরকার বলছে- জিডিপি গ্রোথ ৬.৫-৭ শতাংশ ছুঁতে পারে, ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস বেড়েছে, আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থাগুলোও খুশি।

কিন্তু এই সরকারি সাফল্যের উলটো পিঠে রয়েছে ‘ইজ অফ লিভিং’-এর প্রশ্ন। বাজারে গেলে দেখা যায়- সাবান, শ্যাম্পু, স্যানিটারি প্যাড, হোটেল বিল, হেয়ারকাট- সবকিছুর ওপর জিএসটি-র লুকোনো কামড়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বেশিরভাগই ৫ শতাংশ বা ১৮ শতাংশ স্ল্যাবে চলে আসায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচ বেড়েছে। মধ্যবিত্তের পকেট ফাঁকা হচ্ছে, অথচ সরকারি কোষাগার টইটুম্বুর। ভোগ্যপণ্যে বিভাজন এবং হস্তশিল্প, ছোট পোশাক, টেক্সটাইল-এর মতো স্থানীয় শিল্পের ওপর ১৮ শতাংশ করের বোঝা স্থানীয় কারিগরদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

স্ল্যাবের খেলায় কার লাভ?

সরকারের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি ছিল কর কাঠামো সরল করা, কিন্তু বাস্তবে এটি পরিণত হয়েছে স্ল্যাবের এক জটিল খেলায়। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জিএসটি রিভিশনে পুরোনো ৪-স্ল্যাব (৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ, ২৮ শতাংশ) বাদ দিয়ে এখন কেবল ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ রাখা হয়েছে। ফলে আগে ১২ শতাংশ-এ থাকা বহু পণ্য এখন ১৮ শতাংশ-এ। এর প্রত্যক্ষ বোঝা পড়ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতার ঘাড়ে।

অন্যদিকে, বড় কর্পোরেটদের জন্য সুখবর- অটোমোবাইল, ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস, ইলেক্ট্রনিক্সে কর ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ। এটি বাজারের গতি বাড়ালেও রাজস্ব সুরক্ষিত রাখতে তামাক, মদ, অনলাইন গেমিংয়ে ৪০ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে।

জিএসটি চালুর পর ব্যবসা তেজি?

আন্তঃরাজ্য পরিবহণের সময় ২০-২৫ শতাংশ কমেছে (সূত্র : এনসিএইআর, ২০২৩)। চেকপোস্ট, এন্ট্রি ট্যাক্স, কাগজপত্রের ঝামেলা কমায় বড় কর্পোরেট, ই-কমার্স সংস্থা, লজিস্টিক কোম্পানিগুলো লাভবান। কিন্তু এই সুবিধা কি ছোট ব্যবসায়ীরাও সমানভাবে পাচ্ছেন? এখানেও দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির আকারগত সুবিধা বড়দের দিকেই ঝুঁকছে।

জনকল্যাণে কর ছাড় :

যে কোনও জনমুখী সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বর্তমান কর কাঠামোয় বিমা (লাইফ এবং টার্ম) এবং মেডিক্লেম (স্বাস্থ্য বিমা) পলিসির ওপর জিএসটি ০ শতাংশ হারে ধার্য করা হয়েছে। এটি সরাসরি নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে! একইসঙ্গে তুলে ধরেছে সরকারের মানবিক মুখও!

ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা : গব্বর সিং ট্যাক্স না জনকল্যাণ?

জিএসটি নিঃসন্দেহে সরকারের জন্য ‘সোনার হাঁস’, যা প্রতি মাসে নিয়ম করে কোষাগারে সোনার ডিম দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ডিম যদি সাধারণ মানুষের পকেট ফাঁকা করে, তবে এর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কর্পোরেটের জন্য এটি ‘গুড অ্যান্ড সিম্পল’, কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্তের জন্য যেন ‘গব্বর সিং ট্যাক্স’।

মালয়েশিয়া জিএসটি চালু করেও দুই বছর পর বন্ধ করে দেয়, কানাডাতেও তা তৎকালীন সরকারকে নির্বাচনে ভোগান্তিতে ফেলেছিল! অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতেও। আন্তর্জাতিক স্তরে যে যে দেশে জিএসটি চালু করা হয়েছে তার অনেকগুলিতে ব্যবসায়ীরা একে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের তৈরি করা ফাঁদ হিসেবে অভিহিত করেছেন! আন্তর্জাতিক উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, কর আদায়ের পাশাপাশি করভুক্তির মানবিক দিকটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনমুখী সিদ্ধান্তগুলিই প্রমাণ করবে জিএসটি আসলে সুশাসনের প্রতীক, নাকি কেবলই রাজস্ব আদায়ের হাতিয়ার। দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এই কর কাঠামোর বাস্তব সরলীকরণ এবং ন্যায্যতার ওপরই নির্ভর করবে জিএসটি-র ভবিষ্যৎ। রাজধর্ম সঠিক পথে চালু না হলে জিএসটি সমালোচকদের সঠিক প্রমাণ করে ‘গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাপ’ হয়ে উঠবে উপভোক্তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য!

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিহত ২০ ■ কাতার রক্ষায় মার্কিন সেনা

ট্রাম্প-বার্তা সত্ত্বেও গাজায় ফের হামলা

তেল আভিভ ও ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : গাজায় শান্তি ফেরাতে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর শর্ত মেনে সব ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও প্রাথমিকভাবে গাজায় সেনা অভিযান বন্ধের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তাল কাটল শনিবার। এদিন ভোর থেকে গাজায় ফের হামলা শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। মধ্য ও দক্ষিণ গাজায় তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যুর হয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি শিশু। আহত বেশ কয়েকজন। নিহতদের ১৫ জন গাজা শহরের বাসিন্দা। ৫ জন গাজার দক্ষিণের জনপদ খান ইউনুসের একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

হামাস ইজরায়েলি বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পরেও গাজায় ইজরায়েলের সেনা অভিযানে ট্রাম্পের উদ্যোগে চলা শান্তিপ্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে মোড় নিয়েছে তা ইজরায়েল-আমেরিকা বোঝাপড়ার অভাব নাকি কাতার, সৌদি আরবের মতো দেশের চাপে হামাসের প্রতি ট্রাম্পের নমনীয় মনোভাবের ফল, তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে চর্চা চলছে। তবে গাজা ইস্যুতে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অবস্থানের প্রশংসা করেছে বিভিন্ন দেশ। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে শান্তি ফেরানোর পক্ষে জোরদার সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার প্রমুখ।

শান্তি-বার্তা

> “ শান্তি, শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন, যুদ্ধবন্দি হস্তান্তর নিয়ে হামাসের দায়বদ্ধতাকে কানাডা স্বাগত জানাচ্ছে
> **মার্ক কার্নি,** *প্রধানমন্ত্রী, কানাডা*
>
> “ আমাদের সামনে শান্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে
> **ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ,** *প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্স*
>
> “ মার্কিন শান্তি পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে হামাসের সদর্থক বার্তা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি
> **কিয়ের স্টারমার,** *প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটেন*

এদিকে হামাসের সমর্থনে ট্রাম্পের বার্তা যে ইজরায়েলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন নেতানিয়াহু। এদিন ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আশা করেছিলেন, গাজা ইস্যুতে যৌথ ঘোষণাপত্র জারি করবে ওয়াশিংটন ও তেল আভিভ। কিন্তু তার বদলে হামাসের হয়ে বিবৃতি দিয়েছেন খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কাতারের মাটিতে ইজরায়েলের সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন তিনি। সেখানে কাতারের ওপর যে কোনও আক্রমণের মোকাবিলায় মার্কিন সেনাকে তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিনকয়েক আগে কাতারে অবস্থানকারী হামাস নেতাদের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অন্যতম কৌশলগত সহযোগী কাতারের ক্ষোভ যে ট্রাম্পের উদ্বেগ বাড়িয়েছে, হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা নির্দেশিকা থেকে সেটা স্পষ্ট। ট্রাম্পের ২০ দফা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে শুক্রবার এক বিবৃতিতে হামাস বলেছিল, ‘গাজায় সংঘর্ষ থামাতে মুসলিম তথা আরব দেশগুলি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগের প্রশংসা করছে হামাস। মার্কিন শীর্ষনেতার প্রস্তাব মেনে আমরা ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতে রাজি।’ এর কিছুক্ষণের মধ্যে হামাসের বিবৃতি সহ ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করেন ট্রাম্প। তিনি লেখেন, ‘হামাসের তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে তা দেখে মনে হচ্ছে, ওরা দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পক্ষে। ইজরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে।’

শান্তিপ্রক্রিয়ার মধ্যেই নতুন করে হামলায় বিধ্বস্ত গাজা। শনিবার।

মোদির প্রশংসা

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ফেরাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত ২০ দফা শান্তি প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র। এই প্রস্তাবকে ‘সুদূরপ্রসারী ও টেকসই শান্তির জন্য কার্যকর পথ’ বলে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বকে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্দি মুক্তির ইঙ্গিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারত ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই শান্তির লক্ষ্যে সব উদ্যোগকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।’ ট্রাম্প এই প্রস্তাবকে শুরু থেকেই সমর্থন করার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তাঁদের ‘অবিশ্বাস্য’ বলে উল্লেখ করে। সৌদি আরব ও তুরস্ক সহ অন্যান্য আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে।

বেরেলিতে বাধা

লখনউ, ৪ অক্টোবর : ‘আই লাভ মহম্মদ’ পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত বেরেলিতে। শনিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মাতাপ্রসাদ পান্ডের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের সপা বিধায়ক ও সাংসদের একটি প্রতিনিধিদল বেরেলিতে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আইনশৃঙ্খলার অজুহাতে ওই প্রতিনিধিদলকে বাধা দেয় পুলিশ। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিতণ্ডাতেও জড়ায় পুলিশ। বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘অখিলেশ যাদবের নির্দেশে সপার একটি প্রতিনিধিদল আজ বেরেলি যেতে চেয়েছিল। সেই খবর পেতেই আমাদের বাসভবনে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে সরকার। আমাদের বেরেলি যেতে বাধা দেওয়া হয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং অগণতান্ত্রিক।’ সপা সাংসদ জিয়াউর রহমানকে তাঁর সম্ভালের বাসভবনে গৃহবন্দি করে রাখা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তিনি বলেন, ‘আমি যাতে বাড়ি থেকে বেরোতে না পারি সেজন্য শুক্রবার রাত থেকে আমার বাড়িতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।’ রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রতাপ মৌর্য অবশ্য অখিলেশের প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্তকে শিশুসুলভ পদক্ষেপ বলে কটাক্ষ করেছেন।

বিজয়-পদ্ম জোট

চেন্নাই, ৪ অক্টোবর : কারুর কাণ্ডের জেরে বিপাকে পড়েছেন টিভিকে প্রধান তথা দক্ষিণী সুপারস্টার থালাপাতি বিজয়। এই পরিস্থিতিতে আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মসৃণ করার কথা ভাবছে বিজেপি। ইতিমধ্যে দলের তরফে টিভিকে নেতৃত্বকে বার্তা পাঠানো হয়েছে। গেরুয়া শিবির বলেছে, ডিএমকে যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে বিজয়ের দলকে নিশানা করে তাহলে থালাপাতি যেন নিজেকে একা না ভাবেন। তিনি যেন ধৈর্য ধরেন। ডিএমকে কারুর কাণ্ডের দায় পুরোপুরি টিভিকের ঘাড়ে ঠেললেও বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন সরকারকেও দুষেছে। শুধু পদ্ম নয়, বিজয়কে কাছে পেতে চাইছে কংগ্রেসও। বিজয়ের পাহাড়প্রমাণ জনপ্রিয়তার ছোঁয়া পেতেই তাঁকে নিয়ে এই দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজয় অবশ্য আগেই জানিয়েছেন, আগামী বিধানসভা ভোটে তাঁর দল একক শক্তিতে লড়াই করবে।

বন্দর কৌশল

ইসলামাবাদ, ৪ অক্টোবর : ইরানে চাবাহার বন্দর তৈরি করছে ভারত। তার জবাবে ওই বন্দরের কাছেই এবার মার্কিন সাহায্যে আরবসাগরে একটি বন্দর নির্মাণ করতে চাইছে পাকিস্তান। বালোচিস্তানের গোয়াদরের পাসনিতে ওই বন্দরটি নির্মাণ করা হবে। তার জন্য ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ইসলামাবাদের তরফে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের উপদেষ্টারা ওই বন্দর নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে শীর্ষ মার্কিন কর্তাদের কাছে দরবারও করেছেন। ট্রাম্প কী সিদ্ধান্ত নেন সেটাই দেখার।

বাদশার শিরোপা

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : প্রকাশিত হল ২০২৫ সালের ‘হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট’। প্রত্যাশিতভাবেই এই তালিকার শীর্ষে নিজেদের স্থান ধরে রেখেছেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। তবে এই বছরের তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক দিলেন অভিনেতা শাহরুখ খান। একাধিক ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্রের সাফল্যের ওপর ভর করে শাহরুখ এই প্রথমবার দেশের ধনীতমদের ‘বিলিয়নিয়ার ক্লাব’-এ প্রবেশ করলেন। বলিউডের ‘বাদশা’-এর এই আর্থিক উত্থান বিনোদন জগতের ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক তৈরি করল। সম্প্রতি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

চে’র দেশে চর্চায় রাহুলের সফর

‘মোটর সাইকেল ডায়েরি’ ২.০

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : কংগ্রেসের শীর্ষনেতা রাহুল গান্ধি এখন এক বিশেষ মিশনে দক্ষিণ আমেরিকায়। কলম্বিয়া, ব্রাজিল, পেরু ও চিলির মতো দেশের সফরে বেরিয়েছেন তিনি। যেখানে ক্ষমতা দখল করে আছে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো। কাকতালীয়ভাবে এই দেশগুলোর তিনটির নাম জুড়ে আছে বিপ্লবী আর্নেস্টো ‘চে’ গুয়েভারা-র সেই বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী ‘মোটর সাইকেল ডায়েরি’-র সঙ্গে। সম্প্রতি বাম-ঘেঁষা রাজনীতিতে আগ্রহ দেখানো রাহুল গান্ধির এই সফর এবং তাঁর মোটর সাইকেল-প্রীতি-এই দুটি বিষয়ই তাঁকে চে গুয়েভারার ঐতিহাসিক যাত্রার সঙ্গে এক অদ্ভুত তুলনার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

মোটর সাইকেল ও এক বিপ্লবের জন্ম

১৯৫২ সালে ২২ বছরের এক তরুণ মেডিকেল ছাত্র চে গুয়েভারা একটি পুরোনো মোটরবাইক, যার নাম ছিল ‘লা পোদেরোসা II’ নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে বেরিয়েছিলেন। এই ভ্রমণ ছিল তাঁর জন্য এক আমূল পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা। পথে তিনি দারিদ্র্য, শোষণ আর মহাদেশের সীমাহীন বৈষম্য নিজের চোখে দেখেছিলেন-আর এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে এক রোমাঞ্চপ্রিয় ছাত্র থেকে এক বিপ্লবী আইকনে পরিণত করেছিল।

তার ৭৩ বছর পর রাহুল গান্ধি কলম্বিয়ার বোগোতায় পা রাখলেন। যদিও রাহুল কোনও মোটরবাইক নিয়ে পুরো মহাদেশ ঘুরছেন না, কিন্তু সফরের সময় তিনি বারবার মোটর সাইকেলের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেন এটি তাঁর নিজেরই ‘মোটর সাইকেল ডায়েরি’।

দেশে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’-র সময় তিনি যে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দেখেছেন, তা চে’র দেখা দৃশ্যের সঙ্গেই তুলনীয়। কলম্বিয়ায় তিনি ভারতীয় মোটর সাইকেল কোম্পানি বিশেষ করে বাজাজ পালসার-এর প্রশংসা করে বার্তা দিয়েছেন। এমনকি বিহার সফরে নিরাপত্তারক্ষীরা একটি বাইক-মালিকের বাইক সরিয়ে ফেলায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে একটি নতুন বাইক উপহার দিয়েছিলেন। রাহুল ও বাইক-যেন বারবার তাদের পথ মিলিত হচ্ছে!

সমাজতান্ত্রিক সরকারের পাঠশালা

রাহুলের সফরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল, তিনি যে চারটি দেশে যাচ্ছেন-ব্রাজিল, কলম্বিয়া, পেরু এবং চিলি-সেগুলো সবই বাম ঘরানার নেতৃত্বাধীন। ব্রাজিলে লুলা দা সিলভা-র কল্যাণমূলক অর্থনীতি, কলম্বিয়ায় গুস্তাভো পেট্রো-র সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশকেন্দ্রিক নীতি এবং চিলিতে গ্যাব্রিয়েল বোরিচ-এর মতো তরুণ সমাজতান্ত্রিক নেতার নেতৃত্ব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাহুল গান্ধি দেশে জাতিগত আদমশুমারি ও ধনসম্পদ পুনর্বণ্টন-এর মতো দাবি তুলে ধরেছেন। এই পরিস্থিতিতে এমন দেশগুলোতে সফর করা, যেখানে সমাজতন্ত্র কেবল কথার কথা নয়, বরং শাসনের মূল ভিত্তি-তা কি তাঁর আদর্শগত অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা? এই সফর কি তাঁকে বাম রাজনীতির বাস্তব প্রয়োগ কাছ থেকে দেখতে সাহায্য করবে?

কৌশলগত সংযোগ ও ইতিহাসের সূত্র

এই সফরের একটি কৌশলগত ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে ‘গ্লোবাল সাউথ’ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী। রাহুল গান্ধির এই সফর সেই বৃহত্তর ব্লকে সমর্থন নিশ্চিত করার চেষ্টা হতে পারে। মনে রাখা দরকার, তাঁর দাদু জওহরলাল নেহরুর গড়া জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন-এর সঙ্গেও ব্রাজিল ও চিলির মতো দেশগুলোর সুসম্পর্ক ছিল।

মোটরসাইকেল আর সমাজতন্ত্রের এই পুনরাবৃত্তি, রাহুল গান্ধির এই দক্ষিণ আমেরিকা সফরকে নিছক বিদেশযাত্রার চেয়ে বেশি কিছু করে তুলেছে। এটি এক আদর্শ আত্মস্থ করার প্রচেষ্টা, যা সম্ভবত তাঁকে দেশের রাজনীতির জন্য নতুন পথের দিশা দেবে। এই যাত্রায় চে গুয়েভারার ছায়া এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘শক্তি’

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘শক্তি’। উত্তর-পূর্ব আরবসাগরে সৃষ্ট এই ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, শনিবার সেটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়টির অবস্থান গুজরাটের দ্বারকা থেকে ২৫০ কিলোমিটার পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে। ৭ অক্টোবর পর্যন্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে মুম্বই, থানে, পালঘর, রায়গড়, রত্নগিরি এবং সিন্ধুদুর্গে।

কাজিরাঙ্গায় পুরোনো অতিথি

গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবর : অসমের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে চার বছর পর ফের দেখা মিলল রঙিন পরিযায়ী পাখি ‘পেইন্টেড স্টর্ক’-এর। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সমাজমাধ্যমে পাখিটির ছবি শেয়ার

করে লিখেছেন, ‘কাজিরাঙ্গা চার বছর পর ফিরে পেল তার পুরোনো অতিথিকে। স্বাগত পুরোনো অতিথি। সুন্দর এই পেইন্টেড স্টর্করা আবার আমাদের জলাভূমির আকাশে ভেসে উঠেছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করলে প্রকৃতি নিজেই সেরে ওঠে।’

শিশুকে ধর্ষণের পর খুন

থানে, ৪ অক্টোবর : দু’বছর আগে এক শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল মহারাষ্ট্রের থানের এক ব্যক্তি। সম্প্রতি ছাড়া পেয়ে পড়শি এক শিশুকে আবার ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভারতের আকাশে পাকিস্তানি ড্রোন

শ্রীনগর, ৪ অক্টোবর : মাঝরাতে মাঝআকাশে পাকিস্তানি ড্রোন! শুক্রবার গভীর রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া একটি গ্রামে পাকিস্তানি ড্রোনের দেখা মেলায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সেখানে। ড্রোনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে সেনা এবং পুলিশ।

শুক্রবার রাতে রামগড় সেক্টরের নাঙ্গা গ্রামে ড্রোনের মতো কিছু একটি উড়ুক্কু যান দেখতে পান গ্রামবাসীরা। বিলম্ব না করে তাঁরা খবর দেন নিরাপত্তা বাহিনীকে। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই উড়ুক্কু যানটি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের দিক থেকে এসেছিল। তাঁদের সন্দেহ, সেটি পাকিস্তানের কোনও ড্রোন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সন্দেহজনক সেই উড়ুক্কু যানের খোঁজ শুরু করে সেনা এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ইউক্রেনে রুশ আক্রমণে হত ৩০

কিভ, ৪ অক্টোবর : রাশিয়ার হামলায় ফের রক্তাক্ত ইউক্রেন। শনিবার উত্তর ইউক্রেনের সুমিতে একটি রেলস্টেশনে আছড়ে পড়েছে রাশিয়ার ড্রোন। ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বেশ কয়েকজন। এদিনের হামলাকে ‘হিংস্র’ বলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে ড্রোন আছড়ে পড়ার ভিডিও পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘রেলস্টেশনে রাশিয়ার হিংস্র হামলার তীব্র নিন্দা করছি। উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।’ ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, স্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল। তার ওপর রাশিয়ার বিস্ফোরক বোঝাই একাধিক সামরিক ড্রোন আছড়ে পড়ে। ঘটে বিস্ফোরণ। মুহূর্তের মধ্যে গোটা ট্রেনে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় ট্রেনের ভিতরে ও স্টেশনে বহু যাত্রী ভিড় জমিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই হতাহত হয়েছেন।

ভোট প্রস্তুতি, বিহারে কমিশনের ফুল বেঞ্চ

পাটনা, ৪ অক্টোবর : এসআইআর এবং ভোট চুরি বিতর্কের মধ্যেই বিহারে বিধানসভা ভোটের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা শুরু করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এবং বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশি। শুক্রবার রাতেই পাটনায় এসে পৌঁছোয় কমিশনের ফুল বেঞ্চ। শনিবার প্রথমে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী নির্বিশেষে ১২টি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সিইসি এবং ইসিরা। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, আদর্শ আচরণবিধি, ইভিএমগুলির নিরাপত্তার মতো একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। পরে ডিভিশনাল কমিশনার, জেলা নির্বাচনি আধিকারিক এবং শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বসে কমিশন।

সাধারণত ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই কমিশনের ফুল বেঞ্চ ভোটমুখী রাজ্যে সফর করে। তারপরই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। বিহারের বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ ফুরোচ্ছে ২২ নভেম্বর। কাজেই তার আগে ভোট প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে হবে কমিশনকে। ২০২০ সালে করোনা অতিমারির মধ্যেই বিহারে ২৮ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত মোট তিন দফায় ভোট হয়েছিল। ফল প্রকাশিত হয়েছিল ১০ নভেম্বর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারও ভোটের নির্ঘণ্ট প্রায় একইরকম থাকতে পারে। তবে ২০ অক্টোবর দীপাবলি এবং ২৫-২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ছটপুজো চলবে। সেক্ষেত্রে তারপরই প্রথম দফার ভোট হতে পারে বিহারে।

বৈঠক দিনভর

৩০ সেপ্টেম্বর বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। তাতে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭.৪২ কোটিতে। বাদ গিয়েছে ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম। সেই ভোটারদের মধ্যে রয়েছে ২২.৭ লক্ষ মহিলা ভোটার। এই বিপুল পরিমাণ মহিলা ভোটার বাদ পড়ায় আসন্ন বিধানসভা ভোটে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিজেপি, জেডিইউ জোটের একাধিক প্রকল্প মহিলা ভোটারদের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় ২৫ লক্ষ মহিলাকে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি।

জননায়ক রাহুল, মানতে আপত্তি নমোর

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৪ অক্টোবর: লোকসভা ভোটের সময় থেকেই বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে জননায়ক বলে সমাজমাধ্যমে আখ্যা দিতে শুরু করেছিল কংগ্রেস। হাত শিবিরের ওই কৌশলকে শনিবার তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বিহারের তরুণ, তরুণীদের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে আইটিআই সহ একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। পাটনা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে তাতে শামিল হয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। ৬২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ওই প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতরত্ন জননায়ক কর্পূরি ঠাকুরের নামাঙ্কিত একটি স্কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনও।

মোদি বলেন, ‘সহজ, সরল জীবনযাপন এবং সমাজের জন্য বিপুল কর্মযজ্ঞের কারণে কর্পূরিজিকে জননায়ক সম্মান দেওয়া হয়েছিল। সমাজমাধ্যমে ট্রোল নয়। কিছু মানুষ এটা চুরি করার চেষ্টা করছেন। বিহারবাসীর তাই এই ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।’ মোদি এদিন বিহারে তরুণদের পলায়নের জন্য আরজেডি-কংগ্রেসকে দোষারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০০৫ সালে নীতীশ কুমার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিহারের ভোল বদলাতে শুরু করে।

শাটডাউন নাসা’য়

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ‘নাসা’ আপাতত তাদের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে মার্কিন কংগ্রেস বাজেট বা অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ বরাদ্দের সমঝোতায় পৌঁছোতে না পারায় দেশজুড়ে সরকারি শাটডাউন শুরু হয়। এর ফলে ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছেন হাজার হাজার সরকারি কর্মী। কর্মকাণ্ড থমকে গিয়েছে নাসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার।

তবে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হিসাবে নাসার নয়া চন্দ্রাভিযান ‘আর্টেমিস মিশন’ আংশিকভাবে চালু রাখা হয়েছে। আর্টেমিস মিশন মানুষের চাঁদে ফেরা, গবেষণা, ঘাঁটি তৈরি এবং ভবিষ্যতে মঙ্গল অভিযানের প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিত একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি।

নাসার ওয়েবসাইটে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, সংস্থার কার্যক্রম ‘পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ বন্ধ থাকবে। তবে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার সঙ্গে যুক্ত কিছু জরুরি

কাজ চালু রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে থাকা মহাকাশচারীদের নিরাপত্তা, সৌরজগৎজুড়ে ঘুরে বেড়ানো মহাকাশযানগুলির পর্যবেক্ষণ এবং গ্রহাণু শনাক্তকরণের মতো গ্রহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ডাল লেকে শিকারায় পর্যটকরা। শনিবার শ্রীনগরে।

‘অপারেশন সংকট’ মণিপুরে

ইম্ফল, ৪ অক্টোবর : জঙ্গিদের কবজা করতে মণিপুরে বিশেষ অভিযান শুরু করল অসম রাইফেলস। যার পোশাকি নাম ‘অপারেশন সংকট’। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিদের সন্ধানে মণিপুরজুড়ে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে এই অভিযান। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, টানা তিনদিনের সেই তল্লাশি অভিযানে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১০ জঙ্গিকে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন নিষিদ্ধ কুকি জঙ্গিগোষ্ঠী ‘ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি’ (ইউকেএনএ)-র প্রথমসারির কমান্ডার এসএস লেফটেন্যান্ট জামখোগিন গুইতে লুফো ওরফে পেপসি। চূড়াচাঁদপুর জেলার জঙ্গলে গত বুধবার রাতে অভিযানের সময় পেপসি সহ ছ’জন জঙ্গিকে পাকড়াও করা হয়।

বিচারপতির অভাব

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : দেশের হাইকোর্টগুলিতে বিচারপতির ঘাটতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। মোট ১,১২২ বিচারপতির পদের মধ্যে ৩৩০টি আসন ফাঁকা পড়ে আছে। শুধু উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্টেই ৭৬টি শূন্যপদ, যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কলকাতা হাইকোর্টে ২৪, বম্বেতে ২৬, পঞ্জাব-হরিয়ানায় ২৫টি পদ ফাঁকা। শুধু সিকিম আর মেঘালয়ের হাইকোর্ট পুরো শক্তিতে চলছে। এর ফলে সারা দেশে হাইকোর্টে ঝুলে আছে প্রায় ৬৭ লক্ষ মামলা। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যার খেসারত দিচ্ছেন বিচারপ্রার্থী সাধারণ নাগরিকরা।

আসছেন আফগান মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুতাক্কি ৯ অক্টোবর ভারত সফরে আসছেন। ২০২১ সালে তালিবান ক্ষমতা দখলের পর এটাই হবে কাবুল থেকে দিল্লিতে প্রথম উচ্চপর্যায়ের সফর। রাষ্ট্রসংঘ তাঁকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থেকে সাময়িক ছাড় দিয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে খাদ্যশস্য, ওষুধ ও ত্রাণ পাঠিয়েছে এবং ভূমিকম্প পরবর্তী সহায়তাতেও এগিয়ে এসেছে। কূটনৈতিক মহলে সফরটি পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সফর ভারত-আফগান সম্পর্কের নতুন অধ্যায় খুলে দিতে পারে।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দীঘলব্যাংক থানার পুলিশ শনিবার প্রায় ৮ লিটার বিদেশি মদ সহ এক বাইকচালককে দীঘলব্যাংক বাজার এলাকায় গ্রেপ্তার করে। থানার আইসি বিপিন কুমার বলেন, বাইক সহ স্থানীয় তুলসিয়া গ্রামের বাসিন্দা বিকুলাল দাসকে গ্রেপ্তার করা করা হয়েছে। এদিন বিকেলে কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

থেকে ভেনাস মোড় পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের দু'পাশের পকেট গলিগুলোর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফ্লাইওভারে যান চলাচল স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। বেলা বাড়তেই মাল্লাগুড়ি থেকে আসা সমস্ত বাইক নবীন সেন রোড ও চার্চ রোড দিয়ে সেবক রোডে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। টিকিয়াপাড়া, থানা মোড়, মহাবীরস্থান থেকে ভেনাস মোড়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এয়ারভিউ মোড়ের দিকে যাওয়া সমস্ত পণ্যবাহী গাড়ি জংশন মোড় থেকে দার্জিলিং মোড়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। চেকপোস্ট থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের দিকে আসা সমস্ত চার চাকার গাড়ি ইসকন মোড় দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

পাহাড় থেকে নামা যাত্রীবাহী গাড়িগুলি মাল্লাগুড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ায় পর্যটকরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েন। মাল্লাগুড়িতে নেমে তাঁদের হেঁটে জংশন পর্যন্ত আসতে হয়। মালপত্র নিয়ে পরিবারের সঙ্গে হেঁটে জংশনে আসার সময় আবির বিশ্বাস বলছিলেন, 'এতটা রাস্তা এভাবে হেঁটে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।' আবিরের পেছনে তখন অনেকেই। বেলা গড়াতেই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন রুটের বাস নৌকাঘাট থেকে ছাড়া শুরু হয়। বিধিনিষেধের কারণে সেবক রোডে যানজটে আটকে পড়া প্রভাত দাস ক্ষোভের সুরে বলেন, 'পুজোয় ভাঙা রাস্তা দিয়ে চলতে হল। পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। এরমধ্যেই কার্নিভালকে কেন্দ্র করে এবারে গোটা হিলকার্ট রোড বন্ধ রেখে ভোগান্তি। এত দুর্ভোগ মেনে নেওয়া কঠিন।' জলপাই মোড়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বাস না পাওয়ায় নৌকাঘাট যাওয়ার জন্য পরিবারের তিন সদস্যকে নিয়ে মনোরঞ্জন দাসকে রিকশা ধরতে দেখা গেল। রিকশার ভাড়া শুনেই তাঁর চোখ রীতিমতো কপালে ওঠার জো। রিকশাচালক অজয় বর্মন বলছিলেন, 'জনপ্রতি ৫০ টাকা ভাড়া লাগবে।' অন্য কোনও উপায় না থাকায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মনোরঞ্জন রিকশাতেই উঠতে বাধ্য হলেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

কুকুরের সঙ্গে হাইকিং

১৮০০ কুকুর একসঙ্গে হাইকিং করছে, ভাবা যায়? এমন এক মজার জায়গা আছে কোস্টা রিকাতে। এখানকার 'ল্যান্ড অফ দ্য স্ট্রেস' বা 'টেরিটোরিও দে জাগুয়েটেস' নামে একটি আশ্রয়স্থলে কুকুরের যত্ন করা হয়। এখানে একটি 'নো-কিল' আশ্রয়স্থলে উদ্ধার করা কুকুরকে নিরাপদে আর স্বাধীনভাবে থাকতে দেওয়া হয়। এখানে সেগুলি খাবার, ভেটেরিনারি কেয়ার পায় এবং দত্তক নেওয়ার সুযোগও থাকে। যেগুলিকে দত্তক নেওয়া হয় না, সেই কুকুরগুলি এই আশ্রয়স্থলেই থেকে যায়। দর্শনার্থীরা কুকুরগুলির সঙ্গে দেখা করতে পারেন, এমনকি বিশেষ হাইকিংয়ে সেগুলির সঙ্গে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের পথে ঘুরতে পারেন। এই জায়গার মূল ভিত্তি হল, ভালোবাসা আর যত্ন। আপনি যদি কুকুর ভালোবাসেন, তাহলে এই জায়গাটি আপনাকে আনন্দ, আশা জোগাবে।

মহাকাশের ব্যালেরিনা

মহাকাশে দুটি গ্যালাক্সির অদ্ভুত নাচ দেখে বিজ্ঞানীরা হতবাক। তারা শুধু একে অপরের দিকে ছুটেই আসছে না, বরং একটি নিখুঁত ছন্দে একে অপরের চারপাশে ঘুরছে। বিজ্ঞানীরা এই দৃশ্যকে 'কসমিক ব্যালেরিনা' নাম দিয়েছেন। এই অদ্ভুত গতিবিধি মহাজাগতিক সংঘর্ষের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, আর মহাবিশ্বের রহস্যকে আরও জটিল করে তুলছে।

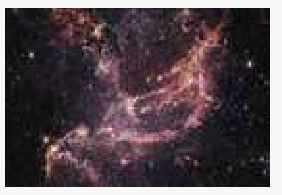

চ্যাম্পিয়ন ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী

অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন মায়া রেয়েস। সবার চোখ তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি ক্যামেরার দিকে না গিয়ে সোজা গ্যালারিতে চলে গেলেন, মিস কার্টারের কাছে। এই মিস কার্টার ছিলেন তাঁর স্কুলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী। একদিন এই মিস কার্টারই তাঁকে অনুশীলন করার জন্য একটি স্টোররুমের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যখন অন্যরা তাঁকে জায়গা দিচ্ছিলেন না। সেই ছোট সাহায্যটিই ছিল মায়ার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বীজ। হাঁটু গেড়ে বসে মায়া তাঁর পদকটি মিস কার্টারের হাতে তুলে দিলেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

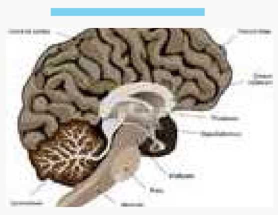

অন্ধকার রাতের কুফল

রাতে ভালো ঘুম না হলে কি মস্তিষ্কের গঠন বদলে যায়? গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় (প্রায় ৭২ ঘণ্টা) জেগে থাকলে মস্তিষ্কের থ্যালামাস অঞ্চলে ধূসর পদার্থ (গ্রে ম্যাটার) কমে যায়। থ্যালামাস সংবেদনশীল এবং মোটর সিগন্যালগুলো মস্তিষ্কে পৌঁছানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য একটি গবেষণায় প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষের ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, অপর্যাপ্ত বা অতিরিক্ত ঘুম (৭-৮ ঘণ্টার চেয়ে কম বা বেশি) মধ্যবয়সে মস্তিষ্কের আয়তন হ্রাস করে। বিশেষত হিপোক্যাম্পাস এবং কর্টেক্স-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এটি প্রভাব ফেলে। তাই মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্য ৭ ঘণ্টা ঘুম খুবই জরুরি। ভালো ঘুমের অভ্যাস মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতা সংরক্ষণে সাহায্য করে।

উন্নয়নে ব্যর্থ, কৃষ্ণ-বাণে পুরসভা

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : পুরসভা তৃণমূলেরই দখলে রয়েছে। উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা পেয়েছে পুরসভা। তথাপি কোনও উন্নয়ন করতে পারছে না। এমনই অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। যা নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। রায়গঞ্জ শহরের বেহাল দশার জন্য কার্যত তিনি 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' খাঁড়া করেছেন। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃষ্ণ লিখেছেন, 'পুরসভা ১৭ কোটি টাকা পেলেও উন্নয়নে পুরোপুরি ব্যর্থ।' একইসঙ্গে নাগরিক সুরক্ষার যুক্তি দিয়ে তিনি এদিনের পুজো কার্নিভালে যোগ দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার কথাও ঘোষণা করেছেন। কৃষ্ণের এহেন ভূমিকায় তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার। অরিন্দমের যুক্তি, 'বিধায়কের এহেন আচরণের আড়ালে অন্য কোনও রহস্য কাজ করছে।' স্বভাবতই জটিল এই পরিস্থিতি নিয়ে জেলা তৃণমূলের অন্দরমহলে ব্যাপক জলঘোলা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে, 'ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের' আগে জেলার শীর্ষ নেতাদের নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি দলকে কতটা ডোবাবে? জলঘোলা এই পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে তৃণমূল জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। কানাইয়া বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখব। আপাতত এই বিষয়ে আর কিছু বলার নেই।'

এদিন দুপুরে কৃষ্ণ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'শহরের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রায়গঞ্জ পুরসভা ও প্রশাসনের চরম অবহেলার কারণে শহরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে থমকে গিয়েছে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাদের সরকার নগর উন্নয়ন বিভাগ থেকে সাত কোটি টাকা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ থেকে ১০ কোটি টাকা দিয়েছে রায়গঞ্জ পুর এলাকার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু পুরসভা পুরোপুরি ব্যর্থ। জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে পুরসভার উদাসীনতা ও নিম্নমানের পরিষেবা থেকে।'

তিস্তায় পড়ল গাড়ি

প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়ির আলোয় ছোট গাড়ির চালক রাস্তা বুঝতে না পারায় গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। তবে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে চালক ছাড়া তিনজনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে গাড়িতে সাতজন কীভাবে রাতের অন্ধকারে ঝুঁকি নিয়ে গ্যাংটক ফিরছিলেন সেই প্রশ্ন উঠছে। পুলিশি নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

সেবক থেকে শুরু করে তিস্তাবাজার এবং কালিম্পংয়ের পর থেকে মল্লি হয়ে রংপো পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই টানা ধসের জেরে জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। গেইলখোলা, ভালুখোপ, ভাসোয়া, ২৯ মাইলে ধসের জেরে টানা তিন-চারদিন সিকিম এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

তবে, পুজোর আগে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে। টানা বৃষ্টির পরেও রাস্তায় ধসের খবর না মেলায় কিছু পর্যটক কালিম্পং, সিকিমে আসছেন বলে পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। শুক্রবার রাতে মল্লির দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতেই পর্যটকরা ফের রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন। কালিম্পং জেলা পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তায় যানবাহন চলাচলের ওপরে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।

দেহ লোপাটের চেষ্টা দুষ্কৃতীদের, গ্রেপ্তার ২

বোমা বিস্ফোরণে মৃত ১

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৪ অক্টোবর : শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরের মির্জাপুর ছেতিয়ানি লাগোয়া এলাকায় বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির নাম ওসমান বিশ্বাস (৪৮)। বাড়ি তকিপুরে। প্রমাণ লোপাট করতে বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ওসমানের দেহ দুষ্কৃতীরা তড়িঘড়ি মাটিতে পুঁতে দেয়। বেলডাঙ্গার এসডিপিও উত্তম গড়াইয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় ওসমানের দেহ উদ্ধার করে। শুধুমাত্র দেহ উদ্ধার নয়, এই ঘটনায় জড়িত দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী ওয়াজেদ করিম শেখ ওরফে কানু এবং বেলডাঙ্গার মির্জাপুরের নবাব শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে উত্তম বলেন, 'দুষ্কৃতীরা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার জন্য মৃত ব্যক্তির দেহ মাটিতে পুঁতে দেয়। আমরা দ্রুত ঘটনার তদন্ত করে ওই দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। সেইসঙ্গে জড়িত আরও অনেকের নাম উঠে আসছে সেগুলি তদন্তের স্বার্থে এখনই বলা সম্ভব নয়।'

এদিনের ঘটনার সূত্রপাত মূলত এলাকার একটি চিনিকলের পরিত্যক্ত জমির দখলদারিকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে। একদল দুষ্কৃতী এদিন বোমা বাঁধার বরাত দিয়ে ওসমানকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ওসমানকে বাইকে করে রেজিনগরের ছেতিয়ানি এলাকার একটি গোপন ডেরায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঝোপজঙ্গল ঘেরা মাঠ সংলগ্ন নির্মীয়মাণ বাড়ির মধ্যে বসে বোমা বাঁধা শুরু করে ওসমান সহ অন্য দুষ্কৃতীরা। সম্ভবত অসাবধানতার কারণে বিস্ফোরণ ঘটলে স্থানীয়রা বিকট শব্দ শুনতে পান। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ওই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয়রা সেখানে যান। গিয়ে তাঁরা বিস্ফোরণস্থলে চাপ চাপ রক্ত চারদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকতে দেখেন। সেইসঙ্গে বোমার সপ্লিন্টারের অংশও দেখতে পান তাঁরা। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রথমে রেজিনগর এলাকার ওয়াজেদ করিম শেখ ওরফে কানুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর কাছ থেকে মেলা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বোমা বিস্ফোরণে মৃত ওসমানের দেহ লোপাট করার জন্য মৃতদেহ মাটির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ওয়াজেদকে সঙ্গে নিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে লোপাট হয়ে যাওয়া ওই মৃতদেহের খোঁজ করে মাটি খুঁড়ে তা উদ্ধার করে। এর পাশাপাশি বেলডাঙ্গার কুখ্যাত দুষ্কৃতী মির্জাপুরের নবাব শেখকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে বম্ব স্কোয়াড অনেক বোমা উদ্ধার করেছে। সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু হয়েছে।

ওসমানের স্ত্রী সামিরা বিবি জানান, এদিন সকালে একটি মোটরবাইকে করে কয়েকজন এসে বাড়ি থেকে তাঁর স্বামীকে বোমা বাঁধার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয়রা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত আছে। পুলিশ আসার খবর পেয়ে তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। তারা গ্রেপ্তার হলেই এলাকা পুরোপুরি শান্ত হবে। এলাকায় যাতে কোনওরকমের অশান্তি না ছাড়ায় সেইজন্য জেলা পুলিশের তরফে অতিরিক্ত পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। ধৃতদের রবিবার পুলিশ হেপাজত চেয়ে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাড়ছে উদ্বেগ

- রেজিনগরের মির্জাপুর ছেতিয়ানি লাগোয়া এলাকায় একটি চিনিকলের পরিত্যক্ত জমি নিয়ে টানাপোড়েন
- শনিবার সকালে বোমা বাঁধার জন্য ওসমানকে বাইকে করে নিয়ে যায় কয়েকজন ব্যক্তি
- বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ

'পাখি' ধরলে মিলছে কড়ি

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৪ অক্টোবর : পুরাতন মালদা শহরে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে মধুচক্রের অবৈধ ব্যবসা। স্থানীয় প্রশাসন এবং বাসিন্দাদের চোখে ধুলো দিতে এবার এক অভিনব কৌশল নিয়েছে এই চক্রের কারবারিরা। বর্তমানে তাদের ব্যবহৃত বিশেষ কোড ওয়ার্ড হল-'পাখি'। এই 'পাখি' ধরতেই নাকি মিলছে কড়ি। শহরের হোটেল, লজ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকা, নারায়ণপুর, মিশন রোড, সিটকা মহল, সাহাপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় এই অবৈধ কারবার এখন ডালপালা মেলেছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ফের ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে এই ব্যবসা সাময়িক বন্ধ হলেও, চক্রের মূল পান্ডারা এবার আরও সতর্ক হয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গ্রাহকরা ফোন বা অন্য মাধ্যমে ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখানে কোনও নারী বা যৌন ব্যবসার কথা সরাসরি উল্লেখ না করে ব্যবহার করা হয় একটি বিশেষ কোড ওয়ার্ড-'পাখি'।

পুরাতন মালদা

এই শব্দ সংকেত ব্যবহারের মূল কারণ হল, যদি কখনও তাদের ফোন কল বা মেসেজ ফাঁস হয়ে যায়, তবে পুলিশ বা অন্য কেউ যেন সহজে এই ব্যবসার ধরন বুঝতে না পারে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের কিছু অসাধু হোটেল ব্যবসায়ী এবং লজ মালিকের কারণে এই ব্যবসা দিন-দিন ফুলেফেঁপে উঠেছে। এর আগে চৌরঙ্গি মডেলের একটি লজ থেকে দুজন তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হলেও, পরবর্তীতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করায় এই ব্যবসা ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়েছে। অভিযোগের তির সরাসরি গৌড় কলেজ রোডে অবস্থিত একটি হোটেলের দিকে। সেখানে সম্প্রতি বহিরাগত তরুণ-তরুণীদের আনাগোনা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এই গোটা ঘটনায় পুলিশ ও শাসকদলের মদতের গুরুতর অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মালদা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, 'পুলিশ ও শাসকদলের নেতাদের মদতেই এ ধরনের কারবার চলছে। পুলিশের সাপোর্ট আছে বলেই এসব কারবার বন্ধ হচ্ছে না। এর মূল উদ্দেশ্যই হল অর্থ। শুধু পুরাতন মালদা নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই এ ধরনের অপসংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপ চলে আসছে। আমরা এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত চাই।' যদিও বিধায়কের তোলা অভিযোগকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তাঁর দাবি, 'তৃণমূলের কেউ এ ধরনের কাজে মদত দেয় না। এসব বিরোধীদের চক্রান্ত। পুলিশ এর আগে যথেষ্ট পদক্ষেপ করেছে। আমরাও চাই এই সব কুকর্ম যাতে দ্রুত বন্ধ হয়।'

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে এই নতুন 'কোড ওয়ার্ড' ভিত্তিক মধুচক্রের জাল ভেদ করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। তাঁরা বলছেন, এই মধুচক্রের 'পাখি' সমাজকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। মালদা থানার পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, হোটেল লজে তাঁরা নজরদারি বাড়িয়েছেন। কোনও অবৈধ কার্যকলাপ হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

নিশীথকে কালো পতাকা ভেটাগুড়িতে

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৪ অক্টোবর : ফের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন নিশীথ।

শনিবার দুপুরে দিনহাটা ভেটাগুড়ির চৌপথিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কোচবিহারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামানিক তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। গত শুক্রবার একটি হামলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপি কর্মীদের খোঁজ নিতে যাওয়ার পথে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা তাঁর গাড়ি ঘিরে কালো পতাকা দেখান ও স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে কোনও পুলিশকর্মীর দেখা না মেলায় প্রশ্ন উঠেছে। এর আগে গত ২১ অগাস্ট দিনহাটা আদালতে পুরোনো মামলায় হাজিরা দিতে এলে নিশীথকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেখানোর পাশাপাশি তাঁকে লক্ষ করে ডিম ছোড়া হয়। সেবারও তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। এদিন নিশীথের বাড়ির ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যেই তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

প্রাক্তন মন্ত্রীর বক্তব্য, 'রাজ্য এসআইআরের পথে এগোচ্ছে। তৃণমূল যতই বাধা দিক, আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষায় আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানাব।' ঘাসফুল শিবির বিক্ষোভের অভিযোগ মানতে চায়নি। দিনহাটা ১ নম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের ১(বি) ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন বলেন, 'এদিন যা ঘটেছে তা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। দশমীর দিন তৃণমূল কর্মীদের মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছিল। তৃণমূল নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকলেও এদিনের ঘটনা পুরোপুরিভাবে বাসিন্দাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের কারণেই ঘটেছে।'

শুক্রবার ভেটাগুড়ির ১ এবং ২ অঞ্চলে তৃণমূল চারজন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। থানায় অভিযোগও জমা পড়েছে। নিশীথ এদিন সেই পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন, স্থানীয় নেতা রানা বণিক, ছাত্র নেতা আমির আলম এবং ভেটাগুড়ির অঞ্চল নেতৃত্বকে দেখা গিয়েছে।

নিশীথ ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপি কর্মী সুমিতা বর্মনের বাড়িতে পৌঁছে তাঁর হাতে ক্ষতিপূরণের অর্থ তুলে দেন। সুমিতা বলেন, 'শুক্রবার রাতে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন বাড়িতে এসে খোঁজ নেন। দুই লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করেন। আমাদের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর টেলিফোনে কথাও বলিয়ে দিয়েছেন।' শুভেন্দু ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের সেলাই মেশিন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে নিশীথ জানিয়েছেন। নিশীথ পরে আরও দুটি পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।

শনিবার দুপুরে ভেটাগুড়ির চৌপথিতে বিক্ষোভের মুখে নিশীথ প্রামানিক।

জমকালো আয়োজন

প্রথম পাতার পর

মহালয়ার ভোরে রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী শোনার প্রবণতা যে কমেছে, সেই কথাও তাদের পথনাটিকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মিনিট দশেকের উপস্থাপনার পর লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় তাদের ট্যাবলো। এরপর পরবর্তী পুজো কমিটির জন্যে প্রায় ৫০ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় দর্শনার্থীদের।

কেন এত দেরি হল?

এগিয়ে গিয়ে দেখে বোঝা গেল, ভিড়ের কারণে পুজো কমিটির ট্যাবলো আটকে পড়েছে। হাসমি চক থেকে সেবক মোড় তখন জনসমুদ্রে ভাসছে। বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে রাস্তার ওপর চলে এসেছে উৎসুক জনতা। অবাধে পথের মাঝ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাদাম, ঘঁটি গরম বিক্রি করছেন হকাররা। পুলিশকর্মীরা সংখ্যায় এতটাই কম ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে ওই ভিড় সামাল দেওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। এসিপি থেকে ডিসিপি পদমর্যাদার পুলিশকর্তারা রাস্তায় ছিলেন। ছিলেন নীচুতলার কয়েকশো পুলিশকর্মীও। কিন্তু বেশিরভাগকে মোতায়েন করা হয়েছে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চ ও তার আশপাশে। সেখানে ব্যারিকেড টপকে যেন কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেদিকে কড়া দৃষ্টি ছিল। কিন্তু অন্যত্র বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ততক্ষণে।

রাত আটটায় যখন দ্বিতীয় পুজো কমিটি নিজেদের ট্যাবলো নিয়ে পৌঁছেছে, তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তা পিচ্ছিল হয়েছে। যদিও দুর্যোগ উপেক্ষা করে শিল্পীরা নিজেদের উপস্থাপনা চালিয়ে যান। ধৈর্য ধরে ছিলেন দর্শকরাও।

পরিবেশিত ছৌনৃত্য, বাংলা গানে নাচ, পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সমবেত কণ্ঠে গান কার্নিভালকে আরও বর্ণময় করে তুলেছিল। রাত বাড়তেই বৃষ্টির বেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১০টার পর থেকে হাল ছাড়েন অনেকে। হিলকার্ট রোডে ভিড় কিছুটা হালকা হয়। এরপর বাকি পুজো উদ্যোক্তাদের ট্যাবলোগুলো এগিয়ে আসতে থাকে। মাঝে বাবু সিং স্পোর্টিং ক্লাবের একটি গাড়ি নিরঞ্জন ঘাটে নামার আগেই বিগড়ে গিয়েছিল। ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে সরানো হয়। সব শেষে সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির উপস্থাপনার মাধ্যমে এবছরের পুজো কার্নিভাল শেষ হয়।

ফুলবাড়ি থেকে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলেন তুলিকা রায়। বৃষ্টিতে ভিজেই শেষ পর্যন্ত দেখেছেন। রাতে বাড়ি ফিরবেন কীভাবে? তুলিকার জবাব, 'হাঁটা শুরু করব। রাস্তায় নিশ্চয়ই টোটো পেয়ে যাব। এমন সুযোগ তো আর বছরে বারবার আসে না। তাই মিস করিনি।'

কার্নিভাল সফল জানিয়ে মেয়র বক্তব্য, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে আমাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পুরনিগমের তরফে শহরবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : শনিবার কিশনগঞ্জ সদর থানার দৌলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পোরলাবাড়ি গ্রামে বজ্রাঘাতে মহম্মদ তনবীর আলম (৪০) মারা যান। সকালে মুষলধারে বৃষ্টির সময় তনবীর খেতে কাজ করছিলেন। সেই সময়ই সেখানে বাজ পড়ে। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

গাছবুড়ো

প্রথম পাতার পর

দিলে ঝাঁপিয়ে পড়েন সুজিত। তাঁর যত্নে যেন প্রাণ ফিরে পায় গাছগুলি। তাঁর হাতে বেড়ে ওঠা কয়েক হাজার গাছ এখন জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারীদের ছায়া দেয়। ক্লান্ত পথচারীকে দু'দণ্ড বিশ্রামের সুযোগ করে দেয়। গাছরক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সুজিত। সচেতনতা বাড়ান। তারপরেও অনেকে গাছের ক্ষতি করে। গাছবুড়োর কথায়, 'এমন মানুষদের পেলেই বন দপ্তরকে খবর দিই। তাঁরাই শাস্তির বিধান দেন।'

ফালাকাটার পরিবেশপ্রেমী শুভজিৎ সাহার কথায়, 'দুটি সড়ক তৈরি হওয়ার জন্য প্রায় সব বড় গাছই কাটা পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেই শূন্যতা পূরণ করতে গাছবুড়ো যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা অসাধারণ।'

কোটির ব্যবসা

প্রথম পাতার পর

তিনি বলছিলেন, 'সপ্তমীতে নয়াবাজারে ঢোকা যাচ্ছিল না। গতবারের থেকে এবারে ২৫ শতাংশ বেশি চাল বিক্রি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ডাল সহ অন্য সামগ্রীর বিক্রিও ২০ শতাংশ বেড়েছে।'

চাল-ডালের বিক্রির সঙ্গে চাহিদা বেড়েছে শাকসবজিরও। এবারে পুজোয় শাকসবজির দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোয়িশেনের সম্পাদক শিব কুমার বলছিলেন, 'পুজোর আগে বৃষ্টির কারণে শাকসবজি নষ্ট হয়েছে। যার প্রভাবে শাকসবজির দাম বেড়েছে। তবে বিক্রিতে কোনও প্রভাব পড়েনি। সব জায়গাতেই ভালো বিক্রি হয়েছে।' তবে দিনের শেষে ব্যবসা সবারই যে ভালো হয়েছে, সেব্যাপারে একমত অধিকাংশ সেক্টরেরই ব্যবসায়ীরা। বিপ্লব রায় মুহুরির কথায়, 'দুর্গা মায়ের আশীর্বাদে আগেরবারের থেকে শতাংশে কিছুটা হলেও ব্যবসা এবারে ভালো হয়েছে।' একই মত সিআইআই-এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রদীপ সিংহলের। সবমিলিয়ে, ব্যবসায় নতুন করে আলো দেখতে শুরু করেছেন ছোট ব্যবসায়ী থেকে উদ্যোগপতিরা।

চাল আমদানির সময় বাড়াল বাংলাদেশ

বিধান ঘোষ

হিলি, ৪ অক্টোবর : চাল আমদানির সময় বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ। হিলি স্থলবন্দর দিয়ে অক্টোবর মাসেও চাল রপ্তানি করবেন ব্যবসায়ীরা। পুজোর ছুটি কাটিয়ে শনিবার থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শুরু হতেই চাল রপ্তানি শুরু হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল বাংলাদেশে রপ্তানির লক্ষ্য ব্যবসায়ীদের। চাল রপ্তানিতে লাভবান শ্রমিক থেকে ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম ও জোগান স্বাভাবিক রাখতে ভারত থেকে চাল আমদানি করার জন্য ১০ অগাস্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল ইউনূস সরকার। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত থেকে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির ছাড়পত্র দিয়েছিল সেদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে দীর্ঘদিন বাদে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে চাল রপ্তানি শুরু হয়। দুর্গাপুজোর ছুটির কারণে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই স্থলবন্দর দিয়ে চাল রপ্তানি হয়। কিন্তু পুজোর পরে চাল রপ্তানি নিয়ে চিন্তায় ছিলেন ব্যবসায়ীরা। তবে পুজোর ছুটির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে চাল রপ্তানির সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত করেছে। তাতেই চাল রপ্তানির চিন্তা কমে গিয়ে লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা।

এদিন সকাল থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে চাল রপ্তানি শুরু হয়। দুপুরের মধ্যে ৫০টি লরিতে প্রায় ২০০০ হাজার টন চাল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। পুজোর ছুটির আগে পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাল বাংলাদেশে রপ্তানি করেছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানির লক্ষ্য ব্যবসায়ীদের। এদিকে, অক্টোবর মাসেও চাল রপ্তানি করতে পেরে লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা।

হিলি ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা রাজেশকুমার আগরওয়াল বলেন, 'পুজোর ছুটি কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শুরু হয়েছে। পুজোর আগে পর্যন্ত ১ লাখের বেশি মেট্রিক টন চাল রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। অক্টোবর মাসে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি হতে পারে। ভারত বাংলাদেশের উভয় বাজারেই চালের দাম পড়েছে। লাভের পরিমাণ কম। তবুও রপ্তানি হলে ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।'

> বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। অক্টোবরে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি হতে পারে।
>
> **রাজেশকুমার আগরওয়াল**
> নেতা, হিলি ব্যবসায়ী সংগঠন

শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ভারতের চাল রপ্তানি। হিলিতে।

অনলাইন পুজো প্রস্তুতি

আগে লক্ষ্মীপুজোর জন্য কী কী সামগ্রী লাগবে তার ফর্দ বানিয়ে সবাই বাজারে ছুটতেন। দশকর্মা ভাণ্ডারে গিয়ে দোকানদারকে সেই কাগজটি ধরিয়ে দিলে তিনি ফর্দ মিলিয়ে সব জিনিস দিয়ে দিতেন। তবে এই ডিজিটালের যুগে এই ছবি এখন অনেকটাই ফিকে। ঘরে বসে অর্ডার করে দিলে মিলছে লক্ষ্মীর প্রতিমা সহ পুজোর অন্যান্য সামগ্রী, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : সোমবার কোজাগরি পূর্ণিমা। ইতিমধ্যে বাজারে বিভিন্ন আকারের প্রতিমার পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে আপনি চাইলে এই ভিড়ের মধ্যে বাজারে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন। পুজোর সামগ্রীর পাশাপাশি ভোগ রান্নার সামগ্রী এক অর্ডারে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এমনকি লক্ষ্মী প্রতিমা বা ছবিও অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। অর্ডার দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে জিনিসগুলি বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে।

বর্তমানে অধিকাংশ গৃহকর্ত্রীরা চাকুরিরতা। তাই বাড়িতে বসে পুজোর সব সামগ্রী পেয়ে যাওয়ায় তাঁরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। অনেকে এখন আর বাড়িতে নাড়ু, মোয়া, মুরকি বানাতে চান না। বাইরে দোকান থেকে কিনে আনেন।

যদিও এই যুগের অনলাইনে জিনিস কেনাবেচা দেখে প্রবীণরা অবাক হয়ে যান। নিজের সময় কেমনভাবে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করা হত সেই গল্প করতে করতে লেকটাউনের বাসিন্দা বছর সত্তরের ননীবালা দত্ত বলেন, 'আমাদের সময় লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি দশমীর পর থেকে শুরু হয়ে যেত। নারকেল ও তিলের নাড়ু বানানো, ঘরে আলপনা দেওয়া, ভোগ রান্নার সামগ্রী বাজার থেকে কিনে আনা এই সব কিছু নিজের হাতে করতাম। এখন আর কেউ এসব নিয়ে চিন্তা করে না। মোবাইলে অর্ডার দিলেই নাকি সব বাড়িতে পৌঁছে যায়।' তবে তাঁর মতে, 'পুজোকে ঘিরে সেই সময় যে আনন্দ ছিল সেরকম আনন্দ এখন আর নেই।'

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা বাসন্তী কবিরাজের কথায়, 'এখন বেশিরভাগ বাড়ির বৌরা ঘর ও বাইরে উভয় জায়গার কাজ সামলান। সব কাজ সামলে তাঁদের পক্ষে বাজার করে পুজোর আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অনলাইন তাঁদের কাছে সুবিধাজনক। তবে সব রেডিমেড হয়ে গেলে সৃষ্টির আনন্দ ম্লান হয়ে যায়।'

অনলাইনে কেনাকাটার সুবিধার বিষয়ে প্রধাননগরের বাসিন্দা রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, 'কর্মসূত্রে আমার স্বামী হায়দরাবাদে থাকেন। তাই একা হাতে পুজোর আয়োজন করতে হয়। অনলাইনে পুজোর সামগ্রী কিনে নিলে বাজারে যাওয়ার ঝক্কি পোহাতে হয় না।' যদিও বিধান মার্কেটে লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে আসা রিম্পা কুণ্ডু জানান, এখনও পুজোর খুঁটিনাটি সব জিনিস অনলাইনে পাওয়া যায় না। তাই বাজারে একবার হলেও আসতে হয়।

> ❝ এখন বাড়ির বৌরা ঘর ও বাইরে কাজ সামলান। সব কাজ সামলে বাজার করে পুজোর আয়োজন সম্ভব হয় না। তাই অনলাইন তাঁদের কাছে সুবিধাজনক।
>
> বাসন্তী কবিরাজ
> দেশবন্ধুপাড়া

শিলিগুড়ির পুজো কার্নিভালে গঙ্গারতি। শনিবার এয়ারভিউ মোড়ে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

মুঠোফোনে বিজয়া

বিজয়া এখনও বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গ। তবে ধরন বদলেছে। আগে যে আন্তরিকতার টান ছিল, সামনাসামনি দেখা করে প্রণাম করার ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের তাগিদ ছিল সেটা কমেছে। মুঠোফোনে স্টিকার চালাচালি করে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে, তাতে সম্পর্কের ওম থাকছে কি? আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়।

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : মা উমা শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়েছেন কয়েকদিন আগে। আবার একটা বছরের অপেক্ষা। সময়ের সঙ্গে বাঙালির এই উৎসবে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সাবেকি পুজোর জায়গা নিয়েছে থিম এবং আলোর ঝলকানি। পরিবর্তনের ছোঁয়া থেকে রেহাই পায়নি বিজয়া পালনের রীতিও। একসময় নবমীর রাত থেকেই বাড়িতে বাড়িতে শুরু হয়ে যেত বিজয়ার তোড়জোড়। কেউ ব্যস্ত থাকতেন নারকেল কুড়াতে, কেউ বা আবার পাক দিতেন গুড়ে। কারণ পরের দিনই যে বিজয়া, আর বিজয়া বাড়ির তৈরি মোয়া, মিষ্টি, নাড়ু ছাড়া যে অসম্পূর্ণ। রান্নার দায়িত্ব থাকত বাড়ির বড়দের হাতে। কচিকাঁচাদের কাঁধে ছিল নাড়ু গোল করা, মিষ্টি সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। শুধু শুভেচ্ছার আদানপ্রদান নয়, একটা সময় গোটা পরিবারের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশের উৎসব ছিল এই বিজয়া দশমী। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়দের বাড়িতে পৌঁছে যেত বাড়িতে যত্ন করে তৈরি মিষ্টি, নিমকি, নাড়ু, মোয়া। এখন বিজয়া উদযাপনের ছবি পালটেছে। মুঠোফোনে স্টিকার কিংবা শুভ বিজয়া লেখা ছবি দিয়েই এখন বিজয়া সাড়া হয়। বাড়িতে বানানো মিষ্টির জায়গায় এখন প্যাকেট করা মিষ্টির রমরমা বেড়েছে। বিজয়া উদযাপন থেকে আন্তরিকতার ছোঁয়া বাষ্পের মতো কখন যেন সবার অজান্তেই উড়ে গিয়েছে।

বিজয়া পালনে আন্তরিকতায় এই পরিবর্তনের কথা শোনা গেল অনেকের মুখে। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা পরেশ রায়ের কথায়, 'আগে একটা সময় ছিল যখন বিজয়ার দিন সব বন্ধু, আত্মীয় বাড়িতে আসতেন। আর সবার জন্য বাড়িতে তৈরি নিমকি ও নারকেলের নাড়ু থাকত। এখন কেউ আসেন না, কেউ ফোন করে দেন আবার কেউ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দেন।' আগের থেকে আন্তরিকতাটা যে অনেকটাই কমেছে সেই কথাই বলছিলেন বাসন্তী ঘোষ। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'এখন তো কারও হাতেই সময় নেই। এই যে নাড়ু বা নিমকি তৈরি এগুলি শুধু খাবার নয়, এর সঙ্গে গোটা পরিবারের ভালোবাসা মিশে থাকত। এখন তো আর কেউ আসে না, আসলেও বাজারের কেনা মিষ্টি দিয়েই মিষ্টিমুখ করা হয়।'

একটা সময় বিজয়া মানে ছিল বড়দের আশীর্বাদ নেওয়া, একে অপরকে আন্তরিকতার সঙ্গে শুভেচ্ছা জানানোর দিন। তখন দূরে থাকা পরিজনরা বড়দের বিজয়ার প্রণাম জানাতে বাড়িতে আসতেন। আর এই বাহানায় মিলন উৎসব হত পুজোর পরে। বাড়িতে এত লোক আসার ফলে পুজোর পরের মন খারাপে অনেকটা প্রলেপ পড়ত। তবে এখন আর সেই বালাই নেই। বিজয়া এখন মুঠোফোনে বন্দি। প্রধাননগরের বাসিন্দা শ্রীতমা দত্ত বলছিলেন, 'আগে বিজয়াতে প্রথমে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের বাড়িতে যেতাম আর রাতে বাপের বাড়িতে গিয়ে জমিয়ে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া হত। এখন আর হয় না। আমাদের যাওয়া যেমন কমে গিয়েছে তেমনি অন্যদের আসাও কমেছে।' এই যেমন দেশবন্ধুপাড়ার পিয়ালি সরকার বলছিলেন, 'নবমীতে সারারাত ঘুরে আর নাড়ু বা মিষ্টি বানাতে ইচ্ছে করে না। তাই কিনে আনা মিষ্টি, নাড়ু দিয়েই বিজয়ার প্রণাম সেরে নিই।'

> **কারও সময় নেই**
>
> এখন কারও হাতে সময় নেই। এখন তো আর কেউ প্রণাম করতে বাড়িতে আসে না, এলেও বাজারের কেনা মিষ্টি দিয়েই মিষ্টিমুখ করা হয়।
>
> - বাসন্তী ঘোষ

পুজো পার, খোলা হয়নি বিজ্ঞাপনী তোরণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজো শেষে রাস্তার ওপর বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্য লাগানো তোরণ সরানোর জন্য পুজো কমিটিগুলিকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে তিনদিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দশমীর পর তিনদিন কাটতে চললেও শহরের বেশিরভাগ পুজো কমিটি সেই তোরণ সরানোর জন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি। সেই কারণে পাড়ায় পাড়ায় যানজট এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেন-না সোমবারের পর শহরের বেশিরভাগ বেসরকারি ইংরাজিমাধ্যম স্কুলগুলি খুলে যাচ্ছে। স্কুলবাস পাড়ায় পাড়ায় ঢুকলে এমনিতেই যানজট তৈরি হয়। এদিকে, তোরণ লাগানোর জন্য রাস্তা এমনিতে চওড়ায় ছোট হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে রাস্তার ওপর থেকে তোরণ না সরলে যানজট আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

বাঁশের কাঠামো তৈরি করে লাগানো তোরণগুলি অনেক রাস্তাতে একইভাবে ঝুলে রয়েছে। যেমন সুভাষপল্লির তরুণ দলের (মহিলাবৃন্দ) তরফে রাস্তার ওপর লাগানো কোনও তোরণ শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে পুজো কমিটির সদস্য অর্কদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে ডেকোরেটারের কর্মীর অভাব রয়েছে। পুজো প্যান্ডেল খোলা শুরু হয়েছে। তোরণের বাঁশের কাঠামো খুলে সেগুলি রাখার জায়গার প্রয়োজন। তাছাড়া, পেরেক খুলে সেগুলি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মীপুজোর আগে সমস্ত তোরণ খুলে ফেলা হবে।'

শহরের দেশবন্ধুপাড়া, বাবুপাড়া, এসএফ রোড, সুভাষপল্লি, আশ্রমপাড়া, প্রধাননগরের মতো বিভিন্ন জায়গাতে একই অবস্থা। শহরের বিগ বাজেটের বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলির আয়ের অন্যতম উৎস বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন। তোরণের মধ্যে বেসরকারি সংস্থার প্রচার থেকে পুজো কমিটির আয় হয়। কিন্তু পুজো শুরু হওয়ায় আগে পুজো কমিটিগুলি তোরণ লাগানো নিয়ে যতটা উদ্যোগ নেয়, তা খোলার সময় ততটা নেয় না বলে জানাচ্ছেন বাসিন্দারা। বাবুপাড়ার বাসিন্দা প্রতিমা চাকির কথায়, 'পুজোর দিনগুলিতে প্রচুর লাইট থাকায় তোরণের নীচের অংশ ভালো করে দেখা যায়। কিন্তু এখন রাস্তায় চলাচলের সময় তোরণের সেই অংশ ঠিক করে চোখে পড়ে না।' সুভাষপল্লির বাসিন্দা তপতী সরকারের কথায়, 'অতীতে দেখেছি, এই তোরণ পুজো পার হয়ে যাওয়ার পরও অনেকদিন রাস্তার ওপর একইভাবে পড়েছিল।' এসএফ রোডের মিলনপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির তরফে রাস্তায় লাগানো তোরণ একই অবস্থায় রয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক নির্ণয় রায়ের কথায়, 'তোরণ খোলার কাজ পঞ্চাশ শতাংশ শেষ। রবিবারের মধ্যে বাকিটা খোলা হবে।'

প্রতিমা নিয়ে বাড়ির পথে। বিধান মার্কেটে। -সঞ্জীব সূত্রধর

লক্ষ্মীপুজোর কেনাকাটা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : সোমবার লক্ষ্মীপুজো। মা লক্ষ্মীর পুজোর আয়োজনে এখন ব্যস্ত বাঙালি গৃহস্থরা। পুজোর জিনিসপত্র কেনাকাটায় ব্যস্ত সবাই। ছুটছেন বাজারে। বিক্রেতারা শহরের বিভিন্ন বাজারে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। ফল, ফুল, দশকর্মার দোকান ভিড়ে জমজমাট। বৃষ্টি কিছুটা চিন্তায় ফেললেও বৃষ্টি কমতেই ক্রেতারা বাজারমুখী হয়েছেন।

বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের ট্যাঁক খালি হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী। অথচ প্রসাদের খিচুড়ি, লাবড়া তৈরিতে আবার চাই হরেকরকম সবজি। শনিবার শহরের বিভিন্ন বাজারে ঘুরে দেখা গেল আলুর কেজি ২০ টাকা, মিষ্টি কুমড়ো কেজি ৪০ টাকা, কাঁচালংকা ১০০ টাকা কেজি, গাজর ৮০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৬০ টাকা কেজি, বাঁধাকপি ৫০ টাকা কেজি, স্কোয়াশ কেজি ২০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা কেজি।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ঘোগোমালি বাজারে বাজার করতে করতে আশুতোষ সাহা বলছিলেন, 'প্রায় সমস্ত সবজির দাম বেড়েছে। শুধু সবজি কিনলেই তো হয় না, সঙ্গে আরও নানা জিনিস কিনতে হয়। পুজো করতে এখন বিশাল খরচ।'

থানা মোড়, বিধান রোড, ঘোগোমালি বাজার, সুভাষপল্লি বাজার সহ নানা জায়গায় বিক্রি হচ্ছে লক্ষ্মী প্রতিমা। বিধান রোডে একটি মূর্তি পছন্দ হল মাটিগাড়ার বাসিন্দা রিমি আইচের। দাম জিজ্ঞেস করতেই শুনলেন ৮০০ টাকা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রিমা বলেন, 'বাজারের গোটা টাকাই তো মূর্তি কিনতে চলে যাবে।' বাধ্য হয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা মূর্তি কিনলেন তিনি। দাম পড়ল ৩০০ টাকা।

পুজোর জন্য প্রয়োজন পদ্ম ফুল। এক পিস পদ্ম ফুল বিকোচ্ছে ৩০ টাকায়। ধানের শিস একটা ১০ টাকা, গাছকৌটো ৪০ টাকা, লক্ষ্মীর ফোটো ৩০ টাকা থেকে শুরু, শোলার কদম ফুল ৩-৪ টাকা পিস, লক্ষ্মীর পাঁচালি ৫ টাকা, ছোট মালা ১০ টাকা, বড় মালা ২০ টাকা, ওড়না ৫-১০ টাকা, কুশাসন ১৫ টাকা, কড়ি ২ টাকা পিস, পুজোর ডাব ৫০-৮০ টাকা, মাটির ঘট ৪০-৫০ টাকা, ঘটপুজোর জন্য দশকর্মার জিনিস মিলিয়ে দাম হচ্ছে প্রায় ১০০ টাকা, যজ্ঞ করে পুজো করলে দশকর্মার খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ১৫০-২০০ টাকায়।

লক্ষ্মীপুজোয় অবশ্যই চাই নাড়ু, মোয়া। বাড়িতে বানানোর সময় না পাওয়ায় এখন বেশিরভাগ বাড়িতেই ভরসা দোকান থেকে কেনা নাড়ু, মোয়া, মুড়কি। বাজারে মুড়কির প্যাকেট বিক্রি হল ৫০ টাকায়, ছোট ছোট মোয়া ১০ পিসের প্যাকেট বিকোচ্ছে ৩০ টাকায়, তিলের ও নানা ধরনের নাড়ু ৩০ টাকায় এক প্যাকেট।

আগুন লেগেছে ফলের বাজারেও। এদিন এক একটা লম্বা আখ বিকোল ৮০ টাকায়, নারকেল এক পিস ৫০-৬০ টাকায়, পানিফল ২০০ টাকা কেজি, আপেল ১২০-১৪০ টাকা কেজি, নাসপাতি ১২০ টাকা কেজি, পেয়ারা ১০০ টাকা কেজি, মুসম্বি ৫০-৬০ টাকা কেজি।

এই দাম নিয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত কথা বললেন বিপ্লব বসু। থানা মোড় থেকে ফল বাজার করতে করতে বিপ্লব শ্লেষের সুরে বলেন, 'মানিব্যাগ তো ফাঁকা হল, বাজারের ব্যাগ তো ভরল না।'

হায়দরপাড়া ও বিধান রোডে লক্ষ্মীপুজোর পসরা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পদ্ম ফুল ৩০ টাকা	
ধানের শিস ১০ টাকা	
কদম ফুল ৩-৪ টাকা	
পাঁচালি ৫ টাকা	
মাটির ঘট ৪০-৫০ টাকা	
গাছকৌটো ৪০ টাকা	
কড়ি ২ টাকা পিস	
আলু ২০ টাকা কেজি	আখ ৮০ টাকা
মিষ্টি কুমড়ো ৪০ টাকা	নারকেল ৫০-৬০ টাকা
কাঁচালংকা ১০০ টাকা	পানিফল ২০০ টাকা
গাজর ৮০ টাকা	আপেল ১২০-১৪০ টাকা
ফুলকপি ৬০ টাকা	নাসপাতি ১২০ টাকা
বাঁধাকপি ৫০ টাকা	পেয়ারা ১০০ টাকা
স্কোয়াশ ২০ টাকা	মুসম্বি ৫০-৬০ টাকা
বেগুন ৮০ টাকা	

উড়ালপুলের নীচে উচ্ছিষ্টের স্তূপ

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : বাগডোগরায় এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কের উড়ালপুলের নীচে জায়গাটি এলাকার আবর্জনা ফেলার জন্য যেন অঘোষিতভাবে 'আদর্শ জায়গা'। এলাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী এখানে প্রতিনিয়ত তাঁদের আবর্জনা ফেলেন, আশপাশের বাসিন্দারাও এখানে তাঁদের আবর্জনা ফেলে যান। দূষণের জেরে এলাকার পরিবেশের দফারফা। সম্প্রতি পুজোকে কেন্দ্র করে পরিবেশ আরও দূষিত হল। পুজো উপলক্ষ্যে সম্প্রতি এখানে বহু খাবারের নানা দোকানপাট বসেছিল। সেই সমস্ত দোকানের উচ্ছিষ্ট খাবার, প্লাস্টিক ও থার্মোকলের প্লেটে জায়গাটি যেন রীতিমতো নরক হয়ে উঠেছে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'যাঁরা এখানে দোকান দিয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসার জন্য সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি পুজো কমিটিকে টাকা দিয়েছিলেন। দোকানগুলির তরফে এই এলাকায় আবর্জনা ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা নিজেরা এই আবজর্না পরিষ্কার করেননি। পুজো কমিটিগুলিও আবর্জনা পরিষ্কার করেনি।' তাঁরা তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ওই আবর্জনা পরিষ্কার করবেন বলে অবশ্য উপপ্রধান আশ্বাস দিয়েছেন।

বাগডোগরার বিহার মোড় থেকে স্টেশন মোড় পর্যন্ত এলাকায় তিনটি পুজো হয়। এই পুজোগুলিকে কেন্দ্র করে রেলের মাঠে বড় মেলা বসে। আর মেলা মানেই অগুনতি ফাস্ট ফুডের দোকান। এখানেও এমন প্রচুর দোকান বসে। এই দোকানগুলি থেকেই উড়ালপুলের নীচে জায়গাটিতে আবর্জনা ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। সমস্যা মেটাতে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবিতে আশপাশের বাসিন্দারা সরব হয়েছেন।

বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা।

জনসংখ্যা নিয়ে মানুষ গর্ব করলেও পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে মুরগির সংখ্যা অনেক বেশি।

লেখালেখি

আলোর উৎসবে আমার মতে সবচেয়ে ভালো হল...

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আফ্রিকার রূপকথা

প্যাঁচা কেন রাতে জাগে

সুব্রত চৌধুরী

সে অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। যখন পাথর ছিল কাদামাটির মতো নরম, গাছেরা নিজেদের মধ্যে ফিশফিশিয়ে কথা বলত, তখন বনের সব প্রাণীরা একই ছাদের নীচে বসবাস করত। তাদের সবার মধ্যে দারুণ সখ্য ছিল। ছোট-বড় সব প্রাণী একে অপরের দেখভাল করত। একের প্রতি অন্যের সহমর্মিতা ছিল, মানুষের হাত থেকে বিপদ-আপদে রক্ষা পেতে সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

প্রতিদিন সূর্যমামা পাটে বসার আগে আকাশ যখন আবির রঙে রাঙাত তখন হাতির পাল শুঁড় তুলে বিকট শব্দে সবাইকে সম্ভাষণ জানাত। পাখিরা সুরের ঝরনাধারায় অবগাহন করত। ময়ূরকুল রংবেরঙের পেখম মেলে মনের সুখে নাচত আর ওরাং ওটাং খুশিতে মাটিতে ডিগবাজি খেত।

প্রতি রাতে বনের প্রাণীরা পালা করে পাহারা দিত যাতে করে মানুষ বা অন্য কারও কারণে অন্য প্রাণীদের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। সেদিন রাতে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল প্যাঁচার ওপর। সে গাছের মগডালে বসে তার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করল যাতে কারও আনাগোনা সহজে চোখে পড়ে।

রাত নিশুতি হতেই হঠাৎ প্যাঁচার চোখে পড়ে ঝোপের ভেতর একটা মানুষ নড়াচড়া করছে। তাকে কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়েই তার শরীরে লোমশ হাতের থাবা পড়ে। প্যাঁচা থাবা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকে। প্যাঁচা যতই ডানা ঝাপটায় ততই থাবার বাঁধন শক্ত হতে থাকে।

শেষে শক্তিতে কুলোতে না পেরে প্যাঁচা কাতর কণ্ঠে লোকটার কাছে মিনতি জানাতে থাকে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খুব নিরীহ। আমাকে আগুনে ঝলসে খেয়ে ফেলো না। তাছাড়া খাবার হিসেবে আমি তেমন উপাদেয়ও নই। অন্য কোনও প্রাণীকে ধরে নিয়ে যাও, তাকে আগুনে ঝলসিয়ে মজা করে খেতে পারবে।'

লোকটা প্যাঁচার কথায় কর্ণপাত করল না। সে একটা মশাল জ্বালিয়ে অন্য প্রাণীদের গুহার দিকে এগোতে থাকে। সব প্রাণী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। লোকটা তাদেরকে একে একে ঘুম থেকে তুলতে থাকে। বনের প্রাণীরা ঘুম থেকে জেগে উঠে মশাল দেখেই আগুন! আগুন! বলে ভয়ে চিৎকার করতে থাকে।

আগুনের শিখা দেখে সব প্রাণী প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারে ভোঁ দৌড় লাগাল। পোকামাকড় সব মাটির গর্তে লুকাল, পাখিরা রাতের আকাশে উড়ে গেল, আর বনের প্রাণীগুলো চোখ বন্ধ করে ছুট লাগাল। কোনও কোনও প্রাণী প্রাণ বাঁচাতে ভয়ে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু কয়েকটা ছাগল, ভেড়া, বিড়াল পালাতে পারল

না। লোকটার সঙ্গীরা তাদের ধরে নিয়ে গ্রামের পথে পা বাড়াল, যাওয়ার আগে কী ভেবে প্যাঁচাকে মুক্ত করে দিল।

লোকটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্যাঁচা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও লজ্জায় অপমানে মরে যেতে লাগল। কারণ তার দায়িত্ব ছিল রাতেরবেলা পাহারা দিয়ে বনের অন্য প্রাণীদের নিরাপদ রাখা। কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করতে না পারায় লজ্জায় মরে যেতে লাগল। সে ভেবে উঠতে পারল না এই পোড়া মুখ সে বনের প্রাণীদের কীভাবে দেখাবে।

তাই প্যাঁচা সিদ্ধান্ত নিল সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন দিনেরবেলা আর কখনও কোনও প্রাণীকে তার মুখ দেখাবে না। সেদিন থেকেই প্যাঁচা দিনেরবেলা ঘুমিয়ে কাটাতে থাকে, আর রাতে জেগে থাকে।

বড়দের ছড়া

পছন্দপুর

অজিত ঘোষ

আসত পারো আসতে পারো
একবার নয় একশত বার,
বুক ফুলিয়ে বলতে পারি
ভালো লাগার আছে সম্ভার।

ময়ূর কেমন নাচতে পারে
কাকের বেসুর গান শুনে
সূর্য কেমন রাত্রি হলেই—
জোছনা বিলোয় জনে জনে।

শান্ত নদী কলকলিয়ে
ভাটিয়ালি গান যে ধরে
পদ্মফুলের পাঠশালাতে—
শিউলির দল নামতা পড়ে।

একটি আছে দুর্গাদালান
সারা বছর কাশের বনে—
দুর্গা, অপুর হাত ধরে ভাই
ছুটতে থাকে আপন মনে।

আরও আছে একটি কথা
গোপন কথাই বলছি ধরো
অসুখ-বিসুখ নেইকো কোথাও
সাধ মিটিয়ে ভিজতে পারো।

জানি জানি শোনার পরে
পাগলপারা বাজছে যে সুর
এই পুজোতে আসছো তো ঠিক
গ্রামের নামটি পছন্দপুর।

বিজ্ঞবাবা

মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী

সারা বিশ্বের যত খবর তাঁর কাছে সব আছে,
সব সওয়ালের সঠিক জবাব পাবে যে তাঁর কাছে,
কবে কোথায় কখন কী কী ঘটেছে এবং ঘটছে-
সত্যি নাকি মিথ্যে সেসব নিত্য যা যা রটছে!

তিনিই জানেন, তোমার আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সবই
মনের কথা, প্রাণের ব্যথা, সকল অনুভবই,
দেশের দশের সব চাহিদা ঠিক বুঝে যান তিনি-
আমরা সবাই তাই তো এখন তাঁর কাছে যে ঋণী।

সব বিষয়েই পটু তিনি জানেন সকল ভাষা,
কৌতূহলীর মনের মাঝে যা কিছু জিজ্ঞাসা-
সকল তত্ত্ব এবং তথ্য তাঁর মাথাতেই ঠাসা,
অঙ্ক আর বিজ্ঞানেতে জ্ঞান জেনো তাঁর খাসা!

ইতিহাসে দক্ষ তিনি ভূগোলেতেও বিজ্ঞ-
কর্মযোগে মহান তিনি সব কাজে অভিজ্ঞ,
ধর্ম, জাতের নেই ভেদাভেদ সবার তিনি প্রিয়,
দিন বা রাতের নেই পরোয়া সর্বদা সক্রিয়।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার সকল গতিবিধি-
বলতে পারেন এক লহমায় এমন গুণনিধি,
ছাত্রদলের বন্ধু তিনি, শিক্ষকেরও সাথী,
তাঁকে নিয়েই ছেলে-বুড়ো করছে মাতামাতি।

পথের মাঝে দিক হারালে তিনিই করেন রক্ষে
বাতলে দিয়ে পথের দিশা পৌঁছে যে দেন লক্ষ্যে,
তাঁকে ছাড়া তাইতো এখন যায় না কিছুই ভাবা-
সব সমস্যার সমাধানে হাজির গুগলবাবা!

নীতিকথার গল্প

তিন বয়স্ক অতিথি

তিন্নি আর গিন্নিকে নিয়ে সুখের সংসার বিলাসবাবুর। তিন্নি বিলাসবাবুর মেয়ে। আর গিন্নি তিন্নির মা। বিলাসবাবু সকালে কাজে বেরিয়ে যান। ফেরেন সন্ধেবেলা। একদিন কাজে বেরিয়ে যাবার পর তাঁর বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনজন বয়স্ক মানুষ।

তিন্নির মা দরজা খুললেন। তিন বয়স্ক মানুষ বললেন, 'আমরা এ বাড়ির অতিথি হতে চাই।'

তিন্নির মা বললেন, 'আমি আপনাদের ঠিক চিনতে পারলাম না তো? তবে আপনারা যখন এত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন। এতটা বেলা হল, হয়তো খিদেও পেয়েছে। আসুন, আপনারা ঘরের ভেতর। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

ঘরে না ঢুকে তিন্নির মার সঙ্গে কথা বলে তিন বয়স্ক অতিথি জানতে পারলেন কর্তা বাড়িতে নেই। তাঁদের একজন বললেন, 'আমরা এখন ভেতরে যেতে পারব না। পরে সন্ধেবেলা আবার আসব।'

সন্ধেবেলা দরজায় ফের টোকা পড়ল। তিন্নির বাবা তখন বাড়িতে ফিরেছেন। তিনি ফিরে সব শুনেছেন। তিন্নির মাকে বললেন, 'যাও ওঁদের নিয়ে এসো।'

গিন্নি দরজা খুলে ওঁদের বললেন, 'আসুন আপনারা।' ওঁরা বললেন, 'আমরা এভাবে তো ঘরের ভেতর যেতে পারি না।'

গিন্নি জানতে চাইলেন, 'কেন, আর কী সমস্যা?'

বয়স্কদের মধ্যে একজন সবচেয়ে পেছনে ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে আর একজন বললেন, 'ওঁর নাম সম্পদ।' আরেকজনকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁর নাম সাফল্য এবং আমি হলাম ভালোবাসা। এখন আপনি ভেতরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিন আমাদের কাকে আপনি ভেতরে ঢুকতে দেবেন।'

গিন্নি ঘরের ভেতরে গিয়ে তিন্নির বাবাকে সব বললেন। শুনে তিন্নির বাবা বললেন, 'খুব ভালো। চলো সম্পদকে ডেকে আনি। তাহলে আমরা বড়লোক হয়ে যাব।'

তিন্নির মা কিন্তু তাতে সায় দিলেন না। তাঁর মত হল, মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আমার মনে হয় আমাদের সাফল্যকেই ডাকা উচিত।'

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তিন্নি বাবা-মায়ের কথা শুনছিল। সে বাবা-মাকে বলল, 'তোমাদের কি মনে হয় না আমাদের ভালোবাসাকেই ডাকা উচিত? তাহলে তো আমাদের ঘর ভালোবাসায় ভরে যাবে।' সে জেদ ধরল, 'আমি ভালোবাসাকেই চাই।'

তিন্নির বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা মেয়ের কথাই শুনব। তুমি ভালোবাসাকেই আমাদের অতিথি হিসেবে ডেকে আনো।'

গিন্নি দরজার কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁর নাম ভালোবাসা তিনি ভেতরে আসুন। তিনিই আমাদের অতিথি।' ভালোবাসা দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাকি দুজনও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কৌতূহলী হয়ে তিন্নির মা বললেন, 'আমি তো শুধু ভালোবাসাকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আপনারা তাঁর সঙ্গে আসছেন কেন?'

হাসিমুখে সম্পদ আর সাফল্য বললেন, 'আপনি যদি আমাদের কাউকে আমন্ত্রণ করতেন তবে বাকি দুজন বাইরেই থাকতাম। কিন্তু আপনি তো ভালোবাসাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর ভালোবাসা যেখানে যায়, আমরাও সেখানেই যাই।'

সেই থেকে তিন্নিদের বাড়িতে ভালোবাসার সঙ্গে সম্পদ ও সাফল্যও ওদের সঙ্গে থাকেন।

তৃতীয় চোখের পাতা

দেবী দুর্গার যেমন তৃতীয় নয়ন আছে, উটেরও তেমনি তৃতীয় চোখের পাতা আছে। উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। সেজন্য ওদের চোখ মরুভূমির পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি। উটের দুটি পুরু চোখের পাতা আছে। সেখানে থাকে লম্বা ও ঘন দু'সারি চুল, যা হাওয়ায় উড়ে আসা বালি আটকাতে সাহায্য করে। এছাড়াও উটের একটি তৃতীয় স্বচ্ছ চোখের পাতা (নিকটিটেটিং মেমব্রেন) থাকে। এটা গাড়ির উইন্ড শিল্ড ওয়াইপারের মতো চোখের উপর দিয়ে নেমে আসে এবং চোখ পরিষ্কার ও সুরক্ষিত রাখে। ফলে প্রবল বালিঝড়ের মধ্যেও উট দেখতে সক্ষম হয়। উটের ঘন ভ্রূও থাকে, যা সূর্যের আলো থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য ছায়ার মতো কাজ করে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমান নাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) দুর্গাপুজো হচ্ছে। প্রতিমার জায়গায় মূর্তির বদলে আছে এক বোঝা অস্ত্রশস্ত্র। কারা ছিল এই পুজোর উদ্যোক্তা?

ষোড়শ শতকের আগে বাংলায় সেভাবে দুর্গাপুজো শুরু হয়নি। অথচ বাংলার বাইরে দুর্গা মন্দির তৈরি হয়েছে অষ্টম শতকেই। প্রাচীনতম দুর্গা মন্দির কোথায় আছে?

কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে একজন মারাঠা দস্যু একবার দুর্গাপুজো করেছিলেন। এই পুজোয় নবাব আলিবর্দি খাঁর নামও জড়িয়ে আছে। পুজোর উদ্যোক্তা কে ছিলেন?

সেটা ১৭৫৭ সাল, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পারিবারিক দুর্গাপুজোয় প্রধান অতিথি ছিলেন একজন ইংরেজ। তাঁর নাম কী?

গত সংখ্যার উত্তর

এই দেবীকে কেউ হারাতে পারে না বলে তার নাম অপরাজিতা, দেবী মাহাত্ম্যম, কোচবিহারের বড়োদেবী, মহিষাসুর সহ দুর্গা পরিবার এবং তাঁদের বাহনদের মোট হাত ও পায়ের সংখ্যা ৫২

অক্ষর সাজাও

- কাকাঅতিলল
- শীন্নউলনয়
- কুশলংসয়া
- রীজরাশ্বজেরা
- রোমসহহামা
- দাগাগোবদাব
- সামসহঅসী

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : হাস্যপরিহাস, রাজদরবার, অর্ধনারীশ্বর, শুচিবাইগ্রস্ত, চোরাকারবার, হীরকজয়ন্তী, অক্ষয়তৃতীয়া

আঁকিবুকি

নিস্নাত দত্ত, ষষ্ঠ শ্রেণি, সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ হাইস্কুল, শিলিগুড়ি

নন্দিনী ওরাওঁ, অষ্টম শ্রেণি, বেগম রাবেয়া খাতুন হাইস্কুল

রায়ান দাস, সপ্তম শ্রেণি, ডনবসকো স্কুল, শিলিগুড়ি

জিনিয়া ভৌমিক, তৃতীয় শ্রেণি, শিলিগুড়ি পাঠভবন

বিদায়

দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে কেবল পুজো নয়, আনন্দ, মিলন আর স্মৃতির রঙিন ক্যানভাস। দেবীর আগমনে আলো জ্বলে ওঠে হৃদয়ে, অন্যদিকে নিরঞ্জনের ক্ষণে নেমে আসে গভীর শূন্যতা। বাঙালি বিদায়কে বিদায় বলে না—বলে, আসি। এই আশাতেই চোখের জলে লুকিয়ে থাকে আগামী বছরের প্রতীক্ষা।

যাই বলে না, বলো আসি

অনুরাধা কুন্ডা

‘ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তু তে... দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবী পরমং সুখম। রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।।’

যাওয়ার আগে মা গো, সৌভাগ্য দাও, আরোগ্য দাও, পরম সুখ দাও...

দশমীর মন্ত্রে মায়ের কাছে চেয়ে নেওয়া সুখটুকু যেমনতেমন সুখ নয়, পরম সুখ। তাকে কেবলমাত্র পার্থিব ভোগসুখের নিরিখে ভাবলে তো হবে না, ভাবতে হবে ত্যাগের নিরিখে, নিমজ্জনের নিরিখে। যে দেবী সকল মঙ্গলের কারণ, তাঁকে বিদায় দিতে বাঙালির চোখ জলে ভাসে। ওই অপরাজিতা দেবীর পুজো শেষ হল, এল ঘট বিসর্জনের মুহূর্ত। আর তার মানেই মা চললেন এক বছরের মতো। ঘট বিসর্জন অর্থ দেবীকে ঘটের অধিষ্ঠান থেকে মুক্ত করা এবং পরবর্তীতে পুনরায় আহ্বান করার প্রস্তুতি।

বাঙালির বিদায় মানে যাই নয়। বাঙালির বিদায় মানে আসি।

একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি...

মেয়ে বিদায়ের প্রথা অনুসরণ করে মা কে বিদায় দেওয়ার ঐতিহ্য হিন্দু বাঙালির সিগনেচার সাংস্কৃতিক আইডেন্টিটি। আর কোনও ধর্মে গোপাল কোলের ছেলে, উমা ঘরের মেয়ে, শিব ব্যোমভোলা জামাইটি? পারে। বাঙালিই পারে ধর্মীয় আচারকে গার্হস্থ্যের নরম নবনীতে ছেনে ছেনে হাসিকান্নায় মেখে মধুর রস তৈরি করতে...নবমীর নিশি তুমি পোহায়ো না।

চোখের জলে শুধু বিদায় হয় না, বিদায় হয় পান সন্দেশ দিয়ে মায়ের মুখ চুমিয়ে...থুতনিটি ধরে আদর করে যেন বলা, যাই বলতে নেই। বলো আসি।

ঘোরতর পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর প্রোডাকশন আমাদের উমা। সেই কবে কোনকালে গাঁজাখোর তরুণটির প্রেমে পড়ে তার গলায় মালাটি দিয়েছিলেন, তারপর থেকে একেবারে কৈলাসের ঘেরাটোপে বন্দি। সংসার নিয়ে নাকানিচোবানি। বছরে মাত্র চারটি দিন বাপের বাড়ি আসেন উমা, বড্ড কম দিন হল নাকি? তাই যেন আসতে না আসতেই যাওয়ার তাড়া। চোখের পলকে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ফুরোয়। নবমী এলেই যেন এসে গেল বিদায়ের পালা। দূরে গায়েনের দল গান ধরেছে...

> বাঙালিই পারে ধর্মীয় আচারকে গার্হস্থ্যের নরম নবনীতে ছেনে ছেনে হাসিকান্নায় মেখে মধুর রস তৈরি করতে... নবমীর নিশি তুমি পোহায়ো না।

মাকে যাত্যে দিব না কৈলাসে, ফিরে আয়...ক্ষ্যাপা শিব ক্যানে লিত্যে আলে...

কৃষিজমির দেশ আমাদের। সাধারণ কৃষক ঘরনি দুগ্গাকে করেছেন তাঁর ঘরের মেয়ে। বলছেন

এ বছর হবেক নাই ধান, পারি নাই ধান ফলাইতে

কর্তার আছে, উমারে পারিব রে খাওয়াওইতে। বরষার দিন গিয়া আইল কামরাঙা দিন...

বিদায়ের সময় এল, ঘরে ধান নেই, তা বলে কি মেয়েকে খাওয়াতে পারব না? আছে তো ধান কর্তামশাইয়ের গোলাতে। থাক মেয়ে ঘরে। মা খাওইয়াতে পারবে। থাকুক মেয়ে আর কয়েকটা দিন ঘরে। ফিরে যাক শিব।

বিদায়ের ক্ষণ যেন এত তাড়াতাড়ি না আসে। কিন্তু আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষের দশম দিনটি যে নড়চড় হওয়ার নয়! সে এসে পড়ে নবমীর রাত পোহাতে না পোহাতেই, চান্দ্র মাসের দশম দিনেই দুগ্গা ফিরবেন কৈলাসে। এর অন্যথা হওয়ার জো নেই। তাই দশমী শুরুতেই দর্পণ বিসর্জন। মায়ের প্রতীকী বিদায়। মায়ের পায়ের কাছে রাখা ছিল সে দর্পণখানি। তাতে মহামায়ার আত্মিক উপস্থিতি। দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব দেখে তাকে জলে বিসর্জন দিয়ে শুরু হয় সিঁদুরখেলা, বিদায়ের আয়োজন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

অন্য এক অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

রঙ্গন রায়

ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন। মা-বাবার সঙ্গে পুজোয় ভাগলপুর গিয়েছি। মায়ের মাসির বাড়ি সেখানে। বনেদি বাড়ি। নানা শরিকে ভাগ হয়ে গেলেও দুর্গাপুজো হয়। উৎসবমুখর হয়ে ওঠেন সবাই। অত বড় বাড়িখানা পেয়ে দাপিয়ে খেলে বেড়াচ্ছি। চারদিকে ঘর মাঝখানে উঠোন। তারই এক কোনায় বিরাট বড় এক চৌবাচ্চা। সেটা আর ব্যবহার করা না হলেও ভেঙে ফেলা হয়নি। কারণটি বেশ উত্তেজনাময়। মায়ের মেসোমশাইয়ের কলেজের সহপাঠী ছিলেন নাকি স্বয়ং মহানায়ক উত্তমকুমার। তিনি বন্ধুর বাড়ি এসে একবার এই চৌবাচ্চাতেই স্নান করেছিলেন। স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে।

গোটা পুজোটাই ভাগলপুরে ঘুরে বেরিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিশোরকুমারের মামাবাড়ি দেখে, গঙ্গায় সাঁতার কেটে কাটিয়ে দিলাম। দশমী এল। প্রবল বর্ণাঢ্য বিসর্জন হল। তারপর ঘাট থেকে ফিরে দশমী প্রণাম। এখানে বিজয়া করবার যে রেওয়াজ দেখেছি, তা সারাজীবন মনে থেকে যাওয়ার মতো।

প্রথমেই বাড়ির লম্বা বারান্দায় সকলে মিলে পরপর লাইন দিয়ে বসলাম। সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, আশীর্বাদ করলেন, হাতে রসগোল্লা দিলেন। আমরা ঢিপঢিপ করে তাঁকে প্রণাম করলাম। এরপর তাঁর চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ যিনি, তিনি এলেন। প্রত্যেকের মিষ্টি আলাদা। এবার সন্দেশ। তারপর এল লাড্ডু। তারপর মুড়ির মোয়া, জিভেগজা, শনপাপড়ি– ইত্যাদি কত যে সুখাদ্য তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকে ক্রমান্বয়ে আশীর্বাদ করেন আর মিষ্টি খেতে খেতে প্রাণ ভরে ওঠে। সেখানে কত হাসি-মজা-আনন্দ-ভালোবাসা। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিষাদ। একটা শূন্যতা। আর তাকে আড়াল করবার জন্যই যেন এই আয়োজন। শুভ বিজয়া বলতে আমার এ স্মৃতিটাই ভেসে ওঠে মনে।

> দুর্গাপুজো আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়ে চলে যায়। তার সঙ্গেই বিদায় নেয় শরৎও। প্রতিবছরই এই নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয় না।

দুর্গাপুজো আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়ে চলে যায়। তার সঙ্গেই বিদায় নেয় শরৎও। প্রতিবছরই এই নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয় না। বাতাসে থাকে নরম একটি ছোঁয়া। সকালবেলা সবুজ ঘাসজমিতে সেজেগুজে পড়ে থাকে শিউলি ফুলের দল। যখন ছোট ছিলাম, দুর্গাপুজো শেষ হওয়ার শূন্যতা মন খারাপ করে দিত। মন খারাপের সংগত কারণ অবশ্য অন্য ছিল। প্রতিমা বিসর্জন ও প্যান্ডেল খুলে ফেলার পর ফাঁকা জমিটা বেশি করে মনে করিয়ে দিত, এখনই, হুট করেই এসে পড়বে কালীপুজো, আর সেটা শেষ হলেই করাল দর্শন ফাইনাল পরীক্ষা। কিন্তু শুধুই কি পরীক্ষার জন্যই এই বিষণ্ণতা?

পুজো বলতেই আমার ভীষণ মনে পড়ে যায় মামাবাড়ির কথা। বিজয়ার শূন্যতা বলতেও সেই মামাবাড়ি। ছোটবেলায় আমি পুজোর ছুটি পড়লেই চলে যেতাম নেপাল থেকে সাত কিলোমিটার দূরে, ফুলবাড়ি টি এস্টেটের কোয়ার্টারে। সেই হাতি-চিতাবাঘ সংকুল অরণ্য নিকটবর্তী বিশাল কারখানার মণ্ডপে হত দুর্গাপুজো। ওরকম ধুমধাম আমি শহরেও খুঁজে পাইনি। সারাবছর সাইরেনের শব্দ ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, প্রতি পদে সাপ, বিছে, হাতি আর চিতাবাঘের ভয়কে সঙ্গী করে বেঁচে থাকার মধ্যে একদিন হঠাৎ ঘন চা বাগানে তিরতির করে বয়ে চলা খেমচি নদীর ধার ঘেঁষে গজিয়ে ওঠে অমোঘ কাশফুল। আর তারপরই ট্র্যাক্টরে করে মাটি, খড়, বাঁশ, ছাঁচ আর যাবতীয় জিনিস নিয়ে চলে আসেন মূর্তি গড়ার কারিগর। পুজোর গন্ধ ছুটে যায় সমগ্র বাগানে।

শয়ে-শয়ে মদেশিয়া শ্রমিক নারী-পুরুষ, আর তাঁদের রংবেরঙের পোশাক পরা ছেলেমেয়ের দলে ভরে উঠত কারখানার ঠাকুরদালান; কলকাকলি আর ঢাকের বাদ্যিতে সকলের কোমর ধরে নাচ, আমাকে আজও মনে করিয়ে দেয়, ক্যাপ বন্দুক ফাটানোর উত্তেজনা, রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মালিক-শ্রমিক এক হয়ে যাওয়া।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

খুকুর রিহার্সাল এবং উমার প্রত্যাবর্তন

অরিন্দম ঘোষ

আগেকার দিনে, বাড়ির বড়রা ছোট ছেলেমেয়েদের খোকা কিংবা খুকু বলে ডাকতেন। আজকাল তো সেসব ডাক আর শোনাই যায় না। কিন্তু আমার ছোটবেলার এক বন্ধু ওর মেয়ের নাম রেখেছে খুকু। ডাকনাম নয়, এটাই ওর আসল নাম। খুকু খুব মিষ্টি মেয়ে। হাসলেই গালে টোল পড়ে। খুব ছোটবেলা থেকেই খুকুর চোখের সমস্যা আছে। তাই খুকুর চোখে চশমা। চশমার পাওয়ার খুব বেশি। তাই কাচের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট চোখও বড় দেখায়।

গতবছর পুজোর সময় আমি খুকুকে প্রথম সামনাসামনি দেখি। খুকুকে কাছ থেকে দেখার জন্য আমাকে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। খুকুর জন্ম তো এদেশে নয়। খুকুর মা-বাবা দুজনেই প্রবাসী বাঙালি। খুকুর জন্ম হয়েছে নিউইয়র্কে। যেদিন খুকুর জন্ম হয়, নিউইয়র্কের আকাশে সেদিন ঝকঝকে রোদ। নিউইয়র্ক থেকে বিকেলের দিকে আমাকে ফোন করেছিল খুকুর বাবা, আমার বাল্যবন্ধু হিমবান। তখন আমাদের এখানে রাত দেড়টা।

মাঝরাতে ফোন ধরে আমি বললাম, কী ব্যাপার হিমবান?

হিমবান বলল, বাবা হয়ে গেলাম রে। আমি পাক্কা এক মিনিট কোনও কথা বলিনি। খুশি বেশি হলে এমনটা হয়।

ও প্রান্তে হিমবান তখন বলছে, হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস।

আমি বললাম, তোর স্ত্রী সুস্থ আছে? হ্যাঁ। কী নাম রাখলি?

হিমবান কোনও সংকোচ না করেই বলেছিল, খুকু।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর ভালো নাম?

হিমবান বলেছিল, ভালো নামই খুকু।

সেই খুকুর সঙ্গে দেখা হলো আমার পাঁচ বছর পরে। গতবছর পুজোর সময় দিন সাতেকের জন্য কলকাতায় এসেছিল হিমবান আর ওর স্ত্রী রুপালি। খুকু নিউইয়র্কের দুর্গাপুজো দেখেছে, কলকাতায় এই প্রথমবার দেখবে। দেশে ফেরার আগেই হিমবান জানিয়েছিল, যদি পুজোর সময় কলকাতায় ওদের পৈতৃক বাড়িতে দুটো দিন কাটাই, খুশি হবে। পুজোর চারটে দিন নিজের শহর ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। সপ্তমী, অষ্টমী নিজের শহরে কাটিয়ে নবমীর দিন

> খুকু বলল, দুর্গা ঠাকুর চলে যাবে কেন? আমি বললাম, এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন খুকু। ঠাকুর চলে যাবে আবার ফিরে আসার জন্য।

কলকাতা পৌঁছালাম। মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে খুকুদের বাড়িতে ঢুকেই দেখি ওর বাবার কোলে খুকু। আমি ভেবেছিলাম খুকু আমাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু আমাকে দেখেই খুকু চিনতে পেরেছিল কারণ ভিডিও কলে মাঝেমাঝে বিদেশ থেকে ফোনে কথা হয়েছে।

খুকু আমার হাতের প্যাকেটগুলো দেখে একটু রাগী মুখ করে বলল, তুমি মিষ্টি এনেছো?

আমি বললাম হ্যাঁ।

খুকু বলল, এখানে কেউ মিষ্টি খায় না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে? খুকু বলল, মিষ্টি খেলে সুগার হয় জানো না?

আমি জিভ কেটে বললাম, খুব ভুল হয়ে গেছে।

খুকুর মা, রুপালি হাসতে হাসতে বলল, যখন যা শুনছে, সেটাই নকল করে সবাইকে বলছে। খুব পাকা হয়েছে।

আমি খুকুর গাল নেড়ে বললাম, কালকে বিজয়ার দিন সবাই একটু মিষ্টিমুখ করে। বিজয়ার দিন একটু মিষ্টি খেলে দোষ নেই।

খুকু জিজ্ঞেস করল, বিজয়া কী?

আমি বললাম, সেটা জানার জন্য তো তোমাকে আমার কোলে আসতে হবে।

খুকুকে কোলে নিয়ে ঘুরতে লাগলাম বাড়িময়।

বললাম, খুকু আর একটা দিন। তারপরেই দুর্গা ঠাকুর চলে যাবে।

খুকু বলল, দুর্গা ঠাকুর চলে যাবে কেন?

আমি বললাম, এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন খুকু। দুর্গা ঠাকুর চলে যাবে আবার ফিরে আসার জন্য।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জার্মানিতে এখন ‘নো হিটলার’!

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

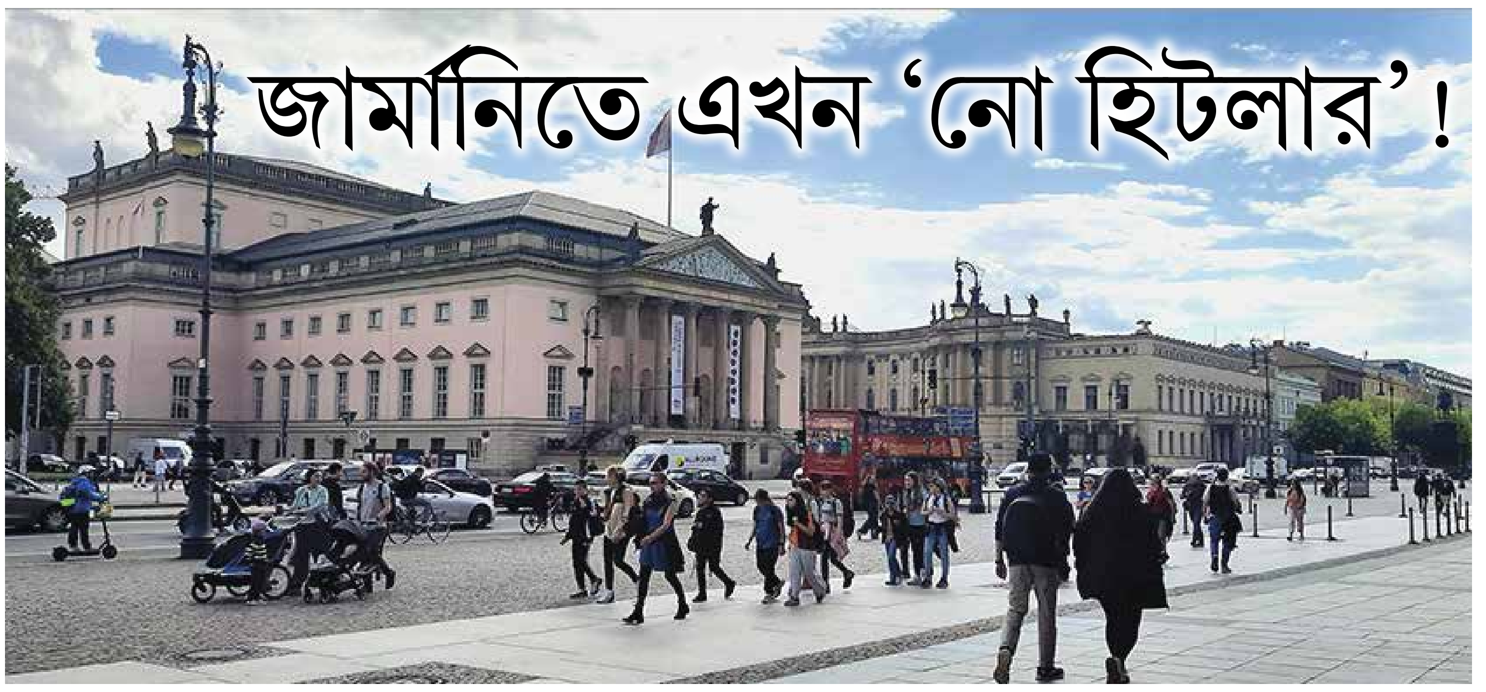

জার্মানিতে এখন হিটলার, ইহুদি-নিধন, নেতাজি সুভাষ-- এসব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা গর্হিত অপরাধ! আমাদের আমস্টারডামবাসী কন্যা, পৃথার কল্যাণে গত বৈশাখে বার্লিন সহ আধুনিক জার্মানির সামান্য কিছুটা ঘুরতে ঘুরতে এরকমই বুঝলাম। জার্মানি যাওয়ার আগে কয়েকদিন গ্রিসের রাজধানী, এথেন্সে ছিলাম। ফলে, ইতিহাসসিক্ত শুধু নয়, সাংঘাতিক পুরাকীর্তিময় ও এক অদ্ভুত ভূমধ্যসাগরীয় নীলিমার মায়াবহস্যঘটিত এথেন্স মহানগরীর রেশটা ছিল। যাই হোক, প্রথমবারের মতো বার্লিন-মিউনিখ ও খানিকটা আলপাইন-জার্মানি ট্যুর করতে করতে একজন নৃতত্ত্বে আগ্রহী ও ছাপোষা বঙ্গীয় লোকগবেষকের যা যা হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আমার মধ্যে সদ্য সদ্য ঢোকা এথেন্সীয় অ্যানটিকুইটিক কোশগুলো জার্মান পাওয়ারকে যেন প্রায় গলাধঃকরণই করে নিচ্ছিল। ফলে বার্লিনের জার্মান বড়লোকি আর জৌলুস আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র মন উচাটন করা উত্তেজনা কায়েম করতে পারেনি। একটু বাঁকা চোখেই কি আমি অটো ভন বিসমার্কের বড় সাধের জার্মান রাজধানী শহরটিকে দেখছিলাম কি না, জানি না! হতেও পারে!

সম্ভবত তার কারণ আমরা বার্লিনের ব্র্যান্ডেনবার্গ ফটকেই প্রথম দিন গিয়েছিলাম। এই ঐতিহাসিক ফটক দিয়েই ১৮০৬-এর অক্টোবরে রোমান বীর-সম্রাট নেপোলিয়ান বার্লিনে পৌঁছেছিলেন। নেপোলিয়ানের এই অভিযানকে কেন্দ্র করে আঁকা একটা বিরাট তৈলচিত্র বার্লিনের একটি মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালেও দেখলাম। কিন্তু গেটটা দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম যে বার্লিনের জার্মান কেষ্টবিষ্টুদের কাছে মধ্যযুগের শেষে এসেও ওই অগতির গতি ছিল আভিজাত্যের প্রতীক, গ্রিসের প্রাচীন অ্যাক্রোপলিসই। প্রাচীন অ্যাক্রোপলিস ফটকের অনুকরণেই ১৭৮৮-’৯১-এ জার্মানরা বার্লিনে তাদের এই স্থাপত্য-প্রতীকটি বানিয়েছিল। ফলে এই জার্মান কীর্তিটি স্বচক্ষে দেখে আমার গ্রিকদের প্রতিই শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। শুধু ফটকের ওপরে ওই ছুটন্ত ঘোড়াগুচ্ছের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটা দেখে মনে হচ্ছিল, এটা জার্মানদের নিজস্ব ভাবনা। কিন্তু এতে করে এটা অস্বীকার করা যাবে না, যে জার্মানরা সমকালীন ইউরোপের একটি বলবান শুধু নয়, প্রভাবশালী এবং প্রায় কাউকে পাত্তা না দেওয়া একটি জাতি। বিশ্বকাপ ফুটবলেও দেখেছি, জিতুক না জিতুক মস্তানি ওরা করবেই! এবার ইউরোপে আমাদের যৎসামান্য পারিবারিক ভ্রমণের অঙ্গ হিসেবে আমরা জার্মানির দুটি প্রধান শহর, বার্লিন ও মিউনিখ এবং আল্পসের কোলে গারমিশ উপত্যকায় বৈশাখের ক’টা দিন ছিলাম। জার্মানদের যে আমরা বিএমডব্লিউ, মার্সেডিজ-বেঞ্জ, অডি বা ভক্সওয়াগনের ঠাটবাটের জাতি বলি সেটা স্প্রি নদীর পাড়ে এসে বার্লিনের মিউজিয়াম আইল্যান্ডে হামবোল্ট ফোরাম বা বার্লিন ক্যাথিড্রালের ছাতালের ধোপদুরস্ত সিটিলাইফ দেখলেই বোঝা যায়। বার্লিনের টিভি টাওয়ার এলাকাটিও বেশ ঝকঝকে। এই জার্মান ভাইবটা বেশ উপভোগ্য! বার্লিন সেন্ট্রাল স্টেশনের বাইরে সামান্য কিছু সেলফোনওয়ালা সিরিয়ান উদ্বাস্তু ভিখারিদের দেখে এটা মোটেও বোঝা যাবে না! গোটা বার্লিন মহানগরের একটা প্রাণবন্ত গতি এবং ঝকঝকে ভাইবটা বেশ উপভোগ্য। এখানে লাল-হলুদ-নীল ট্রাম ও মেট্রো এবং বলাই বাহুল্য, মহানগরের ঝাঁ চকচকে বহুতল বাড়ি ও তার প্রশস্ত সড়কসমূহ। আবার বার্লিনের মতো অত দোর্দণ্ডপ্রতাপ না হলেও মিউনিখ বেশ শান্ত ও স্নিগ্ধ। যদিও নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম, রটেরডাম, বেনেহেগ সিটির ট্রামবাসগুলোর মতো জার্মানির ট্রাম-বাসেরা অত স্মার্ট ও সুন্দরী নয়! প্যারিসে যেমন আইফেল টাওয়ার, এথেন্সে যেমন অ্যাক্রোপলিস তেমনি বার্লিন শহরকেও ইদানীং উচ্চতা দিয়েছে ১৯৬৯-এ নির্মিত তার বিখ্যাত টিভি টাওয়ার। তার যত কাছে যাওয়া যাবে ততই বসে টাওয়ারের উঁচু ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ বসে আসি। বার্লিনের গর্ব হল এই মহামিনারটি প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের (৩০০ মিটার) চাইতেও উঁচু এবং বলা হয় ইউরোপের উচ্চতম নির্মাণ। ৩৬৮ মিটার। বার্লিন শহরের যে কোনও জায়গা থেকে এই টাওয়ার দেখা যায়। এর রেস্তোরাঁ অংশটি আবার রিভলভিং! ঘোরে। ফলে এখানে ক্যাপাচিনো বা বিয়ার খেতে খেতে আপনি গোটা জার্মান রাজধানী, বার্লিন মহানগরের জাদুসৌন্দর্য দেখতে পাবেন।

ছবি তুলতে পারবেন। রেস্তোরাঁ বাদে টিকিট মাথাপিছু ২৬.৫০ ইউরো মানে এই লেখা যেদিন লিখছি, সেদিনের হিসেবে ভারতীয় মুদ্রায় ২,৭৪৮ টাকা। দলে চারজন থাকলে আপনার ১০ হাজারেরও বেশি চলে যাবে শুধু এই টাওয়ারটিতে উঠতে!

কয়েকদিন বার্লিন ঘুরে বোঝা গেল জার্মানি তার খারাপ দিনগুলোর কথা ভুলতে চাইছে। এখানে প্রকাশ্যে হিটলারের কথা আলোচনা করা নিষিদ্ধ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তো দূর অস্ত! ৩০ বছর ধরে দুই জার্মানির মধ্যে যে ঐতিহাসিক দেওয়াল ছিল তার স্মৃতি যাতে ধূসর হয়ে না থাকে তারও বন্দোবস্তও করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে অবধি থাকলেও এখন ঐতিহাসিক বার্লিন ওয়ালের কোনও ভাঙা অংশ যেমন বিরল তেমনি কোথাও কোনও ভাঙা পাথরের টুকরো আর পড়ে নেই। ১৯৯০-এ দুই জার্মানি এক হয়ে যাওয়ার পর থেকেই দেওয়ালের অবশিষ্ট অংশগুলোকে একদম ওয়েল ফিনিশ করে রাখাটা জার্মানি সরকারের এখন একটি টপ প্রায়োরিটি। তার ওপর অন্তত এক কিলোমিটার দেওয়ালে নানারকম গ্রাফিতি এঁকে তাকে ইস্টসাইড গ্যালারি নামে একটা পর্যটনকেন্দ্রের রূপ দেওয়া হয়েছে। দেশবিদেশের স্ট্রিট আর্টিস্টদের এনে এখানে গ্রাফিতি আঁকানো হয়েছে। বলা হচ্ছে ইস্টসাইড গ্যালারি এখন একটি বড় স্ট্রিট আর্ট ও গ্রাফিতি গ্যালারি, পারলে মিউজিয়াম! কিছুতেই বোঝা যাবে না, এখানে কোনওদিন দুটি দেশের সীমানা ছিল। বুঝলেও এসব রাজনৈতিক ও মুক্তমনা বিকল্প গ্রাফিতির পাল্লায় পড়ে লোকজন ওসব ভুলে যাবে! জার্মানিতে আসা লোকের মধ্যে একটা ‘ফিল গুড’ ফিল দিতে বার্লিন এখন অত্যন্ত তৎপর। এই হল আধুনিক বার্লিন!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ দিনগুলোতে পাঁচ-ছয় মাস হলেও গোয়েবল্স সহ হিটলার, ইভা ব্রাউনরা যেখানে থাকতেন, একটি বোর্ড ছাড়া বার্লিন শহরের সেই ঘটনাবহুল ফুরেরবাংকারটির অস্তিত্বই এখন আর নেই। ওপর থেকে মাটি বুজিয়ে এমনভাবে জায়গাটিকে ঢেকে ফেলা হয়েছে যে বোঝাই যাবে না, এখানে দ্বিতল একটি সামরিক গুহাছাউনি বা যুদ্ধ বাংকার ছিল। জার্মান সরকার চাইছে না হিটলারের স্মৃতিবিজরিত এই এয়ার রেইড মিলিটারি শেলটারটির চিহ্ন অন্তত মানুষ দেখুক, জানুক। খুব বেশিদিন আগে নয়, ১৯৩৬ ও ১৯৪৪-এর দুই পর্যায়ে বাংকারটি তৈরি করিয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। বাংকারটি ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতেও কার্যত নাৎসিবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্র ছিল। হিটলার তার সঙ্গী, ইভা ব্রাউনকে এই বাংকারেই বিয়েও করেছিলেন। ১৯৪৫-এর এপ্রিলেই সোভিয়েত লাল ফৌজের আক্রমণের পর হিটলার ও ইভা ব্রাউন এখানে আত্মহত্যা করেন। জানা যায় ১৯৮৮-’৮৯ সালে এমনকি ২০০৬-এও বাংকারটির কিছু চিহ্ন ছিল। তারপর ধীরে ধীরে বার্লিন সরকার বাংকারটির চিহ্নগুলোও প্রায় মুছে ফেলেছে। এখানে গিয়ে হতাশ হতে হল। বার্লিন চাইছে পর্যটকরা হিটলারের ছায়াবর্জিত নতুন জার্মানি দেখুক। তারা চাইছেন আপনি নাৎসি যুগ ভুলে যান, নাৎসি-জার্মানদের ইহুদি-নিধনের কলঙ্কিত ইতিহাস ভুলে যান। ইহুদি নিয়ে জার্মানিতে প্রকাশ্যে কথা বলতেও এখন আপনাকে সাবধান হতে হবে। ইহুদি প্রোটোকল আছে! আপনি শুধু চর্চা করবেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর বার্লিন ও জার্মানি কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে!

ফুরেরবাংকারের কাছেই ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট ও বিদেশি দূতাবাসপল্লি থেকে সামান্য হাঁটাপথে বার্লিন সরকার ২০০৫-এ একটি নতুন স্মারক উদ্যান বানিয়ে উদ্যানটিকে হলোকাস্টে মৃত ইহুদিদের স্মৃতিতে উৎসর্গ করেছেন। উদ্দেশ্য, কলঙ্কিত ইহুদি-নিধন কাণ্ডের প্রতি অনুশোচনাকে জনসাধারণের সামনে আনা। ৪.৭ একর জমির ওপরে এই স্মারক উদ্যান। এখানে নানা আকারের ২,৭১১টি চতুষ্কোণ বাক্সের মতো স্মৃতিস্তম্ভ সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা। এগুলো কারও নামে নয়। অনেকটা টু হুম ইট মে কনসার্ন-এর মতোই, নামহীন! খুবই ঝকঝকে স্মৃতিবাক্সগুলো কালো মার্বেল পাথরের এবং চমৎকার সেগুলোর পালিশ। স্মারক উদ্যানের ইনফরমেশন কেন্দ্রে ৩০ লক্ষ হলোকাস্ট ভিকটিমের নামের তালিকা রাখা আছে। শোনা যায়, জার্মানির বন্ধু, ইহুদি রাষ্ট্র, ইজরায়েলের সঙ্গে যোগসাজশে এই স্মারক উদ্যান।

বার্লিনের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি (স্থা.১৮১০ খ্রি.) ক্যাম্পাসটি অসাধারণ। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের ৪৭ বছর আগে এই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্ম। এই জায়গাটি আমার মতে বার্লিনের সেরা স্পট। রাস্তার দু’পাশে ছড়িয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ডিপার্টমেন্ট। মূল বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে গিয়ে

আয় মন বেড়াতে যাবি

রীতিমতো শিহরন লাগে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ফিজিক্স পড়াতেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ১৯১৪ সালে আইনস্টাইন এখানে প্রফেসর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। রোমকূপ রীতিমতো খাঁড়া হয়ে যায় যখন জানতে পারি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম জার্মান তাত্ত্বিক জর্জ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), দুনিয়া-কাঁপানো দার্শনিক কার্ল মার্কস, বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এখানে পড়তেন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের নামও যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা বুঝতে পারলে অনেকেই স্তম্ভিত হবেন! এঙ্গেলস হামবোল্টের ছাত্র ছিলেন না কিন্তু রাজনৈতিক আড্ডা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই যৌবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়েছিলেন। সম্ভবত এই ক্যাম্পাসেই মার্কসের সঙ্গে তার সখ্য ঘটে। নয়া জার্মানির রূপকার বলে যার কথা বলা হয় সেই ওটোভন বিসমার্কও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এখন পর্যন্ত ৫৭ জন নোবেল লরিয়েটের নাম জড়িয়ে আছে হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। নাৎসি আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ২০ হাজার বই পোড়ানো হয়েছিল হিটলারের নির্দেশে। শুনেছিলাম, যেখানে বইগুলো পোড়ানো হয়েছিল সেই জায়গাটি ঘিরে রেখে চিহ্নিত করে রাখা আছে। যেদিন সেখানে গিয়েছি সেদিন দেখলাম সেই গ্রন্থ-শ্মশানটি জনসাধারণের জন্য খোলা নয়। কোনও কারণে জায়গাটি দর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। ঠিক ফুরেরবাংকারের মতোই ঘটনা! এই হচ্ছে নতুন বার্লিন, নয়া জার্মানির সূক্ষ্ম পলিটিক্স! সবকিছু দেখাব না!

পাশেই স্প্রি নদীর দ্বীপে, মিউজিয়াম আইল্যান্ডে

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জার্মান সংস্করণ, হামবোল্ট ফোরাম ও জার্মানির বৃহত্তম প্রটেস্টেন্ট চার্চ, বার্লিন ক্যাথিড্রালের চোখধাঁধানো স্থাপত্য দেখে জার্মানদের মাস্টারির তারিফ করতে হয়। মনে মনে করেছিও। এরই পাশে মার্কস-এঙ্গেলস ফোরাম নামে একটি পার্কে ৭ মিটার উঁচু কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জোড়া ব্রোঞ্জ মূর্তি। শুধু মূর্তি দেখে নয়, মার্কস যে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকাতেই ছাত্রাবস্থায় থাকতেন সেটা জেনেই একটু বিস্মিত তো হতেই হল। প্রবল প্রতাপান্বিত বার্লিন সরকার মার্কসের ১৯৫তম জন্মদিনে ১৯৮৬ সালে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমরা যেরকম জার্মানি বলতে হিটলারকে জানি, গুন্টার গ্রাসকে জানি, ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলারকে জানি, সেরকমই তো কার্ল মার্কসকেও জার্মানির নামে জানি। ফলে বার্লিনে শহরে মার্ক্স-এঙ্গেলসের মূর্তি না দেখতে পারলে সত্যি খারাপ তো লাগতই!

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম, বার্লিন শহরের বার্লিন স্টোরি বাংকারটি দেখে। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমাবর্ষণ থেকে সাধারণ মানুষের বাঁচার জন্য এই শেলটারটি নির্মিত হয়েছিল। শেলটারটি ১২ হাজার মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হত। হিটলার নিজেও এখানে ছিলেন। এখন এটি একটি ত্রিতল মিউজিয়াম বলা যেতে পারে, কারণ এখানে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানির ইতিহাসের বহু নিদর্শন আছে। এখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ।

আল্পস পাহাড়ের পাদদেশে অস্ট্রিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র ও সুইৎজারল্যান্ড সীমান্তে একটি সুন্দরী জার্মান রাজ্য, বাভারিয়া। বাভারিয়ার রাজধানী মিউনিখ। এই গোটা বাভারিয়া রাজ্য তথা এর রাজধানী মিউনিখ পরাক্রমী মহানগর জার্মানির এক স্নিগ্ধরূপ বলা যায়। ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট যদি বার্লিনের মুখ হয়, মিউনিখের সিটি-সিম্বল তাহলে দ্বাদশ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী সেন্ট পিটার চার্চ। মারিয়ানপ্লাৎজ বা মিউনিখ সেন্ট্রালের এই গগনচুম্বী গির্জার বার্তায় যে স্নিগ্ধতা সেটাও জার্মানির একটা রূপ। এই মিউনিখেই ৬৫০ বছরের উইটলবাক বংশের ঐতিহ্যবাহী বাভারিয়া রাজবাড়ি, মিউনিখ রেসিডেন্সি একটি অনবদ্য স্থাপত্য-ক্যাম্পাসই শুধু নয় আদি জার্মান স্বাভিমানের উদাহরণ। মিউনিখে বার্লিনের মতো নাগরিক চাকচিক্যের অত জেল্লা না থাকলেও প্রতি পদে পদে এক সুন্দরী মহানগরের স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য আছে। এই লাবণ্যের শক্তিও কম নয়! সেটা মিউনিখের শক্তি। এর মধ্যেই রাজবাড়ির কাছে ৩০০ বছরের প্রাচীন একটি বাভারিয়ান রেস্তোরাঁ, Metzgerwirt (আমাদের উচ্চারণে অনেকটা ‘মেটস-গার-ভিত’)। তার স্বমহিমায় আদি জার্মানির সাংস্কৃতিক আভিজাত্য জাগ্রত। এসব নিয়ে অপূর্ব মিউনিখ মহানগরী। শুধু বার্লিন ঘুরে চলে গেলে, মিউনিখ না এলে জার্মানির এই কোমল রূপটি মিস করতাম! হ্যাঁ, ১৯৭২-এ এই মিউনিখ অলিম্পিক ভিলেজেই প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিরা হামলা করেছিল। তখন আমার অন্তত কামাখ্যাগুড়ির ফুটবল মাঠেই সময় কাটত। আবছা আবছা মনে আছে। সেবার মিউনিখে সামার অলিম্পিক হচ্ছিল। এবারও মিউনিখ সফর শেষ করে সেই কলঙ্কিত মিউনিখ স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি, শুনি একটু পরেই এখানেই ইউরোপীয় কাপ চ্যাম্পিয়ানশিপের ফিনালে। ততক্ষণে মাঠে পৌঁছে গিয়েছে প্যারিস ও ইতালির দুই বিখ্যাত ক্লাব। মিউনিখ স্টেডিয়াম, বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা কাচের একটি প্রকাণ্ড বলের মতো, অসাধারণ!

##

পৃথার বদান্যতায় জার্মানির আরেকটি রূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেটা হল, আল্পস পাহাড়ের কোলে অপরূপ গারমিশ উপত্যকা। আল্পস পাহাড়তলিতে এই গারমিশ উপত্যকায় একবার গেলে আপনি আরেকবার আসার কথা ভাববেনই। আল্পসের টান সাংঘাতিক। মিউনিখ সিটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে জার্মানি-অস্ট্রিয়া সীমান্তের দিকে গেলে আল্পস পর্বতাঞ্চল শুরু হয়। এই আল্পসের উপত্যকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উচ্চতায় গারমিশের আকর্ষণ, বিখ্যাত আইবিস লেক। এই লেকের পাশ দিয়ে জার্মানির উচ্চতম আল্পস পর্বতশৃঙ্গ, জুগস্পিটজে (২৯৬২ মিটার) যাওয়া যায়। ফলে গারমিশ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাইকিং ও স্কেটিং উপত্যকা। চারিদিকে তুষারাবৃত আল্পসের একেকটি নীলাভ গগনচুম্বি শৃঙ্গ, তার মাঝে অপরূপ একটি নীল জলের লেক! ১৭৭ হেক্টরের অদ্ভুত এক রাক্ষুসে লেক, অথচ তার অনবদ্য নীলিমা। এখানে একদিন কাটিয়ে মনে হয়েছিল, পার্বত্য জার্মানি সাংঘাতিক!

যাই বলে না, বলো আসি

তেরোর পাতার পর

দৈবীশক্তিসম্পন্ন দেবী, মাতা, কন্যা। তিন পরিচয়ে যে মৃন্ময়ীমূর্তি পূজিতা হন তা আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও মাটিতে মিশে যায় বিসর্জনের বিদায়ে। চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীরূপ দিয়েই বিদায় জানাতে হয়। চিন্ময়ীর তো বিদায় হয় না, তিনি নিত্যা, তিনি সদা সর্বভূতে বিরাজমান। তাই তাঁর মাটির রূপটিকে পঞ্চভূতে বিলীন করে বিদায়ের মালাখানি গলায় পরা। মানুষের দেহ যেমন পঞ্চভূতে গড়া, দেবীরও তাই। তিনি তো মানুষেরই দেবী। তাই মাটি থেকে তাঁর উদ্ভব, জলে তাঁর বিসর্জন। আবার তিনি নিরাকারা চিন্ময়ী হয়ে মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।

এই ঐতিহ্য, এই রীতি। জলে যা বিসর্জন হয় তার ক্ষয় নেই। সামনের বছর আবার এসো মা। মমচানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ। পুজোর শেষে শান্তিজল..বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি। কোথাও বা রেওয়াজমাফিক উড়িয়ে দেওয়া হয় নীলকণ্ঠ পাখি। অতি ভক্তিমান বা ভক্তিমতী হয়তো দেখতেও পান, মায়ের মুখে গর্জনতেলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অশ্রুরাশি। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল, কৈলাসে মহাদেবকে খবর দিতে, এবার উমা কৈলাসে ফিরছেন। কিন্তু শিব তো এই ক’দিন উমার মাথার ওপরেই ছিলেন। তিনি কি তবে আগেই ফিরেছেন? তাই হয়তো হবে। বিজয়ায় জামাই বিদায়ের ঘটাপটা নেই, এ শুধু মেয়ে বিদায়ের অশ্রুসিক্ত মুহূর্তগুলি। এখানে অশ্রুতে যন্ত্রণার চেয়ে আনন্দ অধিক, নতুন কাজ শুরু করার শুভ মুহূর্ত বিজয়া দশমী। বিদায়কে উৎসব করে তোলার শিল্প আর সাংস্কৃতিক বোধ বাঙালির মজ্জাগত। কল্পনা আর সৃজনশীলতার একটি পরিপূর্ণরূপ মহামায়া, তাঁর বিদায় অবাঙালি মতে ‘বিদাই’ বা ‘ভিদাই’ নয়। তাঁর নিমজ্জনে গভীর আধ্যাত্মিকতাবোধ, যার তাৎপর্য প্রাণীজগতের শুভাশুভের দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিশে আছে।

‘যৎ পূজিতং ময়া দেবী পরিপূর্ণং তদস্তু মে’

হে দেবী, আমার পূজা যেন পূর্ণতা পায়।

শূন্য মণ্ডপ, ভাঙা হাট...সব আনন্দ যেন নিয়ে চলে গেলেন জননী। বিদায়ের ক্ষণটুকু যাতে বিষাদমলিন না হয় সেজন্য বিদায়ের উৎসব বাঙালির বিজয়া দশমী।

মূর্তি বিসর্জনের আগে সপুত্রকন্যা মায়ের মুখে দেওয়া হয়েছে বাঙালির প্রিয় মিষ্টি, সন্দেশ। বিদায়ের লগ্নে কোলাকুলি আর প্রণামের পালা শেষে মিষ্টিমুখের ঐতিহ্য। মা কেন গিয়েছেন? আবার সামনের বছর আনন্দের পসরা নিয়ে আসবেন বলে!

দেবী কি একেবারে চলে যেতে পারেন কখনও? মা ফেলে যেতে পারেন সন্তানকে? ঢাকের বাদ্যি থেকে কাঁসরঘণ্টা বলে, ‘আবার এসো।’ বাড়ির বড় গিন্নি লাল গরদে ঘোমটা দিয়ে বলেন, ‘আবার এসো।’ জিনস পরা বালিকা চোখের মাস্কারা মুছে বলে, ‘আবার এসো মা।’ সেজোকর্তা ধুতি সামলাতে সামলাতে বলেন...‘আসছে বছর!’ ঐশ্বরিক মহিমা কখন যে একান্ত মানবিক হয়ে মায়ের আঁচলের খুঁটে, খোকার আধোবুলিতে, খুকির উজ্জ্বল চোখের মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গিয়েছে, কে জানে!

তাই বাঙালির বিজয়া দশমীর বিদায় মানে...এই, সামনের বছর পুজো কবে রে?

দশমীর বিদায়ের দিন দশেরা উৎসব। রামচন্দ্রের রাবণ নিধন, অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ শক্তির জয়। ওই শুক্লাদশমীতেই অজ্ঞাতবাস পর্বে শমিবৃক্ষ থেকে অস্ত্র নামিয়ে কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। কিন্তু বাঙালি হিন্দুর বিজয়া দশমীর বিদায়ে কোনও সংহার নেই। এ কেবল দেবী বিদায়ের ব্যথা, কিংবা তার অধিক কন্যা বিদায়ের বেদনা। এক চিরকালীন ঘরোয়া বিষণ্ণতা, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আশার আলো...আসছে বছর আবার হবে। তাই তো বিদায়ের সময় মায়ের মুখে মিষ্টান্ন দিয়ে ছলছল চোখে বলে ওঠা, যাই বলে না মা। বলো আসি। দুগ্গা, দুগ্গা।

জলে ভাসে মায়ের পানপাতাসদৃশ মুখ, রাংতার মুকুটখানি-

যেন দর্পণে শরৎশশী। আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ বলে... আবার এসো। নদীর জল বলে, আবার এসো। যা কিছু নদীগর্ভে লীন হয়, তারই তো পুনর্জন্ম হয়!

মানুষ আর মহাকাশের স্বর যেন মিলে মিশে যায়। কলস্বরে বলে ওঠে বিদায়ের বাণী...আবার এসো মা! তিনি আদ্যাশক্তি, তিনি মহামায়া...তাঁকে বিদায় দেবে কে?

যেন দর্পণে শরৎশশী। আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ বলে... আবার এসো। নদীর জল বলে, আবার এসো। যা কিছু নদীগর্ভে লীন হয়, তারই তো পুনর্জন্ম হয়! মানুষ আর মহাকাশের স্বর যেন মিলে মিশে যায়।

খুকুর রিহার্সাল এবং উমার প্রত্যাবর্তন

তেরোর পাতার পর

খুকু একটু চিন্তা করে বলল, আবার কবে আসবে?

আমি বললাম, আবার পরের বছর আসবে।

খুকু চেঁচিয়ে বলল, এতো লেট? এতো লেট কেন?

খুকু কিছুই বুঝবে না, তবুও আমি বললাম, যত দেরি হয়, অপেক্ষার মাধুর্য তত বাড়ে।

রুপালি বলল, খুকু, চলো, তুমি এখন ভাত খাবে। কাকাই অনেক দূর থেকে এসেছে, কাকাইকে রেস্ট করতে দাও।

হিমবান বলল, রোজ খেতে বসার সময় ওকে নতুন কোনও গল্প শোনাতে হবে। নাহলে ও খায় না। আমার স্টকে যা ছিল সব শেষ। তুই তো লিখিস, আজকে তুই যা পারিস শোনা।

খুকুকে গল্প শোনাতে গিয়ে আমি সত্যিই বিপদে পড়লাম। যে চেনা গল্পগুলো ছোটদের শোনানো হয়, সেগুলো বলতে গিয়ে দেখি খুকুর সব মুখস্ত। আমি বুঝলাম এবার গল্প বানাতে হবে।

বললাম, শোনো, একদিন হয়েছে কী, মা দুর্গা যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন সিংহ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছিল।

খুকু ফিক করে হেসে ফেলে বলল, সিংহ পান খায়?

আমি বললাম হ্যাঁ। পান খায় বলেই ওদের মুখের ভেতরটা লাল।

গল্প শুনতে শুনতে খুকুর ভাত খাওয়া হয়ে গেল। রুপালি বলল, এই দু’দিন গল্প শোনাতে তুমিই আমাদের আশা ভরসা।

খুকু বলল, আশা কী?

আমি বললাম, আশার উপরেই পুরো পৃথিবী টিকে আছে খুকু। তুমি বড় হলে বুঝবে।

খুকু মুখ বেঁকিয়ে বলল, আমি সব বুঝি।

আমি বললাম, ঠিক বলেছিস। আমরা বড়রা ভাবি ছোটরা আসলে কিছু বোঝে না। কিন্তু ছোটরা আসলে বড়দের থেকে বেশি বোঝে। আচ্ছা খুকু, তোমার আশা কী বলো।

খুকু একটু চিন্তা করে বলল, প্রতি বছর দুর্গা ঠাকুর যাতে লেট না করে একটু তাড়াতাড়ি আসে।

আমি বললাম, আর?

খুকু বলল, আর দুর্গা ঠাকুরের ত্রিশূলটা যাতে আমাকে দিয়ে দেয়।

আমি বললাম, কেন ত্রিশূল দিয়ে কী করবে খুকু?

খুকু একটুও চিন্তা না করে বলল, অসুর বধ করবো।

আমি বললাম, ঠিক বলেছিস। আমাদের সমাজটা, আমাদের পৃথিবীটা দিনে দিনে অসুরে ভরে যাচ্ছে। আমাদের ঘরে ঘরে তোর মতো যে উমারা বড় হচ্ছে, তাদের অনেক অসুর বধ করতে হবে।

বিজয়ার পরের দিন আমার ফেরার টিকিট ছিল। চলে আসার সময় আমি খুকুকে বললাম, খুকু, আজ থেকে আমি তোমাকে উমা বলে ডাকবো।

খুকু বলল, কেন?

আমি বললাম, দুর্গা ঠাকুরের আরেক নাম উমা তাই। দুর্গা ঠাকুরের তিনটে চোখ। তোমারও তাই।

খুকু ভুরু কুঁচকে আছে দেখে আমি বললাম, এই যে চশমাটা তোমার তিন নম্বর চোখ। তোমার আরেকটা চোখও আছে, ওটা মনের চোখ। ওটা বড় হলে টের পাবে।

খুকু বলল, আমি অলরেডি বড়।

খুকুর সঙ্গে সেটাই সেবছর আমার শেষ কথা। এবছর খুকু আর ভারতে আসেনি। তবে আমাদের মধ্যে মানে খুকুর সঙ্গে আমার একটা গোপন চুক্তি হয়েছে। খুকু বলেছে, যে বছর খুকু আসবে, পুজোর সময় দুর্গা ঠাকুর যেমন অসুরকে বধ করে, তেমনি খুকু দুর্গা সেজে আমাকে অসুর সাজিয়ে বধ করার রিহার্সাল করবে। যাতে বড় হয়ে ও অনেক অসুরকে বধ করতে পারে। আমি ভালো করে ভেবে দেখেছি চুক্তিটা নেহাত খারাপ না। আমাদের ঘরে ঘরে যে উমারা বড় হচ্ছে, তারা এভাবেই রিহার্সাল করুক, যাতে বড় হয়ে সমাজের অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। তাই মনে মনে পরের বছরের পুজোর অপেক্ষায় আছি। অপেক্ষা করছি খুকু কবে সত্যি সত্যি উমা হয়ে উঠবে। কারণ আমার মনে হয়, আমাদের পৃথিবীর আগামীদিনের ভবিষ্যৎ এই উমাদের প্রত্যাবর্তনের আশার উপরেই টিকে থাকবে।

অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

তেরোর পাতার পর

দিদিমাকে ‘উইমা’ বলে ডাকতাম। কীভাবে যেন সবসময়ই আমি উইমার মুখেই খুঁজে পেতাম ঠাকুরদালানের উমার মুখ। দশমীর পরদিন খাঁখাঁ মণ্ডপ দেখে মন খারাপ করে জানলার ধারে বসে থাকলে, টকটকে ফর্সা হাত দিয়ে উইমা যে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতেন আমার কৃষ্ণবর্ণ গায়ে, তাতে কী অপূর্ব ভঙ্গিমায় কেটে যেত কষ্ট! শূন্যতার অনুভব।

এই তরুণ বয়সে এসে দেবীর বিদায় মানে আমার কাছে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির বিসর্জন। গোটা শহর উপচে পড়ে সেখানে। বাদ্যিকরের ঢাকের কাঠিতে যে ঝংকার ওঠে শব্দের, তাতে কীভাবে যেন বিদায়ের সুরটাও স্পষ্ট বোঝা যায়। মন আপনে আপ খারাপ হতে শুরু করে। যেন জানি এখনই শূন্য হব। রিক্ত হব। তবুও, সবাই মিলে মেতে উঠি দেবীর চলে যাওয়ার যাত্রাপথে।

রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে অগণিত জনতার সামনে ঢাকের বাদ্যমুখরিত বাতাসে যখন কাঠামো সহ দেবীকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে বিসর্জন দিচ্ছে সবাই, তখন অজান্তেই ফুঁপিয়ে ওঠে প্রবীণ থেকে নবীন শহরবাসী। খুব ধীরে ধীরে, গুটিগুটি পায়ে যেভাবে নেমে আসে অন্ধকার, তেমনই পুকুরের জলে তলিয়ে যেতে থাকেন সুসজ্জিতা দেবী দুর্গা। প্রতি পলে অনুপলে তলিয়ে যাচ্ছেন দেবী আর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠছে। শেষমুহূর্তের নাচে ধূলিধূসরিত হয়ে যায় সমগ্র চরাচর। আর সেই ধুলো যত কাটতে থাকে, ততই প্রকট হয়ে ওঠে বিষণ্ণতা। শূন্যতার অভূতপূর্ব অনুভূতি। কিন্তু কীসের এই শূন্যতা?

আসলে দুর্গাপুজো যে বাঙালির কাছে কেবলই ধর্মীয় অনুষঙ্গ নয়! এটি সামাজিক উৎসব। বহুদূরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা, নতুন জামা পরে ঘুরতে বেরোনো, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, রাতভর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা— সব, সব মিলিয়ে এই কয়েকটি দিন বাঙালির বারো মাসের সেরা মুহূর্ত হয়ে ওঠে। তাই পুজোর অন্তিম ক্ষণে মনে হয়, হঠাৎই সব ফুরিয়ে গেল। যেন রাতভর আলো জ্বলে ওঠার পর, ভোরে এক লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে অন্ধকার ঘরে ফিরে আসতে হচ্ছে।

বিদায়ের এই আবহে সবচেয়ে সুস্পষ্ট যে বিষয়টি অনুভব করা যায়, তা হল শূন্যতা। ঢাকের তালে, ধূপধুনোর গন্ধে, উলুধ্বনিতে যে ঘোর তৈরি হয়, তা দশমীর জলস্নাত প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে যায়। জলের হৃদয়ে প্রতিমা মিশে যেতে থাকে, গলে যেতে থাকে মৃত্তিকা, আর মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে তটের ধারে। সকল লোকের মাঝে, কিন্তু নিজেরই মুদ্রাদোষে-একা। নিঃসঙ্গ।

নতুন জামার ঝলক ম্লান হয়ে যায়। রাস্তার আলোও নিভে আসতে শুরু করে, মাইক হয়ে যায় বন্ধ। মনে হয় যেন গোটা শহর-গ্রাম ক্লান্ত হয়ে নিদ্রায় ডুবে যাচ্ছে। অথচ হৃদয়ের ভেতরে তখন একটাই প্রশ্ন— আবার কবে আসবে মা?

এই শূন্যতার মুহূর্তে আসলে যে বেদনাটি জন্ম নেয়, সেটি বিজ্ঞানসম্মত। আনন্দ যত বেশি, তার বিদায়ের বেদনাও ততই তীব্র। ততই অপার্থিব। আমরা জানি দেবী প্রতি বছর আসবেন। আশ্বিনের শারদপ্রাতে দিকে দিকে যখন জ্বলে উঠবে আলোকমঞ্জির, তখন তিনি ফিরবেনই। তবুও এই বিদায়ের ব্যথা যেন কমে না। তার আরেকটা কারণ অবশ্য প্রকৃতিও।

পুজোর পরপরই তীব্রভাবে জাঁকিয়ে বসে হেমন্তকাল। বিষণ্ণ হেমন্তকাল। দুপুরটা শেষ হলেই কেমন যেন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো দশা হয় রোদের। মন কিছুতেই ভালো লাগে না। প্রতিটি মানুষই যে যার কর্মজীবনে ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উত্তেজনা ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। ঋতুর এই বিষণ্ণতা দেখেই হয়তো শক্তি চাটুজ্জে একদিন ভেবেছিলেন, হেমন্তের এ অরণ্যে একজন পোস্টম্যানের খুব প্রয়োজন।

আর তাই শূন্য পোস্টকার্ড নিয়েই আমরা আজও পোস্টম্যান হয়ে দোরে দোরে ঘুরি, বিজয়া করতে যাই পুনর্মিলনের সাধে। কিন্তু শৈশবের সেইসব দিন ফেরে না। যেভাবে বাবা আর কখনও নিয়ে যাবে না ভাগলপুর, যেভাবে ভাগলপুরে মায়ের মাসিরা কেউ আর থাকে না। যেভাবে উমার সঙ্গে উইমাও চলে গিয়েছে আমাকে ছেড়ে, একা, উমার কাছে। আমি শুধু পোস্টকার্ড লিখে যাই। স্বর্গের ঠিকানায়।

লায়ার

শৌর্য চৌধুরী

‘তারপর কী হল? ওঁকে আর সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেল না?’

প্রশ্নটা শুনে সুতনু জানলার বাইরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বিশাল বাড়ির কেয়ারি করা লনে মালি জল দিচ্ছিল। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র; মানুষ নয়। এই বাংলোর একমাত্র রক্তমাংসের বাসিন্দা সুতনু ব্রহ্ম নিজে। বাকি সব কাজ যন্ত্রেরা করে থাকে। তাঁকে সঙ্গও দেয় বটে।

শরৎকাল। ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘেরা কোন গোপন সম্মেলনে মেতেছে তীব্র নীল আকাশের মাঝে। কিছুক্ষণ সেই আকাশটা পর্যবেক্ষণ করার পর বর্ষীয়ান সংগীত পরিচালক বিনম্রর দিকে ফিরে আবার বলতে শুরু করলেন।

‘না, সম্বিত বসুকে আর কেউ দেখেনি। উড়ো খবর এসেছিল তাঁকে নাকি হিমাচল বা তিব্বত, কোথাও একটা দেখে গেছে গিটার হাতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে। তবে সবই শোনা কথা। ওঁর ছেলে-বৌ বহুদিন খুঁজেছিল। ফেসবুকে ‘ফাইন্ড মাইস্ট্রো সম্বিত বসু’ বলে একটা গ্রুপও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সে সময়। থানা-পুলিশ তো ছোটখাটো ব্যাপার, পার্লামেন্ট পর্যন্তও গিয়েছিল ইস্যুটা, আফটার অল সম্বিত দু’দুটো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।’

এই অবধি বলে একটু দম নিলেন সুতনু। একটা সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে দিল আরেকটি মিনি রোবট। অনেকক্ষণ ধরেই সেটি চারপাশে ঘুরঘুর করছে, সুতনুর ফাইফরমাশ খাটছে। রোবটটিকে কোনও হুকুম করতে হয় না, সুতনুর ব্রেনের নিউর‍্যাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সফটওয়্যার সিঙ্ক করা আছে। এ কথা তিনিই একটু আগে বিনম্রকে বলেছেন।

সুতনু বলতে থাকলেন, ‘যে সময়টার কথা হচ্ছে তখন আমরা দুজনই টপে। বিশাল রাইভালরি। সেই সময়ই খবরটা এল আর সব বদলে দিল।’

‘মানে ওই প্রতিযোগিতাটার খবর?’, বিনম্র পালটা প্রশ্ন করল।

বিনম্র মণ্ডল একটি নিউজ পোর্টালে চাকরি করে। বিনোদন কভার করে। সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সুতনু ব্রহ্মর মতো একজন কিংবদন্তি সুরকার, যিনি গত দশ বছরে একটিও সাক্ষাৎকার দেননি, বরং বীরভূমের এই দেশের বাড়িতে চলে এসেছেন সব ছেড়েছুড়ে, প্রায় অজ্ঞাতবাসেই রয়েছেন, তিনি তাঁর মেসেজের উত্তর দিয়েছেন এবং সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছেন।

‘হ্যাঁ, ওই প্রতিযোগিতাটা। মাইক্রোটোনাল মিউজিক ফাইট। তুমি মাইক্রোটোন কী জানো?’

‘হ্যাঁ স্যর, দুটি সুরের মাঝের ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে মাইক্রোটোন বলে। মানে দুটি প্রচলিত সেমিটোনের মাঝের ইন্টারভ্যালগুলো।’

সুতনু উত্তরটা শুনে প্রীত হলেন মনে হল। সিগারেটটা নিভিয়ে বললেন, ‘যাক, তোমার সঙ্গে মেসেজে কথা বলার সময়ই মনে হয়েছিল তুমি মিউজিক নিয়ে কিছুটা চর্চা করেছ। মানে ধরো, সা ও কোমল রে। এই দুটো সেমিটোন আমাদের চেনা বা প্রচলিত সুর। এর মাঝে থিওরেটিক্যালি অগুন্তি সুর লুকিয়ে আছে, এগুলোই মাইক্রোটোন্স। এই নামটাই প্রথমে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে। কিন্তু অংশগ্রহণ করার কোনও প্রশ্ন ছিল না। কেনই বা করব হঠাৎ?’

বিনম্র উত্তর দিল, ‘তবে প্রতিযোগিতাটা ভীষণ ইউনিক ছিল। যে জিতবে সে এম-সিরিজের পরবর্তী দশ বছরে সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাজের সুর করার প্রথম অধিকার পাবে।’

‘হ্যাঁ। এবং এম সিরিজ তখন তো বটেই এখনও দেশের সবচেয়ে বড় মিউজিক কোম্পানি। আর এখন তো গ্লোবাল প্লেয়ার… প্রাইজ মানিও একটা বিশাল অঙ্ক ছিল, যদিও ওতে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না।’

বিনম্রর একটি অদ্ভুত স্বভাব আছে। মনে মনে নিজের প্রতিবেদনটা সাক্ষাৎকার চলতে-চলতেই সাজিয়ে নেওয়ার। আজকেও সেটাই করছিল :

ভুল বলেননি সুতনু। তাঁর ঠাকুরদা ব্রিটিশদের সময় বাংলার প্রথম কয়েকজন শিল্পপতির মধ্যে ছিলেন। সুতনুর বাবা, রজতেন্দ্র, ব্রহ্ম গ্রুপকে আরও বড় উচ্চতায় নিয়ে যান। সুতনু জন্মেছিলেন সোনার চামচ মুখে নিয়ে। রজতেন্দ্র যখন প্রথম শোনেন ছেলের ব্যবসায় আগ্রহ নেই, সে কেবল মিউজিক করতে চায়, তখন ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু যখন দেখেন সুতনু তাঁর ইচ্ছেতে অনড়, তখন তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বারক্লি কলেজ অফ মিউজিকে পাঠান। সেখানে কম্পোজিশনের কোর্সে প্রথম হয়ে দেশে ফিরে পেশাদার কাজ শুরু করেন সুতনু। পাশ্চাত্য সংগীতে আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি তাঁর। ভারতীয় মার্গ সংগীতের তালিম নিয়েছেন ছেলেবেলা থেকে দেশের সেরা সংগীত গুরুদের থেকে। পিয়ানো শিক্ষাও পেয়েছেন তাবড় শিক্ষকদের কাছে এবং প্রথম থেকেই সংগীতের প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। দেশে যে সকল সংগীত পরিচালক প্রথম অটোটিউন ও মাল্টিট্র্যাক রেকর্ডিং ব্যবহার করেন তাঁর মধ্যে সুতনু ছিলেন অন্যতম।

এদিকে সুতনুর স্মৃতিচারণ চলছিল, ‘কিন্তু যখন শুনলাম সম্বিত মাঠে নামছে, তখন আমারও জেদ চেপে গেল। আসলে ওঁকে আমি সব সময়ই হিংসা করতাম, আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।’

মনে মনে প্রতিবেদন লিখছে বিনম্র : *সুতনু ও সম্বিত সম্পূর্ণ দুটো আলাদা মেরুর মানুষ ছিলেন। অনাথ সম্বিত নানা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়ে ওঠেন। অনাদর ও অবহেলাতেই। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই গিটার বাজাতেন স্বপ্নের মতো। সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, পরিচিত তিন কর্ডের সাইকেল বাজিয়েই একদম নতুন, ছক-ভাঙা সুর বানিয়ে কথা লিখে গান বেঁধে কলেজ ফেস্টে গেয়ে মাতিয়ে দিতেন বা মেট্রো স্টেশনে আপন মনে বাস্কিং করতেন সামনে একটি টুপি রেখে। যাত্রীরা যে যা পারত দিয়ে যেত। অনেকেই ট্রেন মিস করে ভিড় জমিয়ে শুনত, এতটাই চৌম্বক শক্তি ছিল সম্বিতের গানে।*

এইভাবেই একদিন অচিন্ত্য সেন, সেই সময়ের বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক, তাঁকে খুঁজে পান। তারপর আর সম্বিতকে ফিরে তাকাতে হয়নি।

দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ড, সুর তৈরির পদ্ধতি বা ইনফ্লুয়েন্স, সবটাই সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ক্রমে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি পেরিয়ে বলিউডে সম্বিত ও সুতনুর রাজত্ব শুরু হল। একসঙ্গে দুজন প্রায় ৮-৯ বছর শীর্ষে থেকে লড়াই করছেন, মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সম্বিত-- সহজাত, মন ছোঁয়া সুর বানানোর শেষ কথা। সুতনু-- বিদ্বান, জাদুকরি জটিল মেলোডির রাজা। কে সেরা, এই নিয়ে তর্ক অবিরাম ভক্ত এবং সংগীত বোদ্ধাদের মধ্যে। তবে দুজনেই দুজনের কাজকে সম্মান করতেন, একথা প্রকাশ্যে বারবার বলেছেন। নেপথ্যে অবশ্যই রেষারেষি ছিল, যে কথা বলাই বাহুল্য। সাতে-পাঁচে না থাকা সম্বিতও সুতনুর বিরুদ্ধে এই পঙ্কিল সরণিতে পা দিয়েছিলেন, এ কথাও তখনকার অনেকে বলেন। সুতনুও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দাবার চাল চেলেছিলেন। লড়াই সমানে-সমানে চলছিল। কিন্তু সবটাই পালটে যায় এম-সিরিজের প্রতিযোগিতার জন্য।

একবার পুজোর ঠিক আগে এম-সিরিজ এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা নিয়ে আসে এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে উদাসীন, আপনভোলা সম্বিত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উন্নাসিক সুতনু দুজনেই নাম লেখালেন।

বিনম্রর নীরব স্বগতোক্তির মাঝেই সুতনু নিজের গল্পে ফিরেছেন, ‘ঠিক এই শরৎকালেই এম-সিরিজের কম্পিটিশনটি হয়। নিয়মাবলি খুব সহজ ছিল। একটি গান জমা দিতে হবে, যে কোনও জ্যঁর বা ভাষায়। সেরা তিনটি গান নির্বাচিত হবে। সেগুলো সাধারণ মানুষকে শোনানো হবে, মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে। আমি আর সম্বিত দুজনেই কিন্তু বাংলায় গান

ছোটগল্প

> দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ড, সুর তৈরির পদ্ধতি বা ইনফ্লুয়েন্স, সবটাই সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ক্রমে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি পেরিয়ে বলিউডে সম্বিত ও সুতনুর রাজত্ব শুরু হল। একসঙ্গে দুজন প্রায় ৮-৯ বছর শীর্ষে থেকে লড়াই করছেন, মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সম্বিত-- সহজাত, মন ছোঁয়া সুর বানানোর শেষ কথা। সুতনু-- বিদ্বান, জাদুকরি জটিল মেলোডির রাজা।

বানিয়েছিলাম। অন্য বহু ভাষার, বহু আঙ্গিকের অন্তত হাজারখানেক গান জমা পড়ে।’

তিনি বলে চললেন, ‘আমি অনেক ভেবে ভৈরবী রাগের উপর একটি গান বানাই। তুমি তো জানোই, ভৈরবীতে সব কোমল স্বর, আমি আমার কম্পোজিশনে অতি-কোমল, অনু-কোমল বেশ কিছু টাচ ব্যবহার করি। অর্থাৎ ব্লুজের একটা আবহ, মাইক্রোটোনস। সাত মাত্রার তালে বেঁধেছিলাম গানটা।’ এই বলে সুতনু আনমনে সুরটা গুনগুন করে উঠলেন।

বিনম্র ইষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ‘সহজে সহজ হওয়া যায় না— দারুণ লিরিক্স। প্রান্তিক কথা লিখেছিলেন, গেয়েছিলেন বিজয়িনী, উফফ কি গেয়েছিলেন। সে গান তো আজও একইরকম জনপ্রিয়।’

এক মুখ দাড়ির ফাঁক দিয়ে আবার হাসলেন সুতনু— ‘হ্যাঁ প্রতিযোগিতাটি সুরের হলেও প্রান্তিক দুর্দান্ত লিখেছিল। কিন্তু সেদিন আমাকে সত্যি হারিয়ে দিয়েছিল সম্বিত। ওঁর গান শুনে আমি থ হয়ে গিয়েছিলাম ওইদিন সন্ধেতে।’

বিনম্র আবার বলে উঠল, ‘সম্বিতবাবু নিজেই কথা লিখেছিলেন, নিজেই গেয়েছিলেন, সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট নিজে বাজিয়েছিলেন। প্রোগ্রামিং, মিক্স মাস্টার সব নিজে। ওইদিনের আগে পর্যন্ত কেউ এই ধরনের গানটি শোনেনি। মনে রেখো আমায়-- গানটা আমি এখানে আসার আগেও লুপে শুনেছি। প্রথম পার্টটি সম্পূর্ণ বাউল অঙ্গের। দ্বিতীয় অন্তরা থেকে যেন সব পালটে যায় সুরের চলনে, কথার ধরনে। অন্য জগতে চলে যাই আমরা।’

‘আমি পরে স্টাডি করেছি ওঁর গানটা। মেজর কি থেকে মাইনরে যাওয়া তেমন বড় ব্যাপার না, কিন্তু সম্বিত যেভাবে গেয়েছিল…আমি শুনে স্পিচলেস হয়ে গিয়েছিলাম। আর শেষের ক্রেসেন্ডো, তারপর ড্রপ, ভীষণ একাকিত্ব মিশে ছিল ওই শেষটায়।’

‘কিন্তু তারপর কী হল?’

‘আমি ওই অনুষ্ঠানে ভীষণ কনফিডেন্ট হয়েই গিয়েছিলাম। বিচারক ছিলেন ভারতীয় সংগীতের কিংবদন্তি সুরকার ও গায়ক-গায়িকারা, সবাইকেই চিনতাম, কে কী ভালোবাসেন তা জানতাম। অনেক হিসেব করেই কাজটা করেছিলাম। কিন্তু তৃতীয় স্থানে আমি রয়েছি এটা ঘোষণা হল। তারপর আমার গানটা বাজানো হল। বিশাল ধাক্কা খেয়েছিলাম বটে, তবে তার মধ্যেও ভাবতে শুরু করলাম দ্বিতীয় কে হল। কারণ প্রথম তো সম্বিত হবেই। যদিও আমাদের দেখে দেশের সেরা সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যকারদের অনেকেই ময়দানে নেমেছিল। তাই একটা আউটসাইড চান্স কারও কারও ছিল। তাও…’

সুতনু বলে চললেন, ‘কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সম্বিত দ্বিতীয় হল। ওঁর গানটাও প্লে করা হল। আমি পিছনে ঘুরে সম্বিতের টেবিলের দিকে তাকিয়েছিলাম। বহু বছর কথা বন্ধ ছিল। কিন্তু সম্বিতের মুখে এমন একটা হাসি দেখেছিলাম, যেটা একজন মানুষ সব হেরে গিয়ে ভয়ংকর উদাসীন হয়ে গেলে, তবেই হাসে। মনে হচ্ছিল, একবার কথা বলি ছেলেটার সঙ্গে। আফটার অল আমি ওঁকে বড় হতে দেখেছিলাম। পরে যদিও আমাদের সম্পর্কটা…’

কথা বলতে বলতে স্মৃতিচারণের জটিলতায় বারবার থেমে যাচ্ছিলেন সতনু। কয়েক সেকেন্ড পর আবার নিজেই বলতে শুরু করলেন, ‘এরপর প্রথম স্থান পাওয়া গান ও গানের রচয়িতার নাম উন্মোচনের পালা চলে এল। আলো আবার ডিম হয়ে গেল, সাসপেন্সের সুর বাজতে শুরু করল। এখনও মনে আছে, এম-সিরিজের জন্য একটা সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই সুর আমিই বানিয়েছিলাম। ওটাই বাজল সেদিন। তারপর ধীরে-ধীরে আমার সুরটা ফেড আউট হয়ে গেল আর একটা অপার্থিব সুর বেজে উঠল। সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বিশ্বাস করো, সেদিন পর্যন্ত এরকম সুর আমি শুনিনি। কথা যথাযথ। গায়কের গলাও নিখুঁত। এ গান সত্যি জেতার যোগ্য। আমাদের হারানোর যোগ্য! কে এটি বানিয়েছে? কে? সবার মনে তখন একটাই প্রশ্ন। বিশেষ করে আমার।’

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে সুতনু ঝড়ের মতো বলতে থাকলেন, ‘সঞ্চালিকা স্টেজে ফিরে এলেন। বললেন, এতক্ষণ আপনারা শুনলেন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া গানটি-- আ নিউ বিগিনিং। এটি বানিয়েছে লায়ার। কে লায়ার? লায়ার কোনও মানুষ নয়, অত্যাধুনিক একটি এআই, গান বানাতেই তার সৃষ্টি। গেয়েছেও সে। এখন থেকে এম-সিরিজের সমস্ত প্রোজেক্ট করার প্রথম অধিকার পাবে লায়ার ও তার আবিষ্কর্তা ক্লোজ দ্য গ্যাপ টেক সলিউশনস…’

সাক্ষাৎকারের শেষলগ্নে বিনম্র প্রতিবেদনটা তৈরি করছিল :

লায়ার একের পর এক ব্লকবাস্টার হিট গান উপহার দিয়ে এম-সিরিজ সংগীত জগতের বেতাজ বাদশা হয়ে উঠেছে। সম্বিত বসুকে সেই অনুষ্ঠানের রাত্রের পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর সুতনু? গানবাজনা ছেড়ে দিলেও যান্ত্রিক আধুনিকতাকে আঁকড়ে ভালোই আছেন বোধহয়। মাইক্রোটোনাল মিউজিক ফাইট সেই একবারই হয়েছিল। তারপর সবটা বদলে গেল।

উত্তরের কবিমুখ

উত্তম চৌধুরী

গদ্য লিখে শুরু হয়েছিল সাহিত্য জীবন। এখন তাঁর নিজের ভাষায়, ‘কবিতাই আমার অস্তিত্ব।’ পরীক্ষানিরীক্ষা, ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে কবিতাচর্চা। বাংলায় তাঁর সনেটের সংখ্যা প্রায় ৫০০। প্রতি পংক্তিতে ১০ অক্ষর ধরে ১০ পদীর কবিতা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলা কবিতায় তিনি জন্ম দিয়েছেন শতাক্ষরীর। প্রকৃতি, প্রেম, নিজস্ব দর্শন ভাবনা, সমকাল যাঁর কবিতার উপজীব্য। ‘দৃশ্যমুখ’ সম্পাদন করছেন সেই ১৯৯১ থেকে। শিক্ষকতা জীবন কেটেছে জয়ন্তী, চিলাপাতার জঙ্গল এলাকায়, যা তাঁর কবিতায় গভীর ছাপ ফেলেছে।

ভোরের গিটার

কিছু কিছু মুখ আর মুখর ভাষ্যগুলো
তোমাকে টেনে নিয়ে মৃতসাগরের বুকে ঠেলে দেবে
আর ভাসিয়ে রাখবে বহুদিন।

কিছু কিছু চোখ আর দৃশ্যমান ছবিগুলো
তোমাকে পল গগাঁর গ্রামে নিয়ে যাবে
আর সূর্যমুখী ফুলের বাগানে ছেড়ে দেবে পুনর্জন্ম পেতে।

কিছু কিছু মন আর মনতাজ ঘিরে
সারাক্ষণ রঙিন মাদুর নির্মিত হয়
আর বিকেলের নরম আলোয় শুয়ে পড়তে প্রলুব্ধ করে।

কিছু কিছু বোধ আর বোধনের দিন
চৌরাসিয়ার বাঁশি হয়ে ওঠে
আর রাত থেকে বের করে আনে ভোরের গিটার।

কবিতা

ফিরে আসার গান

শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী

হারিয়ে যাওয়া কিছু প্রবল মন
কিছু পেলব প্রজ্ঞাপন-
তাল-মদিরার মত্ত সকালে
ফিরে দেখা এই বহতা জীবন।

দোলে বকুল দোলে পলাশ
পাতা ঝরে অশান্ত অবাধ-
বানভাসি চরের বালিঘাট জুড়ে
বাঁকবদলের প্রাচীন প্রেক্ষাপট।

নদী ফেরে।
প্রচ্ছদে ধারাপাত।
নদী ফেরে।
বালুকা পথে বিষণ্ণ সাদা বক-
দুটি ডানায় তার দহের ক্ষরণ।

নদী ফেরে
বেনো জলের গানে।
ফেরার টানে নদী জানে
বদলে যাওয়া মানে
রঞ্জিনীর অস্ফুট উচ্চারণ।

অঙ্কুর

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

‘গভীর শীতের মাঝখানে আমি অবশেষে জানলাম আমার অন্তরে এক অপরাজেয় গ্রীষ্ম আছে।’
আমি শুধু সখা অঙ্কুর হতে চেয়েছি,
ঘন বরষণে গ্রীষ্ম প্রভাতে মাটিটুকু বুকে মেখেছি।
কেন তবে এই জ্বালা--
আগুন হয়েছে আমার বক্ষে করাল উর্মিমালা।
কার আহ্বানে বর্ষার গতি, কার বিজড়িত স্বর
রিমঝিম তালে টুটে লুটে ফেরে কালের নটবর।
যাও যাও তুমি স্বেচ্ছাচারের অক্ষিটরূপী দেব
হেলায় মুছিনু জীবন গ্রন্থে দৈবের আক্ষেপ।

পাথর

অভিজিৎ বিশ্বাস

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অহংকার বাড়ে,
পাথর মূর্তি হয়ে গেলে
ধুলো হয়ে ওঠে প্রসাদ।

কিছু ভক্ত,
কিছু দান বাড়তে থাকলে
নির্জীব পাথরও
নিজেকে দেবতা ভাবতে শুরু করে।
তারপর মন্দির গড়ে ওঠে।

তাতে দেবতা থাকে না—
থাকে পাহাড় সমান অহংকার।

মৃত্যু নয়

রমা ঘোষ

মৃত্যু উপত্যকার সবক’টি দ্বার বন্ধ করে দিয়ে
জ্বলন্ত শিখার দাহ্যস্পর্শের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হও
মনে মনে সেই সত্যের সঙ্গে এক নিবিষ্ট হয়ে
একবার ফিরে তাকাও মরণের আগে।
যতটা পথ অতিক্রম করে এসেছ,
সংগ্রামী অধ্যায়ে কোনও সুলক্ষণা হাত বাড়িয়েছিল
না, তোমার জন্ম মুহূর্তের সেই আনত পথ সুগম করতে
কেউ তোমার পাশে ছিল?
আজ যাদের জন্যে তুমি মরে যেতে চাইছ,
একবার প্রশ্ন করেই সমকৌণিক বিন্দুতে ঘুরে দাঁড়াও
তারপর জলের কাছে যাও
শূন্যগর্ভের বালিহাতে খনন করো,
আর, জলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার সংরক্ষণের আহ্বান জানাও।
এখনো যতটুকু দেবার আছে,
বনবীথিকাকে আরও একটু কিছু দিয়ে যাও--
বাঁচিয়ে রাখো, সংরক্ষণ করো
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়-- শুধু জন্ম লগ্নকে অনুভব করো।

আলো খসে না পড়ে

অনন্ত রায়

সন্ধ্যার গায়ে তখনও আলো পড়েনি
চাঁদের মাথায় অজস্র পাহাড়ি গাছ
আমার সামনে নিরুত্তর পাখি ও পাখিনী
চিরসখী তোমার কাছে কোনও গোপন রাখিনি

তুমি আজ নিশীথিনী ছায়াময় কেবলি ঠোঁট
আলোর কাঁটা, চুল ভর্তি কালো ছাই
কোথাও যেন পৃথিবী নুয়ে পড়ছে
আমার খুব দুশ্চিন্তা- আলো খসে না পড়ে

তুমি আজ সত্যি দেহ নেবে, যে গৃহে আগুন জ্বলে
হিংসা উঠে আসে ভরদুপুরে, সকল ঠোঁটে বিশ্বাস
ছেলেমেয়ের ফিরতে দেরি হলে কান্না সম্বল,
পুরুষের বীজে এতকাল জড়ভরতের দেহ-

তুমি গায়ে পরতে পারো রক্তমাখা চুল, গুল্মতীর
জোছনা থেকে নিতে পারো শ্রীরামধনুটি
সাবধানে নেমে এসো, জলে ছায়া
আমার খুব দুশ্চিন্তা- আলো খসে না পড়ে।

মরণোত্তর

আখেরুল রহমান

রাত্রির নির্জন একাকিত্বে ভিজে থাকে নিঃশব্দ গাছ,
চাঁদের আড়ালে নেমে আসে ম্লান ছায়ার রক্ত
মানুষের ভিড় সরিয়ে দূর থেকে ভেসে আসে ‘ডাক’,
মৃত্যু এক অন্তহীন নদী, কুয়াশার মতো নির্লিপ্ত জীবন জল;

পথের ঘাসে ঘুমিয়ে থাকে সহস্র পায়ের শব্দ,
পাখির ডানা গোপনে আঘাত করে বাতাসে,
মৃত্যুর নাম উচ্চারণ করলেই ভাঙে স্নায়ুর নীরবতা,
তবু সে নাম অনন্ত লাবণ্যময় অদৃশ্য সঙ্গীত।

যে মানুষ শরীরের কেবল খোলস দেখে,
তার চোখে জীবন ধরা দেয় না কখনও
কারও চেতনার ভেতর আলো জ্বলে উঠলেই
হাসি হয়ে ভাঙে জীবন মেঘের আড়াল,
অমোঘ উচ্চারণে কেঁপে ওঠে নিস্তব্ধ আকাশ,
মরণ এসে বলে তুই একান্তই আমার।

কারও কারও জীবন যেন ছিটেফোঁটা আলোর মতো
চলার পথের ধুলোয় হঠাৎ ঝলসে ওঠে,
তখনই মরণ এসে টেনে নেয় আকাশের কোলে,
মৃত্যুর শূন্যতাকে রাঙায় অস্থির নক্ষত্রের আলোয়।

আসলে কারও কারও কাছে মৃত্যু কেবল অবসান নয়,
এক শস্যের মতো পুনর্জন্ম,
যার অদৃশ্য ঘ্রাণে ভরে ওঠে পৃথিবীর মাটি;
তাই অসংখ্য মুখের ভিড়ে, সে মানুষ একাই গেয়ে যায়
কালোত্তীর্ণ জীবনের গান,
মৃত্যুর ভিতরেই বেঁচে থাকে জীবনের মানে…

অস্থির নেপালে ক্রিকেটের সুস্থির বাতাস

রোহিত সাহা

সমগ্র বাংলা যখন শারোদৎসবে মেতে, তখন অনেকের অজান্তেই ক্রিকেট বিশ্বে এক অভূতপুর্ব ঘটনা ঘটে গিয়েছে। টি-২০ ক্রিকেটে দু'বারের বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারিয়ে দিয়েছে নেপাল। যদিও এই ফলাফলকে ঠিক অঘটন বলা যায় না। বিশেষ করে যাদের গত বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের নেপাল বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ মনে আছে। যখন শেষ বলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউটের জন্য মাত্র এক রানে হারতে হয়েছিল নেপালকে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ছোট্ট এই পাহাড়ি দেশটির সিরিজ জয় সেখানকার ক্রিকেটের ইতিহাসের জন্য নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। ক্রিকেটপ্রেমীদের আশা, এখান থেকে নেপালের ক্রিকেট কেবল অগ্রগতির দিকেই ধাবমান হবে।

২০১৮ সালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে নেপালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয়যাত্রার সূচনা। পরস খাদকা তখন দলের অধিনায়ক। তাঁর হাত ধরেই নেপালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্বপ্ন দেখা শুরু। সেই যাত্রা আজ এমন এক মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে, যেখানে তাঁরা পূর্ণ সদস্যের একটি দেশের বিরুদ্ধে প্রথমবার সিরিজ অবধি জিতে নিয়েছেন। অবশ্য দিনের পর দিন সেদেশের সমর্থকরা যেভাবে ফলাফলের পরোয়া না করে মাঠ ভরিয়েছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাছে চড়ে প্রিয় দলের জন্য গলা ফাটিয়েছেন, তাতে এই ফলাফল তাঁদেরও প্রাপ্য ছিল।

এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রতিটি জয়ের পর সেখানে যেভাবে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটা দেখায় ক্রিকেট কীভাবে নেপালি সমাজে এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। সামাজিক ও আঞ্চলিক ভেদাভেদ ভুলে সবাই সেখানে ক্রিকেটের সাফল্যে মিলে গিয়েছে। এরপর সিরিজ শেষে অধিনায়ক রোহিত পাউডেল যখন ঘোষণা করেন, এই জয় তিনি উৎসর্গ করছেন দেশের শহিদদের, তখন প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও ক্রিকেট হয়ে ওঠে নেপালবাসীর কাছে এক আশার আলো, এক আনন্দের উৎস।

নেপালের এই ক্রিকেট উন্নয়নে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে প্রায় ৩৫টিরও বেশি রাজ্য থেকে ৭,৫০০ মানুষ প্রিয় দলকে সমর্থন করতে ছুটে গিয়েছিলেন। বিদেশের মাটিতে খুব কম দেশের ক্ষেত্রেই এমন সমর্থন দেখা যায়। এতে খেলোয়াড়রা যেমন অনুপ্রাণিত হন, তেমনই পণ্য বিক্রি ও দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকেও দলের উন্নতি হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে এই সাফল্য এমন একসময়ে এসেছে, যখন নেপাল ক্রিকেট মাঠ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে। কাঠমান্ডুর টিইউ বা ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট গ্রাউন্ডে চলছে বড়সড়ো সংস্কারের কাজ। সেখানে কংক্রিটের প্যারাপেট ও ফ্লাডলাইট বসানো হচ্ছে, যাতে দিনরাতের ম্যাচ আয়োজন করা যায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ সম্প্রচারের সুযোগও বাড়বে। সরকার একইসঙ্গে মুলপানি ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজও সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ২০২৪ সালে প্রথম নেপাল প্রিমিয়ার লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বিদেশি খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ, বিদেশি চ্যানেলে সম্প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী প্রচার নেপালের ক্রিকেটকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করেছে। সেইসময় নিউজিল্যান্ডের তারকা জেমস নিশাম টিইউ ক্রিকেট গ্রাউন্ডকে ভারতের ধর্মশালা স্টেডিয়ামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই সমস্তই নেপালের জন্য ছিল এক বিরল সম্মান, যা প্রমাণ করে তাদের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি কতটা দ্রুত বাড়ছে।

২০১৮ সালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে নেপালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয়যাত্রার সূচনা। পরস খাদকা তখন দলের অধিনায়ক। তাঁর হাত ধরেই নেপালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্বপ্ন দেখা শুরু। সেই যাত্রা আজ এমন এক মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে, যেখানে তাঁরা পূর্ণ সদস্যের একটি দেশের বিরুদ্ধে প্রথমবার সিরিজ অবধি জিতে নিয়েছে।

এরপর ২০২৫-এর মার্চে নেপালের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন অস্ট্রেলিয়ার স্টুয়ার্ট ল। পূর্বে বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা এবং যুক্তরাষ্ট্রে কোচিং করানো ল-র অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি নেপালের ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তাঁর অধীনে স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ লিগ-২ সিরিজে নেপাল চারটির মধ্যে তিনটি ম্যাচে জয়লাভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সিরিজে নতুন প্রতিভা নন্দন যাদবের উত্থান এবং অভিজ্ঞ সন্দীপ লামিছানের প্রত্যাবর্তন দেখিয়েছে, কীভাবে তরুণদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটছে। প্রাক্তন অধিনায়ক পরস খাদকা এখন প্রশাসক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ জ্ঞানেন্দ্র মাল্লা সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। পুরোনো প্রজন্ম ও নতুন প্রজন্মের এই মেলবন্ধনেই আজ নেপাল ক্রিকেট শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই জয় নেপালকে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের পথে বড়সড়ো সুবিধা দিয়েছে। সেইসঙ্গে এই সিরিজ বিশ্বব্যাপীও বেশ সাড়া ফেলেছে। প্রতিটি খেলা শুধু টেলিভিশনে নয়, ইউটিউবেও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। সেখানে ৩.৫ লক্ষের বেশি দর্শক নেপাল বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দেখেছেন, যা নেপালের ক্রিকেট ইতিহাসে রেকর্ড। সামাজিক প্রচার আর নামী সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সম্প্রচার নেপালকে নতুন দর্শক এনে দিয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক সিরিজ জয় কেবল একটি খেলার ফল নয়। এটি নেপালি জাতির গর্ব, ঐক্য এবং নতুন প্রজন্মের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। দীর্ঘদিন ধরে পরস খাদকা বা সন্দীপ লামিছানের নামেই নেপাল ক্রিকেট চর্চিত হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে নতুন নতুন মুখ উঠে আসছে, যারা ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে রশিদ খানের মতো বিশ্বসেরা তারকা হয়ে উঠতে পারে। রাজনীতির বাইরে ক্রিকেট মাঠে নেপালের তরুণ প্রজন্ম আজ নিজেদের লড়াকু মানসিকতা দিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। তাদের এই লড়াই কেবল খেলার সীমানায় আটকে না থেকে যেভাবে দেশের পরিচয়, গর্ব এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকেও তুলে ধরছে, তাতে আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জয় নতুন সূচনা। এটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানচিত্রে নেপালের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে। খেলোয়াড়, প্রাক্তন তারকা, কোচ, সমর্থক এবং প্রবাসীদের একত্র প্রচেষ্টায় এসেছে এই সাফল্য। নেপালের ক্রিকেট এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে সামনে রয়েছে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ এবং ভবিষ্যতে টেস্ট মর্যাদা অর্জনের স্বপ্ন। নেপাল ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ এখন আক্ষরিক অর্থেই উজ্জ্বল।

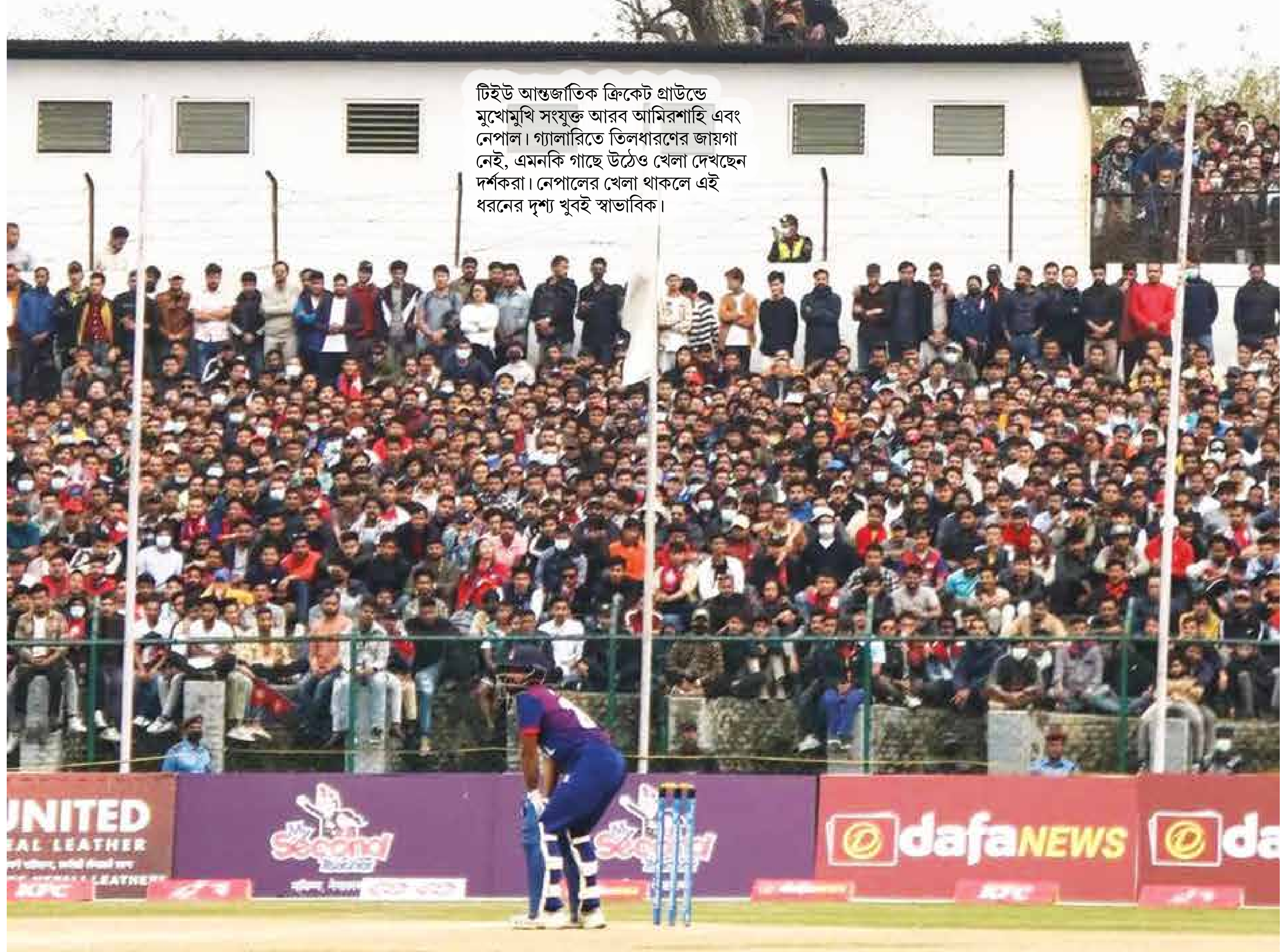

টিইউ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুখোমুখি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং নেপাল। গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা নেই, এমনকি গাছে উঠেও খেলা দেখছেন দর্শকরা। নেপালের খেলা থাকলে এই ধরনের দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক।

ফুটবলে কোচবিহারের ঐতিহ্য

বিজিত শিল্ড ও অন্য ট্রফির সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লক ক্লাব (অধুনা 'দি পায়োনিয়র ক্লাব') দিনহাটার সদস্যবৃন্দ। ১৯৪০ সাধারণাব্দ। ছবিতে যাঁদের দেখা যাচ্ছে- (বাঁদিক থেকে ডানদিকে)- মাখন দাস, মনোরঞ্জন চন্দ, ক্ষিতীশ ঘোষ (পিসু) ; দ্বিতীয় সারি (বসে)- হরিশচন্দ্র পাল, ক্ষিতীশচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র সাহা ও ড. জ্যোতিশচন্দ্র পাল ; তৃতীয় সারি (দাঁড়িয়ে)-ছয় নম্বরে জগদীশ চন্দ্র পাল ছাড়া আর কারোও পরিচয় জানা যায়নি। আলোকচিত্রটি হরিশচন্দ্র পালের ব্যক্তিগত অ্যালবাম থেকে নেওয়া। সৌজন্যে : ঋষিকল্প পাল।

সাগ্নিক চক্রবর্ত্তী

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ-এর (১৯২২-১৯৭০) শাসনকালকে কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রের সোনালি যুগ বলা হয়। হ্যারো এবং কেমব্রিজে পড়াশোনা শেষ করে ফুটবল, ক্রিকেট, পোলো, টেনিসে দক্ষ হয়ে ওঠেন তিনি। ছাত্রদের শারীর শিক্ষায় উৎসাহিত করতে স্কুলের সময়সূচি সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত নির্ধারিণ করেন। স্কুলে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা হয়। 'মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ কাপ', 'রাজকুমার গৌতমনারায়ণ কাপ' প্রবর্তন তাঁরই উদ্যোগে হয়েছিল। কোচবিহারে সেইসময়কার সব থেকে নামকরা ছিল 'মণীন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ'। জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সময়কালে ভ্যালা বর্ধন, বাবুলাল গুরুং ও ভগবতীচরণ বসু প্রমুখ কোচবিহারে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহারাজা ১৯৩৭ সাল থেকে গ্রামীণ খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা টুর্নামেন্টের আয়োজন করেন, যেখানে শহরের খেলোয়াড়রা অংশ নিতে পারত না। এমনকি ফাইনালে নিজেই রেফারি হয়ে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর উদ্যোগে 'কোচবিহার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কাপ টুর্নামেন্ট' শুরু হয়। এই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির নামী ক্লাবগুলো অংশগ্রহণ করত।

প্রথম বছরেই বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে দল কোচবিহার একাদশকে হারিয়ে কাপ জেতে। উল্লেখযোগ্য, কোচবিহার একাদশ টিমের অধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং মহারাজা। ১৯৩৮ সালে তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টিমকেও হারিয়েছিলেন। আইএফএ শিল্ডেও অংশগ্রহণ করে কোচবিহার একাদশ, যার অধিনায়ক ছিলেন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ। বিখ্যাত ফুটবলার ভবেশচন্দ্র গুহ (মেঘাদা, ইনি পূর্বে উল্লেখিত দ্বিজেশচন্দ্র গুহর ছেলে), অরুণ দাশগুপ্ত (ঝন্টু), আজিজুল হক, অমল বসু, সুনীল সেনগুপ্ত প্রমুখ তাঁর সময়ে কোচবিহারের ফুটবলের গর্ব ছিলেন। মেঘাদা পরে কোচবিহারে চাকরি গ্রহণ করে 'আননোন ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন, যারা রাজশাহি, নাটোর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, রংপুর, লুমডিং, গৌহাটির মতো জায়গায় খেলে খ্যাতি অর্জন করে। সেইসময় অসমের বিভিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজাররা তাঁদের টুর্নামেন্টে আননোন ক্লাবকে খেলার আমন্ত্রণ জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নিতেন। দিনহাটায় ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেটা পরে চল্লিশের দশকে 'দ্য পায়োনিয়র ক্লাব দিনহাটা' নাম ধারণ করে। এই ক্লাবের এক ফুটবলার হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন, উক্ত ক্লাবের উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়রা ছিলেন গিরীশ দাস, কান্তি দত্ত, বিশু পাল প্রমুখ।

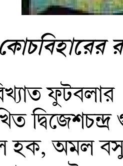

কোচবিহারের রাজ প্রতীক

জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের শাসনকালকে কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রের সোনালি যুগ বলা হয়। তিনি নিজে ছিলেন ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস এবং পোলো খেলায় দক্ষ।

কোচবিহারে ফুটবলের এই স্বর্ণযুগ শুধু রাজসভাকেন্দ্রিক ছিল না। রাজা-প্রজার ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তুলতে ফুটবল ছিল এক অনন্য মাধ্যম। ফুটবল এখানে হয়ে উঠেছিল সম্মান, প্রতিযোগিতা, ব্রিটিশ শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সর্বোপরি ভারতীয়দের আত্মমর্যাদার প্রকাশ। রাজাদের ব্যক্তিগত ভালোবাসা এবং শিক্ষাগত দূরদৃষ্টি না থাকলে হয়তো এই ইতিহাস এমন সমৃদ্ধ হত না। তাঁরা শুধু টুর্নামেন্ট আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং স্কুল-কলেজে শারীর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের পথ সুগম করেছিলেন। শহর ও গ্রামগঞ্জের খেলোয়াড়দের জন্য পৃথক টুর্নামেন্ট আয়োজনের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে রাজশাসনও খেলাধুলার প্রসারের মাধ্যমে সমস্ত স্তরের মানুষের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। কোচবিহারের ফুটবল ইতিহাস তাই কেবল খেলার ইতিহাস নয়, বরং তা সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক দেশীয় রাজ্যের আত্মপরিচয়ের ইতিহাস।

(শেষ)

আড়াই দিনেই ইনিংসে জয় ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৬২ ও ১৪৬
ভারত-৪৪৮/৫ ডি.

আহমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : সোনালি সময় এখন অতীত।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে অনেক দিন আগেই। নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামও সাক্ষী থাকল ক্ষয়িষ্ণু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের আরও এক হতাশাজনক ছবি, অধ্যায়ের।

ভারতীয় ক্রিকেট যত এগিয়েছে, পাল্লা দিয়ে পিছিয়েছে গ্যারি সোবার্সের দেশ। ভিভ রিচার্ডসের উত্তরসূরিদের অসহায় আত্মসমর্পণের ছবিটা আবারও সবার সামনে। রোস্টন চেজের দলকে রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে আড়াই দিনে বাজিমাত শুভমান গিলের তরুণ ভারতের।

ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—সব বিভাগে একবগ্গা দাপট টিম ইন্ডিয়ার। যার সামনে দুই ইনিংসেই দুশো পেরোতে ব্যর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের ৪৪৮/৫ স্কোরের জবাবে ১৬২ ও আজ টেনেটুনে ১৪৬। নিটফল, ইনিংস ও ১৪০ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ভারত।

দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯০ ওভারও (৮৯.২ ওভার) খেলতে ব্যর্থ শাই হোপরা। ভারতের বিরুদ্ধে কোনও ক্যারিবিয়ান দলের সবচেয়ে কম ওভার খেলার নজির যা! আগের নজির ২০১৮-র রাজকোট টেস্টে (৯৮.৫ ওভার)। ১০ তারিখ সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে পরিস্থিতি আদৌ বদলাবে?

আহমেদাবাদ টেস্টে যার বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই ইনিংসে কোনও ব্যাটার চল্লিশের কোটা পেরোতে পারেননি। ইনিংসে ৫০ বল খেলেছে মাত্র দুইজন! লজ্জার যে পরিসংখ্যানগুলি দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফরম্যাটের দাবিকে আরও উসকে দেবে সন্দেহ নেই।

শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৬২ রানের জবাবে স্কোর ছিল ৪৪৮/৫। লিড ২৮৬। এদিন যে লিড আর বাড়ানোর চেষ্টা করেনি গৌতম গম্ভীররা। ফলে গতকালের অপরাজিত ১০৪ রানেই থামতে হয় রবীন্দ্র জাদেজাকে।

আজ তৃতীয় দিনের সকালে বল হাতে যে আক্ষেপ মেটালেন জাদেজা। লাল মাটির পিচ। উইকেটের দুই প্রান্তেই রাফ তৈরি হয়েছে। বলও ঘুরছে। তিন ফ্যাক্টরকে কাজে লাগিয়ে অপ্রতিরোধ্য জাদেজা। প্রথম ইনিংসের প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেয় মহম্মদ সিরাজ-জসপ্রীত বুমরাহর পেস-সুইং। আজ স্পিনে বাজিমাত।

বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররাও! ভারতীয় পিচে, ভারতীয় বোলিং সামলানোর মতো দক্ষতার অভাব এদিনও প্রকট। প্রথম ধাক্কাটা দেন সিরাজ। কৃতিত্বের ভাগিদার নীতীশকুমার রেড্ডিও। তেগনারায়ণ চন্দ্রপলের (৮) মিসটাইম পুল শট স্কোয়ার লেগে শরীর শূন্যে ভাসিয়ে তালুবন্দি করেন। উসকে দেন জন্টি রোডসকে।

ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বোলিং মাত্র ৪ ওভার। আক্ষেপ মেটালেন ফিল্ডিংয়ে। দুরন্ত ক্যাচের সঙ্গে আশপাশ দিয়ে কার্যত বল গলতে দেননি নীতীশ। তেগনারায়ণের উইকেট দিয়ে দিনের শুরু। পরবর্তী সময়ে ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের 'কে আগে সাজঘরে ফিরবে' তার হাস্যকর প্রতিযোগিতা।

বেচারা 'গুরু' ড্যারেন স্যামি। মাঠের বাইরে বসে ছাত্রদের যে লজ্জাজনক ব্যাটিং প্রদর্শনী হজম করলেন। কয়েকদিন আগে স্যামি দাবি করেছিলেন, ভারত-বধই লক্ষ্য তাদের। কুড়ি উইকেট নেওয়ার মতো বোলিং তাঁর হাতে রয়েছে। আহমেদাবাদের দ্বৈরথে বাস্তব একেবারে উলটো।

সিরাজের (ম্যাচে ৭১/৭) ধাক্কার পর জাদেজার স্পিন ভেলকি। উইকেট থেকে সাহায্য পেলে জাদেজাকে আটকানো মুশকিল। তার ওপর শতরানের বাড়তি উদ্দীপনা। এঁটে উঠতে পারেননি জন ক্যাম্পবেল (১৪), ব্র্যান্ডন কিং (৫), হোপরা (১)। জাদেজার তিন শিকারের নেপথ্যেও দুরন্ত ক্যাচ।

গত ইংল্যান্ড সফরে একঝাঁক ক্যাচ ফেলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ক্যাচ মিসে ম্যাচ হাতছাড়ার জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। আজ চর্চায় ডানদিকে পুরো শরীরকে ছুড়ে দিয়ে যশস্বীর নেওয়া হোপের ক্যাচ। প্রশংসার দাবি রাখে বি সাই সুদর্শন, লোকেশ রাহুলের ক্যাচও।

৫০ পেরোনোর আগেই অর্ধেক ব্যাটার প্যাভিলিয়নে (৪৬/৫)। বাকি অর্ধেক কাজ লাঞ্চ ও চা পানের মাঝে সেরে ফেলেন ভারতীয় বোলাররা। সর্বোচ্চ স্কোরার আলিক আথানাজেকে (৩৮) নিজের বলে ক্যাচ ধরে ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর। এরপর প্রত্যাবর্তন স্পেলে সিরাজের জোড়া শিকারে দ্রুত ম্যাচে ইতি পড়ে যায়। ইনিংস হার বাঁচাতে তখনও দরকার ছিল ১৪০ রান।

সেঞ্চুরির সঙ্গে ৪ উইকেট। ম্যাচের সেরার দৌড়ে জাদেজা ছাড়া আর কারও নাম ভাবা যায়নি। এই নিয়ে দশবার টেস্টে ম্যাচের সেরা হলেন। ভারতীয়দের মধ্যে সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (১৪টি টেস্টে) ও রাহুল দ্রাবিড় (১১টি টেস্টে)।

আসলে দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়, ভারতীয় দলের লড়াই ছিল নিজেদের সঙ্গে। ইনিংসে প্রতিপক্ষ চূর্ণ করে যে লক্ষ্য পূরণ। প্রাপ্তি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে নিজেদের অবস্থানের উন্নতিও। শতকরা জয়ের হার ৪৬.৬৭ থেকে বেড়ে ৫৫.৫৬ শতাংশ। সিরিজের শেষ টেস্টে ফের জয় মানে যা পৌঁছে যাবে ৬১.৯০ শতাংশে।

ম্যাচের সেরা জাদেজা

এই নিয়ে দশবার টেস্টে ম্যাচের সেরা হলেন রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতীয়দের মধ্যে সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (১৪টি টেস্টে) ও রাহুল দ্রাবিড় (১১টি টেস্টে)।

৪ উইকেট নেওয়া রবীন্দ্র জাদেজাকে অভিনন্দন শুভমান গিলের। আহমেদাবাদে।

জোমেল ওয়ারিকানকে আউট করে মহম্মদ সিরাজ। দুই ইনিংস মিলিয়ে টেস্টে তাঁর ঝুলিতে ৭ উইকেট।

কোনও 'অভিযোগ' নেই শুভমানের

অশ্বীনকে 'মিস' করছেন জাদেজা

আহমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : নিখুঁত ক্রিকেট।

তিন বিভাগেই আধিপত্য। ইচ্ছে থাকলেও ভারতের যে দাপটকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো রসদ ছিল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে। শূন্য গ্যালারি, ম্যাড়মেড়ে ক্রিকেট, ভারতের একপেশে দাপট উসকে দিল 'এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ কি আদৌ টেস্ট খেলার উপযুক্ত' প্রশ্নটাকেও।

প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা মেনে নিলেও ভারতের কৃতিত্বকে খাটো করা যাচ্ছে না। টিমগেম এবং রবীন্দ্র জাদেজা-শো। এশিয়া কাপের রঙিন সাফল্যের রেশ বজায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তিপ্রদর্শন লাল বলের ফর্ম্যাটেও। চতুর্থবার ম্যাচে সেঞ্চুরি এবং চার উইকেট নিয়ে নায়ক জাদেজা। একঝাঁক নজিরের সঙ্গে ঢুকে পড়লেন ইয়ান বোথাম (৫বার), গ্যারি সোবার্স ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের (দুইজনে ৪ বার) এলিট ক্লাবেও।

খুশির দিনেও কিছুটা অবাক করে অশ্বীনের কথা জাদেজার মুখে! বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবে আমরা মিস করছি ওকে। ভারতীয় ক্রিকেটে অ্যাশের অবদান অনস্বীকার্য। প্রথমবার ওকে ছাড়া ভারতে টেস্ট খেলতে নামলাম। ওর কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কুলদীপ (যাদব), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর) অবশ্য বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছে। ফলে ওদের আর তরুণ তুর্কি বলা যাবে না। আগামী দিনে জাড্ডুও থাকবে না। অন্য কেউ দায়িত্ব নেবে। মূল কথা দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারা। আমি খুশি যা করতে পেরে।'

৮৬ টেস্টে ৩৯৯০ রান ও ৩৩৪ উইকেট। চতুর্থ অলরাউন্ডার হিসেবে চার হাজার রান, তিনশো উইকেটের 'ডাবল' থেকে ১০ রান দূরে। তারপর কি ৫০০০ রান, ৪০০ উইকেট? যে প্রশ্নে জাদেজার মজার জবাব, 'আপনারা আমার ওপর চাপ তৈরি করতে চাইছেন? এখন থেকে ভাবতে শুরু করব কীভাবে আরও হাজার রান ও ৭০-৮০টা উইকেট নেব! ক্রিকেট উপভোগ করছি। রেকর্ড, মাইলস্টোন নিয়ে একেবারে ভাবতে রাজি নই।'

ফিটনেস এবং প্রস্তুতিতে সর্বদা জোর দেন। ব্যাটিংয়ে স্কিল এবং মানসিকতায় কিছু পরিবর্তন করেছেন। সুবিধা পাচ্ছেন ৫ ও ৬ নম্বরে ব্যাটিং করারও। জাড্ডুর কথায়, ৮, ৯ নম্বরে ব্যাটিং আর ৫, ৬ নম্বরে খেলা আলাদা। ব্যাটিং-মানসিকতাও আলাদা। নিজেকে সেভাবেই বদলে নিয়েছেন, যার সুফল পাচ্ছেন।

অধিনায়ক শুভমান গিলের আবার জোড়া খুশির দিন। প্রথমবার দেশের মাটিতে নেতৃত্ব দিয়েই টেস্ট জয়। সঙ্গে প্রাপ্তি ওডিআই অধিনায়কের গুরুভার। ইঙ্গিত আগেই পেয়েছিলেন। ম্যাচের পর সেই খুশির বার্তা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অবশ্য দলগত সাফল্যের কথা শোনালেন। শুভমান বলেছেন, 'ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি, দুরন্ত ফিল্ডিং এবং বোলিং- এরপর আর কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না। টানা ৬টি টেস্টে টসে হারলাম। তবে জয়ের ধারা অব্যাহত থাকলে টস নিয়ে ভাবতে রাজি নই।'

অবশ্য শেখার কাজটা চালিয়ে যেতে চান। শুভমানের কথায় শেখাটা নিরন্তর প্রয়াস। আরও উন্নতি করতে যার বিকল্প নেই। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আরও সমৃদ্ধ হবেন বলে মনে করেন। সঙ্গে টিম হিসেবে ইতিবাচক মানসিকতা। সাফল্যের বিজয়রথ জারি রাখতে ক্রিকেটীয় স্কিলের সঙ্গে যা দলের অন্যতম বড় অস্ত্র বলে মনে করেন শুভমান।

টেস্ট জয়ের পর রোস্টন চেজের সঙ্গে করমর্দনে শুভমান গিল।

> নিশ্চিতভাবে আমরা মিস করছি অশ্বীনকে। ভারতীয় ক্রিকেটে অ্যাশের অবদান অনস্বীকার্য। প্রথমবার ওকে ছাড়া ভারতে টেস্ট খেলতে নামলাম। ওর কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।
>
> **রবীন্দ্র জাদেজা**

ঋষভ ফিরলেও জুরেলকে দলে চাইছেন সানি

আহমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : চোটের জন্য ঋষভ পন্থ মাঠের বাইরে।

পরিবর্তে ইংল্যান্ডের (পঞ্চম টেস্টে) পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব। দায়িত্ব নিতে তিনি যে প্রস্তুত স্বল্প সুযোগেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন ধ্রুব জুরেল। প্রশ্ন ঋষভ সুস্থ হয়ে ফিরলে কি হবে?

যে প্রশ্নের জবাবে জুরেলের হয়ে ব্যাট ধরলেন স্বয়ং সুনীল গাভাসকার। ঋষভ ফিরলেও টেস্ট দলে জুরেলকে চান। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিকের মতে, ঋষভ 'অটোমেটিক চয়েস'। তবে শুধু ব্যাটার হিসেবেই দলে সুযোগ পাওয়া উচিত জুরেলের।

আহমেদাবাদ টেস্টে প্রায় নিখুঁত ১২৫ রানের প্রসঙ্গ টেনে গাভাসকারের যুক্তি, বি সাই সুদর্শন বেশ কিছু সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারছেন না। ফলে ঋষভ ফিরলেও তিন নম্বরে জুরেল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে ভালো বিকল্প হতে পারে।

গাভাসকারের যুক্তি, 'সুস্থ হয়ে ফিরলে ঋষভ প্রথম একাদশে অটোমেটিক চয়েস। কিন্তু তারপরও জুরেল ব্যাটার হিসেবে খেলতে পারে। আমার ধারণা ওর জায়গা খোলা রয়েছে। হয়তো তিন নম্বরেই। সুদর্শনকে অবজ্ঞা করছি না। তবে তিনে ব্যাটিং করার ক্ষমতা জুরেলের রয়েছে, তার প্রমাণ সেঞ্চুরি ইনিংসে। নিশ্চিতভাবে টপ অর্ডারে জুরেল বিকল্প হতে পারে ভারতীয় দলের কাছে।' ইংল্যান্ড সফরে ৬ ইনিংসে ২৩.৩৩ গড়ে ১৪০ রান করেছিলেন সুদর্শন। ব্যর্থ আহমেদাবাদ টেস্টেও।

টানা ব্যর্থতায় চাপ বাড়ছে তা পরিষ্কার সুদর্শনের ব্যাটিংয়েও। টেস্ট সুলভ টেকনিক থাকলেও তার সঠিক প্রয়োগ তিনি করতে পারছেন না।

লক্ষ্য এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন : সান্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জাতীয় দলের শিবির।

শুরুতে যেভাবে মাত্র ১৯ জন ফুটবলার নিয়ে শিবির শুরু করতে হয় খালিদ জামিলকে তাতে জাতীয় দলের হেডকোচ হতাশা গোপন রাখতে পারেননি। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের কাছে তিনি অনুরোধও করেন, ক্লাবের সঙ্গে বসে সমস্যার সমাধান করার জন্য। তবে এরপর বেঙ্গালুরু এফসি, ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব এফসি এবং পরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার ফুটবলাররা যোগ দেওয়ায় এই মুহূর্তে জমজমাট শিবির। ফুটবলাররাও সচেতন আগামী ৯ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে এবং ১৪ তারিখ হোম ম্যাচের জন্য, এমন কথা খালিদ নিজেই জানান দিন দুয়েক আগে। এর আগে ২০২২ সালে শেষবার ভিয়েতনামে খেলতে গিয়ে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হয় ভারত। সেই দলে ছিলেন সদ্য কাফা নেশনস কাপে দুর্দান্ত খেলা দলের সহ অধিনায়ক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। তখন ১-১ ড্র হলেও এবার এই ম্যাচের গুরুত্ব যে আলাদা, সেই কথা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই দেশের এক নম্বর গোলরক্ষকের, 'এই ম্যাচটার কী গুরুত্ব, দলের সবাই বুঝতে পারছে। ফলে সবাই মানসিকভাবে সেইভাবেই তৈরি হচ্ছে। কারণ আমরা এটা বুঝতে পারছি, দেশকে গর্বিত করতে পারাটা আমাদের কর্তব্য। যা এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব।' সিঙ্গাপুর সম্পর্কে গুরপ্রীতের বিশ্লেষণ, 'সিঙ্গাপুর সত্যিই খুব ভালো দল। শেষবার যখন খেলি তার থেকে অনেক বেশি উন্নতি করেছে ওরা। ফলে ওদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবেই। কিন্তু মাঠে আমরা নামব একটাই লক্ষ্য নিয়ে। সেটা হল জয়।'

কাফা নেশনস কাপের গ্রুপ পর্যায়ে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে পেনাল্টি বাঁচানো বা তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়া গুরপ্রীত মনে করেন, 'কাফাতে যেটা প্রয়োজন ছিল, আমরা সেটাই করে দেখিয়েছি। কারণ আমরা জানতাম শুধু নিজেদের জন্য নয়, সারা দেশের ফুটবল পরিবারের জন্যই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা সেটা পেরেছিলাম কারণ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা সবাই একটা দল হিসাবে মাঠে নেমেছিলাম। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসটা তৈরি করতে পেরেছিল। বলতে পারেন, আর কাফার পারফরমেন্সটাই আমাদের পরবর্তীতে খেলার ভিত হওয়া উচিত।' ঘটনা হল, মানোলো মার্কুয়েজ ভারতীয় ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে পারেননি। যা দেশি কোচ হিসেবে পারছেন খালিদ। আর তার ফলেই বেঙ্গালুরুর পাডুকোন-দ্রাবিড় সেন্টারে প্রতিদিন নিজেদের নিংড়ে দিচ্ছেন গুরপ্রীত-সুনীল ছেত্রীরা।

আরও একবার জাতীয় দলের দুর্গ রক্ষায় তৈরি হচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বেঙ্গালুরুতে।

অপরাজেয় ভারতের মন শুধু ক্রিকেটেই

কলম্বো, ৪ অক্টোবর : টানা চতুর্থ রবিবার ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ।

গত তিনটি রবিবার মহাদেশীয় মঞ্চে দুই দেশের পুরুষ দল মুখোমুখি হয়েছিল। এবারের লড়াইটা ভিন্ন। একদিনের বিশ্বকাপের মঞ্চে দুই দেশের মহিলা দলের লড়াই।

দুই দেশের সম্পর্ক একদম তলানিতে। এশিয়া কাপে করমর্দন না করা থেকে শুরু করে ট্রফি না নেওয়া, একের পর এক বিতর্কে উতপ্ত হয়েছিল মরুদেশ। সেই রেশ কি শ্রীলঙ্কার মাটিতেও বজায় থাকবে? বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, সূর্যকুমার যাদবদের নীতিতেই চলবেন হরমনপ্রীত কাউররা। তবে রাজনৈতিক তরজা এড়িয়ে দুই শিবিরের পরিষ্কার বার্তা, 'ক্রিকেটেই মনঃসংযোগ করতে চাই।'

উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী ভারত। ব্যাটে-বলে ভরসা দিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যর্থ হলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় শিবিরের 'তুরুপের তাস' কিন্তু স্মৃতি মান্ধানা। এছাড়াও অধিনায়ক হরমনপ্রীত, বঙ্গ তনয়া রিচা ঘোষ ব্যাট হাতে দেশকে ভরসা দিতে তৈরি। তেমনই রয়েছেন অলরাউন্ডাররা আমনজ্যোৎ কাউর, স্নেহ রানারা। ভারতের বোলিং কোচ আবিষ্কার সালভি বলেছেন, 'ক্রিকেটেই সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করছি আমরা। আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই প্রস্তুতি নিয়ে মেয়েরা মাঠে নামবে।' ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাসী হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। ওডিআইয়ে সাক্ষাৎকারে ১০০ শতাংশ জয়ের রেকর্ড আছে তাদের। সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশের কাছে হেরে বসেছে পাকিস্তান। ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই ব্যর্থ তারা।

রবিবাসরীয় মহারণের আগে পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা বলেছেন, 'মাঠের বাইরে কি ঘটছে তা নিয়ে ভাবছি না। নিজেদের খেলায় মনঃসংযোগ করছি। বিশ্বকাপ খেলা সব ক্রিকেটারের স্বপ্ন। আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।'

এশিয়া কাপের মঞ্চে তিনবারই শেষ হাসি হেসেছিলেন সূর্যকুমাররা। বিশ্বকাপের মঞ্চে সেই ধারা ভারতের 'প্রমীলা বাহিনী' বজায় রাখতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

মহিলাদের বিশ্বকাপে আজ
ভারত বনাম পাকিস্তান
সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** কলম্বো
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

অনুশীলনের ফাঁকে অরুন্ধতী রেড্ডির সঙ্গে জেমিমা রডরিগেজ।

টি২০ সিরিজ জয়ের ট্রফি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ।

মার্শ ম্যাজিকে সিরিজ অজিদের

মাউন্ট মাউনগানুই, ৪ অক্টোবর : টি২০ আন্তর্জাতিকে অধিনায়ক মিচেল মার্শের প্রথম শতরান। যার সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় ম্যাচে ৩ উইকেটে হারাল নিউজিল্যান্ডকে। একইসঙ্গে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল অজিরা।

প্রথমে ব্যাট করে ব্ল্যাক ক্যাপসরা ৯ উইকেটে তোলে ১৫৬ রান। রান তাড়া করতে নেমে ৬.১ ওভারে অজিদের স্কোর ছিল ৬২/১। এরপরই শুরু হয় জেমস নিশাম (২৬/৪) ঝড়। পরপর ৪টি উইকেট তুলে তিনি চাপে ফেলে দেন অজিদের। ১০.১ ওভারে অজিদের স্কোর দাঁড়ায় ৯৩/৫। তবে টলানো যায়নি মার্শকে। সিন অ্যাবটকে (অপরাজিত ১৩) সঙ্গে নিয়ে তিনি ২ ওভার বাকি থাকতেই দলকে ১৬০/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন। মার্শের ৫২ বলে অপরাজিত ১০৩ রানের ইনিংস সাজানো ৮ বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কায়। অধিনায়ক ছাড়া সর্বোচ্চ ১৪ রান এসেছে মিচেল ওয়েনের ব্যাট থেকে। প্রথম ইনিংসে কিউইদের টানেন ওপেনার টিম সেইফার্ট (৪৮)। এছাড়া রান পেয়েছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল (২৬) ও নিশাম (২৫)। অ্যাবটের শিকার ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন জোশ হ্যাজেলউড ও জেভিয়ার বার্টলেট।

ফুটবল নিয়ে অন্ধকারে বাগান সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ইরান যাত্রা বাতিল এবং সুপার জায়েন্টের সঙ্গে মোহনবাগানের বিচ্ছেদের গুজব নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু। এই বিষয়ে কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। উলটে এই পরিস্থিতির মধ্যে ক্লাব সভাপতি এবং সচিব গোষ্ঠীর কোন্দল আরও একবার সামনে চলে এল।

সবুজ-মেরুন সচিবের বক্তব্য শুনে মনে হতেই পারে ইরান যাত্রা বাতিল সহ ফুটবল সংক্রান্ত সব বিষয়ে তিনি নিজেই ধোঁয়াশায় রয়েছেন। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৃঞ্জয়ের সাফাই, 'ইরানে যুদ্ধের আবহ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সেই জন্য ফুটবলাররাই যেতে রাজি হয়নি। এখানে না খেলার কোনও প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। এএফসি-র জন্যই তো এত খরচ করে দল গঠন করা।' নিরাপত্তা ও ফুটবলারদের বিমা সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা ম্যানেজমেন্ট দাবি করছে ক্লাব সচিবও সেই সুরেই গলা মেলালেন।

প্রশ্ন উঠছে, যেখানে মোহনবাগানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেখানে ক্লাবকর্তারা কেন নির্বিকার? তবে কি মোহনবাগান ক্লাব আর সুপার জায়েন্ট আলাদা? সচিব অবশ্য বলছেন, 'ক্লাব-বিনিয়োগকারীর মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই।' সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের সামনে বাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'রিমুভ এটিকে আন্দোলনের সময় তখনকার কমিটি বিষয়টা সুষ্ঠুভাবে সামলেছিল। আশা করি এই কমিটিও তাই করবে।' এই প্রসঙ্গে সৃঞ্জয়ের পালটা, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বোর্ডে তখনও ক্লাবের দুই প্রতিনিধি দেবাশিস দত্ত এবং সৌমিক বসু ছিলেন, এখনও আছেন। ওনারা কেন কিছু বলছেন না?' কথা বলতে গিয়ে আচমকাই বাগান সচিবের আক্রমণের তির ঘুরে গেল রাজ্য ফুটবল সংস্থার দিকে। একরকম নিজে থেকেই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে আইএফএ শিল্ড আয়োজনের সমালোচনায় সরব হন তিনি।

উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : শনিবার আইএফএ শিল্ডের গ্রুপ বিন্যাস ও সূচি প্রকাশ করল বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

শিল্ডে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গলকে আলাদা গ্রুপে রাখা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান এফসি ও নামধারী এফসি। অন্যদিকে মোহনবাগানের সঙ্গে 'বি' গ্রুপে রয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি ও ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

৮ অক্টোবর আইএফএ শিল্ডে-র উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি। সবুজ-মেরুন মাঠে নামছে ৯ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচে তাদের সামনে গোকুলাম কেরালা। ১৪ অক্টোবর নামধারীর বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ১৫ তারিখ মোহনবাগান খেলবে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচই কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলবে কলকাতার দুই প্রধান। ইস্ট-মোহন দুই দলই ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচ হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

শিল্ডের সূচি প্রকাশ

গম্ভীর চক্রান্তের শিকার রোকো

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : চক্রান্ত গম্ভীর।

আর সেই সেই গম্ভীর চক্রান্তের শিকার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

হিটম্যানের বয়স এখন ৩৮। বিরাটের ৩৭। দুজনই ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চেয়েছেন। তাঁদের স্বপ্নপূরণ আদৌ হবে, এমন সম্ভাবনা আর দেখা যাচ্ছে না। দুই বছর পর রামধনুর দেশে একদিনের বিশ্বকাপের সময় তাঁরা ৪০-এর ঘরে ঢুকে পড়বেন। কিন্তু চল্লিশ মানেই কি চালশে?

প্রশ্নের জবাবে বিস্তর বিতর্ক হতে পারে। যদিও টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর মনে করেন, চল্লিশ মানে চালশে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার জন্য এই বয়স অনুপযুক্ত। তাই জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কার্যত রোকো জুটির বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে বিরাট কোহলি।

হিটম্যান একদিনের দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন। বলা ভালো, আগামীর লক্ষ্যে রোহিতকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরও রোকো জুটি অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের স্কোয়াডে রয়েছেন। বড় অঘটন না হলে স্যর ডনের দেশে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজই কোহলি-রোহিতের কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক সিরিজ হতে চলেছে। প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিতের ঘনিষ্ঠমহলের ইঙ্গিত, স্যর ডনের দেশে একসঙ্গে ক্রিকেটকে আলবিদা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন রোহিত-বিরাট। 'দেওয়াল লিখন'ও পড়ে ফেলেছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে রোহিতদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও কোচ গম্ভীর ও তাঁর সহকারীদের মধ্যে কোহলিদের জন্য কতটা শ্রদ্ধা রয়েছে, তা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক।

অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে যদি ব্যাট হাতে বড় রান করে দেন কোহলিরা? তাহলেও তাঁদের অবসর সিদ্ধান্তে বদলের খবর নেই। বরং পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলা ভারতীয় ক্রিকেটে তারুণ্যের জয়গান করতে গিয়ে রোহিতদের কার্যত বাধ্য করা হচ্ছে অবসর নিতে। আর এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়ার পিছনে কোচ গম্ভীর। ক্রিকেটার হিসেবে গম্ভীরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষটা সুখের হয়নি। এমন পরিস্থিতি মানসিকভাবে কতটা যন্ত্রণা দেয়, গম্ভীর নিজেও জানেন। অথচ, সেই যন্ত্রণাই তিনি ফিরিয়ে দিলেন রোহিত-কোহলিদের। বিরাটের সঙ্গে গম্ভীরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোনওদিনও ভালো নয়। ভারতীয় ক্রিকেটে এই তথ্য সবারই জানা। কিন্তু রোহিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতির শুরু ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পর।

গম্ভীরের সহকারী থাকার সময় অভিষেক নায়ার (হিটম্যানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু) চেষ্টা করেছিলেন দুইজনের সম্পর্কের উন্নতি করতে। বাস্তবে লাভ হয়নি। যার ফলে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই যোদ্ধা এখন একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

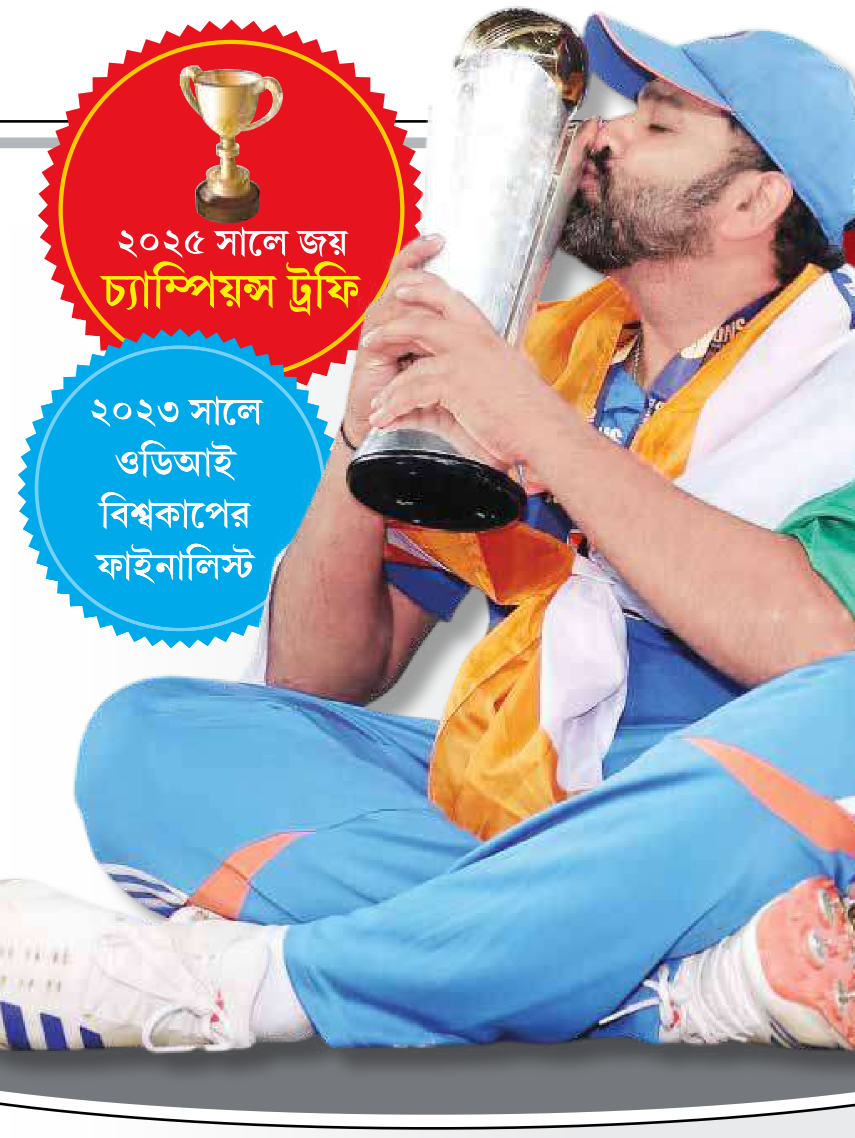

চলতি বছর মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর রোহিত শর্মা।

ওডিআইয়ে সফলতম পাঁচ অধিনায়ক (জয়ের শতাংশের বিচারে)

স্থান	নাম	ম্যাচ	জয়	শতাংশ
১	ক্লাইভ লয়েড	৮৪	৬৪	৭৭.৭১
২	রোহিত শর্মা	৫৬	৪২	৭৭.২৭
৩	রিকি পন্টিং	২৩০	১৬৫	৭৬.১৪
৪	হ্যান্সি ক্রোনিয়ে	১৩৮	৯৯	৭৩.৭
৫	বিরাট কোহলি	৯৫	৬৫	৭০.৪৩

রোহিতের নেতৃত্বে একদিনের ক্রিকেটে ভারত

ম্যাচ	জয়	হার	টাই	নো রেজাল্ট
৫৬	৪২	১২	১	১

নেতৃত্বে থাকার সময় ওডিআইয়ে ব্যাটার রোহিত

ম্যাচ	রান	গড়	স্ট্রাইক রেট	সর্বাধিক	১০০	৫০	০
৫৬	২৫০৬	৫২.২০	১১১.৯৭	২০৮*	৫	১৭	৩

রোহিতকে সরিয়ে নেতৃত্বে শুভমান

আহমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : ইয়ে তো হোনা হি থা!

আলোচনা, জল্পনাটা চলছিল অনেকদিন ধরেই। সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল আগেই।

কিন্তু সেই জল্পনা যে এভাবে বাস্তবে পরিণত হবে, কে আর জানত।

গৌতম গম্ভীর কোচ হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। সেই পরিবর্তন ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য সবসময় সুখের বার্তা নিয়ে আসেনি। অনেক বিতর্কেরও জন্ম দিয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে 'বিতর্ক নম্বর ওয়ান' হয়ে থাকল একদিনের দলের নেতৃত্ব থেকে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে দেওয়া। আগামী ১৫ অক্টোবর তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। বিরাট কোহলির মতো রোহিতও অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের স্কোয়াডে রয়েছেন। কিন্তু তিনি, হিটম্যান দলের অধিনায়ক নন। টেস্টের পর টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের নেতৃত্ব আজ পেলেন শুভমান গিল। চমকপ্রদভাবে একদিনের দলে শুভমানের ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার।

ভারতীয় ক্রিকেটে আজ থেকেই শুরু হয়ে গেল শুভমান-পক্ষ। সঙ্গে রয়ে গেল জবাব না পাওয়া অনেক প্রশ্নও। যদিও দল ঘোষণার সরকারি সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার জানিয়েছেন,

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চোটে নেই হার্দিক-ঋষভ

রোহিতের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুভমানের হাত ধরে ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে 'নয়া ভারত' তৈরি করতে চাইছেন নির্বাচকরা। যার প্রমাণ, শুভমান-শ্রেয়স নয়া জুটি।

আগরকারের এমন যুক্তিকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়েছে রোহিত বনাম কোচ গম্ভীর যুদ্ধের আবহ। যদিও এই ব্যাপারে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বরং আগরকারের কথাতেই স্পষ্ট, কোচ গম্ভীরের পাশে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও সমর্থন রয়েছে এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি রোহিত নিজেও জানতেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের দল ঘোষণার পর তাই আরও বেশি করে চর্চা চলছে, স্যর ডনের দেশেই রোকো জুটি একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করবেন। অবসর না নিয়ে আগামীর লক্ষ্যে ক্রিকেট চালিয়ে যেতে হলে বিরাট-রোহিতদের গম্ভীরের ফতোয়া মেনে ঘরোয়া বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে হবে নিশ্চিতভাবেই। বিরাটরা সেই পথে হাঁটবেন বলে মনে হয় না।

গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে রোহিতের নেতৃত্বে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। প্রতিযোগিতায় রান করেছিলেন বিরাটও। তারপর থেকে রোহিত-বিরাটদের আর দেখা যায়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায়। মাঝের সময়ে টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে শুভমান বিলেতের মাটিতে প্রমাণ করেছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব নিতে তিনি তৈরি। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাটে রানও করেছেন। এমন অবস্থায় বিসিসিআই ও জাতীয় নির্বাচকদের মূলত দুটো বিষয় মনে হয়েছে। এক, তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক রাখা যাবে না। দুই, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করতে হবে। নেতা হিসেবে শুভমানেরও সময় প্রয়োজন। আগরকার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, '২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। সেই বিশ্বকাপের লক্ষ্যে আগামীর ভাবনা শুরু করতেই হত আমাদের। আমরা এখন নিয়মিত একদিনের ক্রিকেট খেলি না। ফলে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের আগে নতুন কাউকে সুযোগ দিতে হত। শুভমানকে অধিনায়ক করে সেই পথেই হাঁটলাম আমরা।'

তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক, ভারতীয় ক্রিকেটে এমন পরিকল্পনা অচল। রোহিতকে সরিয়ে শুভমানকে নয়া অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়ার সময় এমন কথাও ভেবেছেন জাতীয় নির্বাচকরা। আগরকারের কথায়, 'তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ককে নিয়ে চলা টিম ম্যানেজমেন্টের জন্যও সমস্যার। তাছাড়া গিলের বয়স কম। আমাদের মনে হয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেটকে আগামীর দিশা দেওয়ার জন্য শুভমানের এখনই সেরা সময়। দলটা গুছিয়ে নেওয়ার সময়ও পাবে ও।' টেস্টের পর একদিনের দলের নেতৃত্ব শুভমানের উপর চাপ তৈরি করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিয়েছেন আগরকার।

শুভমানকে একদিনের ক্রিকেটের নয়া অধিনায়ক ঘোষণা করার দিনে আসন্ন মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে ওডিআই ও টি২০-র যে দল বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা, সেই দলে তেমন চমক নেই। দুবাইয়ে সম্প্রতি এশিয়া কাপ জয়ী পুরো দলটাই রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে। চোট সারিয়ে এখনও ফিট হতে না পারায় হার্দিক পান্ডিয়া ও ঋষভ পন্থের নাম বিবেচনা হয়নি।

তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দল

শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), যশস্বী জয়সওয়াল।

পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর।

হিটম্যানকে সরানোয় অবাক হরভজন

গিলের নজরে ২০২৭ বিশ্বকাপ

আহমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ দলে ছিলেন। যদিও ট্রফি হাতে তোলার সুযোগ হয়নি। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়ার হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। অধিনায়ক হিসেবে ২০২৭ বিশ্বযুদ্ধে যে আক্ষেপ মেটাতে চান। ওডিআই দলে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় যে লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দিলেন শুভমান গিল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পোস্ট করা এক ভিডিওয় শুভমান বলেছেন, 'ওডিআই ফরম্যাটে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া বিশাল সম্মান। এই ফর্ম্যাটে ভারতীয় দল যথেষ্ট সফল। আশাবাদী, নেতৃত্বের মর্যাদা রেখে আমিও সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হব।'

অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর এক বিশেষ ভিডিও বার্তায় শুভমান গিল।

পাখির চোখ বিশ্বকাপে। আত্মবিশ্বাসী শুভমান বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে নামার আগে ২০টি ওডিআই ম্যাচ পাব আমরা। দলগতভাবে যা পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে চাইব। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিশ্বকাপের মঞ্চে পা রাখতে চাই, যা আমাদের মূল লক্ষ্য। আশাবাদী, পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়ে নামব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জিতে ফিরব।'

হরভজন সিং অবশ্য রোহিত শর্মাকে সরানোর সিদ্ধান্তে রীতিমতো অবাক। নিজের রাজ্যের ছেলে শুভমান দায়িত্ব পেলেও হতাশ হিটম্যানের প্রতি নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের এহেন পদক্ষেপে। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'শুভমানকে অভিনন্দন। টেস্টে দলকে দারুণভাবে সামলাচ্ছে। এবার ওর কাঁধে ওডিআই টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার বাড়তি দায়িত্ব। নিশ্চিতভাবে শুভমানের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে ওর জন্য খুশি হলেও খারাপ লাগছে রোহিত অধিনায়ক না হওয়ায়। রোহিতের অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বের দক্ষতা অমূল্য। এই সফরে অধিনায়কত্ব ওর প্রাপ্য ছিল।'

মনে করিয়ে দেন সাদা বলে ব্যাটার রোহিত, অধিনায়ক রোহিতের সাফল্য। হরভজনের মন্তব্য, 'সাদা বলে রোহিতের রেকর্ড খুব ভালো। অস্ট্রেলিয়াগামী দলে থাকার পরও ওকে অধিনায়ক পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত আমাকে বেশ অবাকই করেছে। ওর নেতৃত্বেই অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া উচিত ছিল। সেক্ষেত্রে আরও ৬-৮ মাস না হয় অপেক্ষা করত শুভমান। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। তারপরও ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে হাতে অনেক সময় থাকত।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মুখার্জি - কে

13.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87L 35858 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি শুধুমাত্র আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারই দেয়নি, তারা আমাকে একটি নতুন জীবন এবং বিশাল একটি সুযোগ উপহার দিয়েছে। এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শীর্ষস্থান খোয়াল লিভারপুল

লন্ডন, ৪ অক্টোবর : প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় হারে শীর্ষস্থান হাতছাড়া লিভারপুলের। শনিবার তাদের ১-২ গোলে হারিয়ে দেয় চেলসি। ১৪ মিনিটে মোইসেস কাইসেডোর গোলে লিভারপুল পিছিয়ে পড়ে। ৬৩ মিনিটে তাদের সমতায় ফেরান কোডি গাকপো। একেবারে শেষলগ্নে চেলসিকে জয়ের গোল এনে দেন এস্তেভাও। ৭ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ১৬। শীর্ষস্থান হাতছাড়া করা লিভারপুল ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে।

শনিবার ঘরের মাঠে সান্ডারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৮ মিনিটেই গোল করে রুবেন অ্যামোরিমের দলকে এগিয়ে দেন ম্যাসন মাউন্ট। ৩১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান বেঞ্জামিন সেসকো। এই জয়ে একটু হলেও স্বস্তি পেলেন ম্যান ইউ কোচ অ্যামোরিম।

ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধে ডেকলান রাইসের গোলে এগিয়ে যায় মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন বুকায়ো সাকা। অন্য ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারাল টটেনহাম হটস্পার।

জয়ের আরও কাছে বিদর্ভ

নাগপুর, ৪ অক্টোবর : ইরানি কাপে আরও জাঁকিয়ে বসেছে বিদর্ভ। শনিবার অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে ৯৬/২ স্কোর নিয়ে খেলতে নেমে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২৩২ রানে। ওপেনার আমন মোখাড়ে ৩৭ ও অক্ষয় ওয়াদকার ৩৬ রান করেন। অবশিষ্ট ভারতের অংশুল কম্বোজ ৪ উইকেট পেয়েছেন। আকাশ দীপ ১০ ওভারে মাত্র ১৩ রান দিলেও কোনও উইকেট পাননি।

জয়ের জন্য অবশিষ্ট ভারতের লক্ষ্যমাত্রা ৩৬১ রান। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৩০ রান। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ১৭ রানে আউট হয়েছেন। আপাতত ম্যাচের যা গতিপ্রকৃতি তাতে বড় অঘটন না ঘটলে ইরানি কাপ ঘরে তুলতে চলেছে বিদর্ভ।

রাজ্যসেরাদের সংবর্ধনা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : জুন মাসে সিএবি-র দুইদিনের ক্রিকেটে রাজ্যসেরা হয়েছিল শিলিগুড়ি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দল। রবিবার সেই দলের ১৭ ক্রিকেটার ও কোচকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার জানিয়েছেন। তথ্যকেন্দ্রের রামকিংকর হলে আগামীকাল দুপুর সাড়ে ৩টা থেকে ঋদ্ধিমান সাহা, মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মহকুমা শাসক অবোধ সিংহলের উপস্থিতিতে এই সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে বেল বাজালেন শচীন তেন্ডুলকার।

স্টক এক্সচেঞ্জে ঘণ্টা বাজালেন শচীন

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : শনিবার নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে বেল বাজালেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার।

এদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ শুরুর এক ঘণ্টা আগে প্রতিযোগিতার চেয়ারম্যান অরুণ আগরওয়ালের সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জে বেল বাজান শচীন। পরে তিনি বলেছেন, 'নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের ওপেনিং বেল বাজানো দারুণ গর্বের বিষয়। আমরা ক্রিকেট ভালোবাসি। এই খেলাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে।'

নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি ব্রায়ান ড্যানিয়েল বলেছেন, 'স্টক এক্সচেঞ্জে শচীনের উপস্থিতি বড় প্রাপ্তি। আমরা ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের অফিশিয়াল জার্সি স্পনসর হওয়ায় গর্বিত।'

আরও অনিশ্চিত সামির আন্তর্জাতিক কেরিয়ার

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : জাতীয় দলের জার্সি গায়ে বল হাতে মহম্মদ সামিকে কি আর দেখা যাবে? তিনি কি আদৌ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন? সামি কি অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন? নাকি ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলবেন সামি? ফের প্রমাণ করবেন নিজেকে।

প্রশ্ন বিস্তর। মজার কথা হল, সামিকে নিয়ে কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব আপাতত নেই। সামিকে নিয়ে কোনও তথ্য কারোরই জানা নেই। তবে একটা বিষয় এখনই স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে, বড় অঘটন না হলে সামির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার প্রায় শেষ। শুধু আন্তর্জাতিক কেন, ঘরোয়া ক্রিকেটেও সামিকে আদৌ আর দেখা যাবে কি না, আজ অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের পর সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যদিও বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আশাবাদী রনজি ট্রফিতে সামিকে দলে পাওয়ার ব্যাপারে।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। রয়েছে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজও। রহস্যজনকভাবে কোনও দলেই জায়গা হয়নি সামির। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, সামিকে নিয়ে দল নির্বাচনি বৈঠকে আলোচনাই হয়নি আজ। রাতের দিকে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে জাতীয় নির্বাচক

হয়তো খেলবেন রনজি

কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, 'সামি নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য জানা নেই আমাদের। সম্প্রতি দলীপ ট্রফিতে একটি ম্যাচ খেললেও ওকে দারুণ ছন্দেও পাওয়া যায়নি। তাই সামিকে জাতীয় দলের জন্য কেন ভাবা হবে?'

দিন দশেক পরই শুরু হয়ে যাবে রনজি ট্রফি। ঘরের মাঠে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ বাংলার। সেই ম্যাচে কি সামিকে পাবে বাংলা? কোচ লক্ষ্মীরতন আশাবাদী হলেও সামির ভাবনার তথ্য তাঁর কাছেও নেই। বরং দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর সামি কেন 'ব্রাত্যই' থেকে গেলেন জাতীয় দলে, সেই প্রশ্ন আজ তুলেছেন বাংলার কোচ। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা, পরিকল্পনা বড় অদ্ভুত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা বোলার ছিল সামি। তারপর কেন ওকে আর খেলানো হল না, জানি না। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ, ইরানি ট্রফি— যে কোনও জায়গায় খেলানো যেত ওকে। হয়তো বাংলার হয়ে ওকে পাব আমরা।'

দলীপে পূর্বাঞ্চলের হয়ে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন সামি। সেই ম্যাচের পর প্রায় মাসখানেক সামি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস ট্রেনিং করেছেন। আপাতত তিনি রয়েছেন তাঁর বাড়িতে। আজ অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল ঘোষণার পর সামির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। ফোন বেজে গিয়েছে। সঙ্গে সামির আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়েও চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যার শেষ কোথায়, সেটাই এখন দেখার।

গান সেলিব্রেশন : দেশে ফিরে সম্মানিত ফারহান!

লাহোর, ৪ অক্টোবর : মহসিন নকভির পর এবার সাহিবজাদা ফারহান। দেশে ফিরে বীরের সম্মান পেলেন পাকিস্তানের ওপেনিং ব্যাটার।

এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধান তথা পাকিস্তানের মন্ত্রী নকভিকে সরকারের তরফে পুরস্কৃত করা হয়েছিল গতকালই। আজ পাক ওপেনিং ব্যাটার ফারহান তাঁর বাড়ি ফেরার পরই তাঁকে সম্মানিত করা হল। পাক সংবাদমাধ্যমের খবর, ওপেনিং ব্যাটারকে আজ তাঁর রাজ্য খাইবার পাখতুনখোয়ার এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি করে গান সেলিব্রেশনের জন্য সম্মান জানানো হয়েছে।

দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসরে ৭ ম্যাচে ২১৭ রান করেছিলেন ফারহান। যার মধ্যে দুটি অর্ধশতরান রয়েছে। সুপার ফোর পর্বে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে ব্যাটকে মেশিনগানের মতো করে উঁচিয়ে গুলি চালানোর ঢংয়ে গান সেলিব্রেশন করেছিলেন তিনি। যা নিয়ে ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন তাঁকে সতর্কও করেন। বাস্তবে আজ অন্য ছবি সামনে এসেছে। নিজের শহরে ফিরে যেভাবে ফারহান বীরের সম্মান পেয়েছেন, তা দেখার পর পাকিস্তানের তরফে জঙ্গিদের মদত জোগানোর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে।